আল্লা ব্যতীত কেহই উপাস্য (মাবুদ) নয়, মহম্মদ (দরুদ)
তাঁহার প্রেরিত। (রসুল)

জোব্দাতল মসায়েল।

প্রথম খণ্ড।

জনাব হাফেজ মাহমুদালী খাঁ মরহুম জমিদার সাহেবের
অনুমত্যানুসারে
খাদেমল এস্‌লাম
নইমুদ্দিন।
কর্ত্তৃক
প্রণীত ও সংগৃহীত।

নবম সংস্করণ।

ইং ১৯০৫ সন, হিজরী ১৩২৩ সন, বাঙ্গালা ১৩১২ সন।

গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
দর্জীপাড়া মসজিদ বাটী ষ্ট্রীট, ১৫৫ নং ভবনে ছোলেমানী প্রেসে,
শ্রীমহাম্মদ ছোলেমান দ্বারা মুদ্রিত।

মুল্য ১।০ আনা।

আভাষ।

যিনি এই সংসারকে সৃজন করিয়াছেন তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য, তাঁহারই নাম ও কীর্ত্তি কালে কালে জীবিত থাকিবে। হে ভ্রাতঃ ভগিনীগণ! এই আকাশমণ্ডলে যে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রগণে পরিপূর্ণ নয়নগোচর হইতেছে, এই জগৎ যে জীব জন্তু তরু লতাদিতে পরিবেষ্টিত অবলোকিত হইতেছে, এসমস্ত তাঁহারই মহিমার কণা মাত্র। তিনি মানবজাতির পরকালে সদগতি হওয়ার জন্য জগৎ মান্য রসুলকে পবিত্র মক্কা ভূমিতে সৃজন করিয়া কোরাণ শাস্ত্র দিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহাতে সৃজনকর্ত্তার মানস এই যে তাঁহার দ্বারা গোমরাহ অর্থাৎ পথ হারা ব্যক্তিগণকে হেদায়েৎ অর্থাৎ সুপথগামী করান।

ঐ কোরাণ খোদা তালার মুখজাত, তাহাতে মানবজাতির আহার, বিহার আরাধনা, ভজনা, অনুমতি, নিষেধ সমুদয় নিয়মই পরিপূর্ণরূপে লিখিত আছে। যে মতের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিভিন্ন করা যায় তাহার নাম "শরা" ঐ শরার মূল চারি অংশে বিভক্ত যথা কোরাণ, হদিস্, এজমা ও কেয়াস্।

শরার নিয়ম গুলিন ও তাহার শাখা প্রশাখা সকলই আরবী ভাষাতে বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। পণ্ডিতেরা বহু পরিশ্রম স্বীকারে তাহার কোন কোন অংশ পার্শী ভাষায় ভাষান্তর করেন। প্রায় ১০।৮০ বৎসর অতীত হইল হিন্দি ভাষাতেও ভাষান্তর হইয়াছে, অধুনা অপকৃষ্ট বঙ্গ ভাষাতেও কোন কোন মহাত্মা অনুবাদ করিতেছেন। এতদ্দেশীয় গুণিগণ ঐ অপকৃষ্ট বঙ্গ ভাষার গ্রন্থ সকল ভাষার অশ্রাব্য দোষেও রচনার অসংমিলন গতিকে কখনই পাঠ করিতে রত হন না এবং সন্তানগণকে পাঠ করিতে দেখিতেও ভাল বাসেন না। বরং অনেকে নিষেধ করিয়া থাকেন।

শরার সমুদয় বিবরণ আরবী ভাষায় যেরূপ জানা যায় অদ্য পর্য্যন্ত কোন ভাষাতেই সেরূপ জানা সম্ভব নহে কিন্তু মাতৃ ভাষায় উহার মূল নিয়মগুলি জানিতে পারিলে অনেক উপকারে আসে। বহুদিন যাবত আমার অন্তঃকরণে এই আশা ছিল যে অতি সরল বঙ্গ ভাষায় শরার মূল মূল নিয়ম গুলি সংগ্রহ

করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করি, যাহাতে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেরই উপকার হয় কিন্তু সাংসারিক আবলজালে আবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত অবকাশাভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

প্রায় সংবৎসর কাল অতীত হইল এক দিবস মহামান্য গুণী-গুণাগ্রগণ্য দেশহিতৈষী মাননীয় ভূম্যধিপতি জনাব হাফেজ মাহ্‌মুদ আলী খাঁ জমিদার সাহেবের সভায় কোন কর্ম্মোপলক্ষে যাওয়া হইয়াছিল, তিনি অনেক কথোপ-কথনের পর অধীনকে বলিতে লাগিলেন যে, আমাদের মুসলমানী ধর্ম্মের এক খানি গ্রন্থ অতি সরল বঙ্গ ভাষাতে রচনা করুন, তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণের উপকারে আসিবে।

প্রশংসিত মহানুভবের আদেশানুসারে এই "জোব্দাতল মসায়েল" নামক গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং প্রশ্নোত্তরে এই গ্রন্থ লিখিত হইল। প্রশ্নের স্থানে "বালক" উত্তরের স্থানে "শিক্ষক" লিখা গেল, আরবী ভাষার যে সকল শব্দগুলি বঙ্গ ভাষায় ভাষান্তর করা অসাধ্য বুঝিলাম এবং করিলেও অশ্রুশ্রাব্য হয় তাহা পুর্ব্বমত রাখা গেল। যেমন ইমান, কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাৎ ইত্যাদি।

এই জোব্দাতল মসায়েল অর্থাৎ মুসলমানী ব্যবস্থা শাস্ত্রের সারসংগ্রহে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ করি নাই বরং শরেবেকায়া, হেদায়া, কাজী-খান জামেয়র রমুজ, কানজ, আলমগিরী, দোররল মুখতার প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করতঃ লিখিত হইল। যে যে নিয়মগুলি এদেশের পক্ষে অনাবশ্যক বুঝিলাম তাহা পরিত্যাগ করা গেল।

পাঠক মহোদয়গণ! যদি এই গ্রন্থের কোন প্রশ্নের উত্তর সন্দেহ বিবেচনা করেন তবে হানফী মজহাবের কোন ফকি পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন,মন মজহাব অবম্বন করিবেন না, ইদানীং অনেকে মন মজহাব অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম বিষয় বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আমি সরল চিত্তে বলিতেছি যিনি এই পুস্তকের দোষগুলি সংগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া দিবেন তিনি আমার পরম বন্ধু। পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন জন্য কোন কোন স্থানে পরিহাস রূপে কিছু লিখিত হইয়াছে, উহা এরূপ লিখি নাই যাহাতে নীতিবিরুদ্ধ হয়।

এই গ্রন্থের দুই উদ্দেশ্য। প্রথম অল্প বয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকাগণকে পাঠ করাইলে বঙ্গভাষায় একরূপ জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। দ্বিতীয় মসলা অর্থাৎ নিয়মগুলি স্মরণ করাইয়া আচরণ করাইলে পরকালে সদ্গতি লাভ হইবে। এই সারসংগ্রহ সঙ্কলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছি তাহা গ্রন্থকর্ত্তা মাত্রেই বুঝিবেন। এইক্ষণ সৃজন কর্ত্তার অনুগ্রহে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খান জন সমাজে আদরণীয় হইয়া পরিগৃহীত হইলেই আমার সমুদয় শ্রম ও সমুদয় ব্যয় সফল জ্ঞান করিব ইতি। হিং ১২৯০ সন। ইং ১৮৭৩ সন। বাং ১২৮০ সন।

নইমুদ্দিন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

যখন "জোব্দাতল মসায়েল" প্রথম রচিত ও মুদ্রিত হয় তখন এরূপ ভরসা ছিল না যে ইহা জন সমাজে আদরণীয় হইবে, কেননা তখন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় এ প্রণালীতে ফতওয়ার গ্রন্থ প্রচার হয় নাই, আল্লার ফজলে অনতিকাল মধ্যে পূর্ব্বের সহস্র গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। আপাততঃ চতুর্দ্দিক হইতে গ্রাহক মহোদয়গণের আগ্রহাতিশয়ে ব্যস্ত হইয়া পুনর্ব্বার সংশোধন, ভাষার দোষ পরিহরণ, অতিরিক্ত বিষয় পরিত্যাগ প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে সাঙ্কেতিক প্রমাণ, ও বহু মসলা বৃদ্ধি করিয়া পুনঃ মুদ্রিত করিলাম। এবার পাঠক মহোদয়গণ পূর্ব্ব হইতে সন্তোষ লাভ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

ইং ১৮৮১। বাং ১২৮৮। নইমুদ্দিন।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্ব হইতে এবার অনেক বিষয় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। তৃতীয় ভাগের শেষাংশে যে প্রত্যেক উত্তরের স্থানে প্রমাণ লিখা হয় নাই উহাতে সন্দেহ করিবেন না, হেদায়া, আলমগিরী ও দোরল মুখতার প্রভৃতি কেতাবে উহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ইং ১৮৮৫ সন, হিং ১৩০২ সন, বাং ১২৯২।

নইমুদ্দিন।

অষ্টম বারের বিজ্ঞাপন।

খোদাতালার অনুগ্রহে এই পুস্তক অষ্টমবার মুদ্রিত হইল, এ বৎসর পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সময় নানাপ্রকার বিপদজালে জড়িতহওয়া বিধায় নিয়মিতরূপেপ্রুফ্ দেখা হয় নাই, তজ্জন্য কয়েক স্থানে ভুল রহিয়াছে তবে মারাত্মক ভুলের শুদ্ধি পত্র দেওয়া হইল। ইতি ইং ১৯০৩ সন, হিজরী ১৩২০ সন, বাং ১৩০৯।

নইমুদ্দিন।

নবম বারের বিজ্ঞাপন।

পরম কারুনিক খোদাতালার অনুগ্রহে এই পুস্তক নবমবার মুদ্রিত হইল, এ বৎসর সেরাজগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত হাজী মহাম্মদ মির উদ্দিন সাহেব প্রুফ দেখিয়া, পূর্ব্ব সংস্করণের ভুল প্রমাদ আদি বিশেষ যত্ন সহকারে সংশোধন করিয়াছেন।

এবার পাঠক মহোদয়গণ পূর্ব্ব হইতে সন্তোষ লাভ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইং ১৯০৫ সন, বাং ১৩১২ সন।

নইমুদ্দিন।

সুচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় ভাগ।

তৃতীয় ভাগ।

চতুর্থ ভাগ।

পরম দাতা দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি

প্রথম ভাগ।

বালক। এই অসার সংসারে সার কর্ম্ম কি ?

শিক্ষক। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া কাল যাপন করা, ইহাই সংসারের সারকর্ম্ম। [কোরাণ]

বা। ধর্ম্ম কি ও অধর্ম্ম কি ?

শি। শরার বিধি মত আচরণ করাকে ধর্ম্ম ও তাহার বিপরীতাচরণকে অধর্ম্ম বলে। [কোরাণ]

বা। ধর্ম্ম করিলে কি লাভ ও অধর্ম্ম করিলে কি ফল হইবে ?

শি। যিনি ধর্ম্ম লাভ করিবেন পরকালে তাঁহার সদ্গতি (নাজাত) লাভ হইবে অর্থাৎ চিরকাল পরম সুখে বেহেশ্‌তে কাল-যাপন করিবেন ও পাপীগণ দোজখে নানা ক্লেশ ভোগ করিবে। (কোরাণ)

বা। বেহেশ্‌ত কি ও দোজখ কি ?

শি। বেহেশ্‌ত একটী অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় সুখাবাস উদ্যান (বাগান), যাহার নানাবিধ সুখের বর্ণনা কোরাণ শাস্ত্রে লিখিত আছে। দোজখে একটী প্রবল অগ্নিকুণ্ড যাহাতে নানাবিধ ক্লেশের আয়োজন প্রস্তুত আছে। (কোরাণ)

বা। কি কি কর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম লাভ হইবে ?

শি। কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ্জ, জকাৎ, ইত্যাদি সৎকর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম লাভ হইবে। কিন্তু ইমান ব্যতীত কোন প্রকার সৎকর্ম্মের পুণ্য লাভ হইবে না। ইমানই সকলের মূল। (আকায়েদেনসফি)

বা। ইমান কি?

শি। সাত বস্তুকে মনে সত্য জানা ও মুখে বলা ইহারই নাম ইমান। (ফেকা আকৃবর)

বা। সেই সাত বস্তু কি কি?

শি। যিনি এই সংসার সৃজন করিয়াছেন তাঁহার নাম আল্লা। দ্বিতীয় তাঁহার ফেরেশ্তাগণ (দূতগণ) তৃতীয় তওরাৎ, জবুর, ইঞ্জিল, কোর্‌কান প্রভৃতি গ্রন্থ সকল তাঁহার মুখজাত। চতুর্থ পয়গম্বরগণ (বার্ত্তাবহগণ)। পঞ্চম কেয়ামত। ষষ্ঠ তিনি সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম উভয়েরই সৃজনকর্ত্তা। কিন্তু বিভিন্ন এই যে সৎকর্ম্মে তিনি সন্তুষ্ট অসৎকর্ম্মে অসন্তুষ্ট। সপ্তম মরণের পরে পুনর্ব্বার জিবীত করিবেন। এই সকলকে সত্য জানা ও বলা ইহারই নাম ইমান। (ফেকা অকৃবর)

বা। কলেমা কি?

শি। লা এলাহা এল্লাল্লাহো শেষ পর্য্যন্তকে কলেমা বলে। (আব্)

বা। উহা আমিও জানি কিন্তু বুঝি না।

শি। উহার অর্থ এই যে, "আল্লা ব্যতীত কেহই উপাস্য (মাবুদ) নাই মহম্মদ (সল্লাল্লাহো আলায়হে ওসল্লম) তাঁহার প্রেরিত।"

বা। নমাজ কি?

শি। এক প্রকার আরাধনার নাম নমাজ (কোরাণ)

বা। নমাজ পড়িতে হইলে প্রথম কি করিতে হইবে?

শি। ওজু ও অবগাহনের আবশ্যক থাকিলে তাহা পুর্ব্বেই করিতে হইবে। (কোরাণ)

ওজুর বিবরণ।

বা। ওজু কাহাকে বলে?

শি। হস্ত পদাদি ধৌত করাকে ওজু বলে। কিন্তু ওজুতে ফরজ, সোন্নত, মস্তহাব ইত্যাদি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (ফেকা)

বা। ওজুতে ফরজ কি কি?

শি। প্রথম মস্তকের চিকুরের (চুল) মুল দেশ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত ও

এক কর্ণ হইতে দ্বিতীয় কর্ণ পর্য্যন্ত ধৌত করা, দ্বিতীয় হস্তের কুনি পর্য্যন্ত ধুইয়া ফেলা, তৃতীয় মস্তকের চতুর্থাংশ মসাহ করা, চতুর্থ পায়ের সন্ধিস্থান অর্থাৎ টাখনু সহ ধৌত করা, এই সকলকে ফরজ বলে। (স, হে, দো, আ,)

বা। বাবার মুখে শুনিয়াছি ওজুতে পাঁচ ফরজ, আপনি চারি ফরজ বলেন কেন?

শি। তাঁহার জন্য পাঁচ ফরজই বটে, কিন্তু আমার জন্য চারি ফরজ।

বা। ইহার কারণ কি?

শি। হাস্যমুখে বলিলেন, শরার কথিত আছে, যাহার ঘন দাড়ি হওয়া বশতঃ দাড়ির মূল দেশে জল দিতে না পারে তাহার দাড়ির চতুর্থাংশ মসাহ করাও এক ফরজ, এই ইহার কারণ। (স, আ)

বা। মসাহ করার অর্থ কি?

শি। নূতন জল হাতে লইয়া সেই আদ্র হস্ত দিয়া কোন স্থান মুছিয়া ফেলা ইহার নাম মসাহ করা। (স. দো, তাতা)

বা। নূতন জল হাতে না লইয়া ভিজা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলে মসাহ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, যদি হাতে জল থাকিয়া থাকে। (স, আ)

বা। আর একটা কথা মনে পড়িল। মাতা বলিয়াছেন "ঘন দাড়ি হইলে মসাহ না করিয়া সমুদয় দাড়ি ধুইয়া ফেলিতে হয়" উহা সত্য কি না?

শি। হাঁ সত্য বটে, ঘনই হউক কি পাতলাই হউক এই কথার প্রতিই শরার ফতওয়া, কিন্তু ঘন দাড়ির মুলদেশে জল দিতে হইবে না, ইহাই বিশেষ। (দো, তাতা)

বা। ঘন এবং পাতলার পরিমাণ কি?

শি। নিকট হইতে দাড়ির চর্ম্ম দেখা গেলে পাতলা বলে, না দেখা গেলে, ঘন বলে। (দো, তাতা)

বা। মস্তকের চতুর্থাংশের পরিমাণ কি?

শি। হস্তের তিন অঙ্গুলী প্রমাণ, একারণ এক অঙ্গুলী কি দুই অঙ্গুলী পরিমাণ মসাহ করিলে ওজু হইবে না। (আ, তাতা)

বা। যদি মাথা মসাহ ভুলিয়া না করে, এবং মেঘের জল মাথায় লাগে তবে ওজু হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (দো, তাতা, বাহ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ওজুর সোন্নতের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ওজুতে সোন্নত কি কি?

শি। প্রথম ওজু আরম্ভ কালে বেস্‌মেল্লা বলা, দ্বিতীয় দুই হাত কজ্জা পর্য্যন্ত ধৌত করা, তৃতীয় দাতন অর্থাৎ মেস্‌ওয়াক্ করা, চতুর্থ কুলিতে গড়গড়নি করা, পঞ্চম নাসিকাতে জল দেওয়া, ষষ্ঠ দাড়ির খেলাল করা, সপ্তম হস্তাঙ্গুলীর খেলাল করা, অষ্টম পদাঙ্গুলীর খেলাল করা, নবম প্রত্যেক স্থান তিনবার ধৌত করা, দশম সমস্ত মাথা মসাহ করা, একাদশ দুই কর্ণ মসাহ করা, দ্বাদশ ওজু আরম্ভ কালে নিয়ৎ করা, ত্রোয়দশ অজুর ধারার প্রতি দৃষ্টি রাখা, চতুর্দ্দশ লাগালাগি ধৌত করা, এই সকলকে সোন্নত বলে। (স, দে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন হে বালক! এইক্ষণ তোমার ওজুর মস্তহাবের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ওজুতে মস্তহাব কি কি?

শি। প্রথম ডানি হইতে ওজু আরম্ভ করা, দ্বিতীয় ঘাড় (গৃবাদেশ) মসাহ করা, তৃতীয় কেবলা মুখ হওয়া, চতুর্থ কর্ণ মসাহ করা, পঞ্চম ওক্তের পূর্ব্বে ওজু করা, ষষ্ঠ অঙ্গুরী হেলাইয়া দেওয়া, সপ্তম অন্য হইতে ওজুর সাহায্য না লওয়া, অষ্টম ওজু কালে কথা না বলা, নবম উচ্চ স্থানে বসিয়া ওজু করা, দশম ওজুর নিয়ৎ মনে ও মুখে করা, একাদশ প্রত্যেক স্থান ধৌত ও মসাহ কালে বেস্‌মেল্লা পড়া, দ্বাদশ প্রত্যেক স্থান ধৌত ও মসাহ কালে নিরূপিত দোওয়া

পড়া, * ত্রয়োদশ ওজু অন্তে দরুদ শরিফ ও সালাম পড়া, চতুর্দ্দশ ওজু অন্তে অবশিষ্ট জল পান করা এই সকলকে মস্তহাব বলে। কিন্তু গলা মসাহ করা বেদাৎ। (চ, দো,)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন হে বালক! এইক্ষণ তোমার ওজুর মকরুহের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ওজুতে মকরুহ কি কি ?

শি। প্রথম মুখে জোরে জল নিক্ষেপ করা, দ্বিতীয় কুলি ও নাসিকার জল বিনাপত্তিতে বামহাতে লওয়া, তৃতীয় নুতন জল দ্বারা তিনবার মসাহ করা, চতুর্থ তিনবারের অধিক বিনাপত্তিতে ধৌত করা, এই সকলকে মকরুহ বলে। (দা, আ)

বা। বদ্‌না কি লোটা কি ঘটী নিজের কারণ ঠিক করিয়া লওয়া ও অন্য কাহাকেও না দেওয়া কি ?

শি। মকরুহ। এইরূপ মস্‌জেদের কোন স্থান নিজের কারণ নির্ণয় করিয়া লওয়াও মকরুহ। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন হে বালক! এইক্ষণ তোমার ওজু ভঙ্গের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কি কি কারণে ওজু ভঙ্গ হয় ?

শি। প্রথম গুহ্য দ্বার কি লিঙ্গ দ্বার দিয়া কোন বস্তু নির্গত হইলে, দ্বিতীয় শরীর হইতে রক্ত পুঁজ বাহির হইয়া গড়িয়া পড়িলে, তৃতীয় মুখ ভরিয়া বমি হইলে, চতুর্থ চিত কি কাইত হইয়া কি কোন বস্তুকে হেলান দিয়া নিদ্রা গেলে, পঞ্চম উন্মাদ হইলে, ষষ্ঠ অচেতন হইলে, সপ্তম মাতাল হইলে, অষ্টম রুকু সেজদার নমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি হা, হা, হি, হি, করিয়া উচ্চঃস্বরে হাস্য করিলে, নবম স্ত্রী পুরুষের লিঙ্গে লিঙ্গে স্পর্শ করিলে; এই সকল ঘটনায় ওজু ভঙ্গ হয়। (স,)

বা। মেয়েলোক কি পুরুষের লিঙ্গ দিয়া কোন প্রকারের কৃমি (কিড়া) নির্গত হইলে ওজু থাকিবে কি না ?

---

* সেরাতল মস্তকিম দেখুন তাহাতে সমস্ত দোওয়া লিখা হইয়াছে।

শি। না। কিন্তু বায়ু নির্গত হইলে ওজু যাইবে না। এইরূপ কর্ণ কি নাসিকা কি মুখ হইতে কৃমি নির্গত হইলেও ওজু যাইবে না। (দো, আ, তাতা)

বা। মেয়েলোককে চুম্ব দিলে কি স্পর্শ করিলে ওজু ভঙ্গ হইবে, কি না?

শি। না। এইরূপ লিঙ্গ স্পর্শ করিলেও ওজু যাইবে না। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমারে অবগাহনের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। অবগাহন কাহাকে বলে?

শি। বাহিরের সমুদয় শরীর ধৌত করাকে অবগাহন বা স্নান বলে, তোমরা যাহাকে গোসল বলিয়া থাক।

বা। স্নান কয় প্রকার?

শি। ফরজ, ওয়াজেব, সোন্নত, মস্তহাব এই চারি প্রকার।

বা। কি কি ঘটনায় অবগাহন করা ফরজ হয়?

শি। প্রথম কাম-ভাবে শুক্র নির্গত হইলে, দ্বিতীয় লিঙ্গাগ্রভাগ ভগে কি গুহ্যে প্রবেশ করিলে, তৃতীয় ঋতু কি নেফাস শেষ হইলে, চতুর্থ স্বপ্ন দোষ (এহতেলাম) হইলে, এই সকল ঘটনায় অবগাহন করা ফরজ। (স, দো, আ)

বা। কামভাব ব্যতীত বীর্য্য নির্গত হইলে স্নান করিতে হইবে কি না?

শি। না কিন্তু কামভাবে বীর্য্য স্বীয় স্থান হইতে স্থানান্তর হইলে যদিও নির্গত হওয়ার সময় কামভাব না থাকে, তথাপি অবগাহন করিতে হইবে। (স, দো)

বা। যদি কেহ সঙ্গম করে কিন্তু শুক্র নির্গত না হয়, তবে স্নান করিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবেক। এইরূপ কাহার স্বপ্নদোষ, কি কোন রূপলাবণ্যাবতি যুবতী দৃষ্টি-পথে পতিত হওয়ায় কামভাবে বীর্য্য নির্গত হওয়ার উপক্রম হইলে যদি সেই সময় লিঙ্গাগ্রভাগ কসিয়া ধরে পরে কামভাব চলিয়া গেলে ছাড়িয়া দেয় ও বীর্য্য পড়িয়া যায়, এমতাবস্থায়ও ঐ ব্যক্তির স্নান করিতে হইবে। (স, আ)

এইরূপ যদি কোন ব্যক্তি সঙ্গম করিয়া প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে স্নান করে, পরে বীর্য্য নির্গত হয় তাহাকেও পুনর্ব্বার স্নান করিতে হইবে। কিন্তু কেবল মজি কি ওদি নির্গত হইলে স্নান করিতে হইবে না। (দো)

বা। নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বীর্য্য কি মজি দেখিলে স্নান করিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ, স্নান করিতে হইবে যদ্যপি স্বপ্নদোষ কথা স্মরণ না হয়। যদি লিঙ্গাগ্রভাগ ভিজা না থাকে, তবে স্নান করিতে হইবে না। এই নিয়ম মেয়েলোকের প্রতিও খাটিবে। (দো)

এইরূপ চতুষ্পদ জন্তু কি মৃত কি নাবালগার সঙ্গে সঙ্গম করিলে স্নান করিতে হইবে না। কিন্তু বীর্য্য নির্গত হইলে অবশ্য স্নান করিতে হইবে। (স, দো, আ)

বা। চতুষ্পাদ কিম্বা মৃতের সঙ্গে কি সঙ্গম করা যায়?

শি। না অতি গর্হিত কার্য্য, অর্থাৎ মহা পাপ। (কে)

বা। তবে এমত অসঙ্গত কথা বলিলেন কেন?

শি। কি জানি যদি কাহারও রুচি হয় একারণ বলিলাম।

বা। ওয়াজেব অবগাহন কাহাকে বলে?

শি। প্রথম মৃতকে অবগাহন করান, দ্বিতীয় কাফের মুসলমান হওয়ার সময় স্নান করান, যদি ফরজ স্নানের কোন কারণ থাকিয়া থাকে। (দ)

বা। সোন্নত অবগাহন কাহাকে বলে।

শি। প্রথম শুক্রবারের, দ্বিতীয় দুই ঈদের, তৃতীয় আ্রফার, চতুর্থ এহরামের, এই চারি সময় স্নান করা সোন্নত। (দো, স)

বা। অবগাহনে ফরজ কি কি?

শি। কুলি করা, নাসিকাতে জল দেওয়া, সমুদয় শরীর ধৌত করা এই তিন ফরজ। (স, হে, আ, দো)

বা। মেয়ে লোকের নথ, বোলাকের ছিদ্রে ও অঙ্গুরী, বালা প্রভৃতি গহনার নিম্নে জল দিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ দিতে হইবে, না দিলে স্নান হইবে না। (স, আ)

বা। অবগাহনে সোন্নত কি কি?

শি। প্রথম হস্ত ধৌত করা, দ্বিতীয় লিঙ্গ ধুয়ে ফেলা, তৃতীয় শরীরের না পাকি অর্থাৎ অশুদ্ধ বস্তু ধুয়ে ফেলা, চতুর্থ ওজু করা, পঞ্চম সমুদয় শরীর তিনবার ধৌত করা, পশ্চাৎ স্থানান্তর হইয়া পা ধোয়া, স্নানে এই সকল সোন্নত। (স, দো)

বা। চৌকিতে কি টুলে কি প্রস্তরের উপরে কি কোন উচ্চ স্থানে স্নান করিলে সেই স্থানে পা ধোওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ ধোওয়া যায় যদি ধৌত জলে পা না থাকে।

বা। অবগাহনে মস্তহাব কি?

শি। শরীর মর্দ্দন করা। (দো)

বা। কোন্ কোন্ অবগাহন মস্তহাব?

শি। প্রথম কাফের মুসলমান হইয়া অনাবশ্যক বশতঃ অবগাহন করা, দ্বিতীয়, ১৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলের বালক হওয়ার লক্ষণ ব্যতীত প্রাপ্ত বয়স্কের ব্যবস্থা মতে স্নান করা, তৃতীয়, সবেবরাতের স্নান করা, এই সকলকে মস্তাহাব স্নান বলে। ইহা ব্যতীত আরও আছে। (দোর্‌রল মোগতার দেখ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার জলের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোন্ কোন্ জল আচরণ করা যায়?

শি। মেঘ, বরফ, সমুদ্র, নদী, ঝরণা, পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদির জল আচরণ করা যায়। (ন, দো)

বা। কোন গর্ত্তের জল আচরণ করা যায় কি না?

শি। হাঁ আচরণ করা যায়। যখন উহার বেড় ৪০ গজ হইবে, এবং অঞ্জলি দ্বারা জল উঠাইলে মৃত্তিকা দেখা না যাইবে, তখন ঝরণার তুল্য হইবে। দৈবগর্ত্তই হউক কিম্বা মনুষ্য কৃতই হউক সকলেরই এই নিয়ম। (স)

বা। জল কখনও অশুদ্ধ হয় কি না?

শি। হাঁ যখন কোন না পাক বস্তু জলে পড়িয়া জলের লক্ষণের পরিবর্ত্তন করে তখন অবশ্য না পাক হয়। (স, হে, দো)

বা। জলের লক্ষণ কি কি?

শি। রং, ঘ্রাণ, স্বাদ এই তিনটী জলের লক্ষণ। (স, দো)

বা। তরল হওয়া জলের লক্ষণ কি না?

শি। না, তরল্ হওয়া জলের স্বভাব বলিতে হইবে। (স, দো)

বা। যদি কোন বস্তু জলে মিশ্রিত হওয়ায় স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তবে ঐ জলে ওজু অবগাহনাদি হইবে কি না?

শি। না। (স, আ)

বা। মাতা বলিয়াছেন, খেজুরের রসে ওজু ও অবগাহনাদি হইতে পারে, উহা সত্য কি না?

শি। উহাতে *এখ্‌তেলাফ (মতভেদ) আছে কিন্তু বৃক্ষের কি ফলের রস চিপিয়া বাহির করা যায়, কি স্বভাবতঃ বাহির হয় উহা দ্বারা ওজু ও অবগাহনাদি হইতে পারে না। এই ব্যবস্থাই আওলা। (অতি উত্তম) (দো।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার কুপের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কুপের জল নাপাক (অশুদ্ধ) হয় কি না?

শি। হাঁ অশুদ্ধের কোন কারণ ঘটিলেই অশুদ্ধ হয়।

বা। কি কি কারণে অশুদ্ধ হয়?

শি। প্রথম যদি কূপে কোন অশুদ্ধ বস্তু (নাপাক চিজ) পতিত হয়, দ্বিতীয় কোন জন্তু পড়িয়া মরে এবং ফুলিয়া যায়, অথবা পচিয়া ছিন্ন ভিন্ন হয়, তৃতীয় মনুষ্য কি কুকুর কি ছাগল পড়িয়া মরে, তাহা হইলে কূপের জল অশুদ্ধ হয়। (স, আ)

বা। উহার কোন ঘটনা ঘটিলে কি করিলে পাক (শুদ্ধ) হইবে?

শি। প্রথম ঐ নাপাক বস্তু কি ঐ মৃত জন্তু উঠাইবে, তৎপর সমুদয়

জল উঠাইয়া ফেলিলেই তাহার জল শুদ্ধ (পাক) হইবে (স, দো)

বা। যদি এমন কোন কূপ হয় যে যত জলই উঠান যায় ততই উঠে, তবে কি করিবে?

শি। দুইজন বুদ্ধিমান লোক যাঁহারা জলের অনুমান করিতে পারেন, তাঁহাদের অনুমান মত জল উঠাইলেই শুদ্ধ হইবে। (দো)

বা। যদি কোন কূপের জল অনুমান করিতে না পারা যায়, তবে কি করিবে?

শি। দুই শত কলসীর ন্যূন না হয়, এই পরিমাণ জল উঠাইলেই শুদ্ধ হইবে। (স, দো)

বা। যদি কপোত, কুক্কুট, বিড়াল, কি ইহারই তুল্য কোন জন্তু পড়া মাত্র মরিয়া যায়, তবে কি করিলে শুদ্ধ হইবে?

শি। ৪০ কলসী হইতে ৬০ কলসী পর্য্যন্ত জল উঠাইলেই শুদ্ধ হইবে। কিন্তু প্রথম ঐ মৃত জন্তু উঠাইতে হইবে। (দো)

বা। মুষিক, চড়াই, বাবুই কি তৎতুল্য কোন জন্তু পড়া মাত্র মরিলে কি করিলে শুদ্ধ হইবে?

শি। ২০ কলসী হইতে ৩০ কলসী পর্য্যন্ত জল উঠাইলে শুদ্ধ হইবে। এইরূপ কোন মৃত জন্তু কূপেতে পড়িলেও ঐ নিয়ম খাটিবে কিন্তু প্রথম মৃত উঠাইতে হইবে। (দো)

বা। কলসীর পরিমাণ কি?

শি। একছা অর্থাৎ ৮০ তোলা সেরের তিন সের, দুই ছাটাক জল ধরে এমন কলসী হয়।

বা। মৎস্য, ভেক, মক্ষিকা ইত্যাদি জন্তু যাহার তরল রক্ত নাই তাহা কূপেতে মরিলে জল অশুদ্ধ হয় কি না?

শি। না। (আ)

বা। কূপে মৃত পতিত হওয়ার সময় জ্ঞাত থাকিলে কি করিবে, ও না থাকিলে কি করিতে হইবে?

শি। যদি জ্ঞাত থাকে তবে মৃত পতিত হওয়া-সময়াধি জল অশুদ্ধ

হয়। অজ্ঞাত থাকিলে দেখিতে হইবে ঐ রক্ত ফুলিয়াছে কিম্বা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে কি না, যদি ফুলিয়া কি ছিন্ন ভিন্ন না হইয়া থাকে, তবে যিনি ঐ জল ওজু, গোছলে ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি এক দিবা রাত্রের নামাজ পুনর্ব্বার পড়িবেন। যদি ফুলিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, তবে তিন দিবা রাত্রের নমাজ পুনর্ব্বার পড়িবেন। (স, দো)

বা। অনেক মহাত্মা হানিফী মজহাবে কূপের জল নাপাক (অশুদ্ধ) বলিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করেন উহা সত্য কি না?

শি। না, উহা কেবল ধোকা বাজি বই নয়, কেননা শত সহস্র গ্রন্থে কূপের জল পাক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয় উহারা পাগল নতুবা এমন কথা কি মুখে আনার উপযুক্ত?

বা। যদি কোন কাপড়ে বিষ্ঠা কি গোবর লাগে কিন্তু কোন্ দিন কোন্ সময় লাগিয়াছে জানা না যায়, তবে কি করিবে?

শি। ঐ সময় ধুইয়া ফেলিবে কিন্তু ঐ কাপড় দিয়া যত নমাজ পড়িয়াছে তাহা পুনর্ব্বার পড়িবে না। (তাতা)

বা। ওজু ও অবগাহনের ধৌত জল শুদ্ধ কি না?

শি। হাঁ শুদ্ধ বটে কিন্তু তদ্দারা কোন অশুদ্ধ বস্তু শুদ্ধ করা যাইতে পারা যায় না। এইরূপ ঐ ধৌত জল কোন লোটাতে কি কূপেতে পড়িলেও সেই লোটা ও কূপের জল দ্বারা অশুদ্ধ বস্তু শুদ্ধ হইতে পারিবে না। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার জুঠার (উচ্ছিষ্ঠ) বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোন্ কোন্ জন্তুর জুঠা পাক অর্থাৎ শুদ্ধ?

শি। মনুষ্য ও যে সকল জন্তুর মাংস খাওয়া যায়, উহাদের মুখ পাক থাকিলে উহাদের জুঠাও পাক। এইরূপ ঘোটকের উচ্ছিষ্ঠও পাক।

বা। কোন্ কোন্ জন্তুর জুঠা নাপাক ?

শি। শূকর, কুকুর প্রভৃতি হিংস্রক পশু ইহাদের জুঠা নজসে মোগল্লজা অর্থাৎ অত্যন্ত অশুদ্ধ। এইরূপ যদি মাতালের মুখে মদের গন্ধ, বিড়ালের মুখে মুষিকের গন্ধ থাকে, তবে ইহাদের জুঠাও নজশে মোগল্লজা কিন্তু বিনাবদ্ধ কুক্কুট ও শিকারী পক্ষী ও গৃহবাসী জন্তু যেমন মুষিক ইহাদের জুঠা মক্রুহ তন্জিহ। (দো)

বা। গাধা ও খচ্চরের জুঠা পাক কি না ?

শি। হাঁ পাক বটে কিন্তু উহা দ্বারা অন্য বস্তু পাক করা সন্দেহ। (দো)

বা। সে কেমন ?

শি। গাধা, খচ্চরের জুঠা-জল দিয়া কোন বস্তু পাক করা যাইতে পারে না, যদি কেহ উহা দিয়া ওজু করে তবে পুনর্ব্বার তৈয়ম্মম করিতে হইবে, কিন্তু কাপড়ে কি কোন বস্তুতে লাগিলে নাপাক হইবে না। (দো, তাতা)

বা। ঘর্ম্ম পাক কি না ?

শি। যাহার জুঠা পাক, তাহার ঘর্ম্মও পাক ; যাহার জুটা নাপাক তাহার ঘর্ম্মও নাপাক। যাহার জুঠা মক্রুহ, তাহার ঘর্ম্মও মক্রুহ; যাহার জুঠা সন্দেহ, তাহার ঘর্ম্মও সন্দেহ। (দো)

বা। চর্ম্ম পাক কি না ?

শি। দাবাগত করিলে সমুদয় জন্তুর চর্ম্মই পাক, কিন্তু মনুষ্যের ও শূকরের চর্ম্ম কখনই শুদ্ধ হইবেক না।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ তোমার তৈয়ম্মমের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। তৈয়ম্মম কাহাকে বলে ?

শি। জলের শক্তি রহিত হইলে ওজু ও অবগাহনের কাজ মৃত্তিকা কি

মৃত্তিকাবৎ কোন বস্তু দ্বারা মসাধা করাকে তৈয়ম্মম বলে।(দো,আ)

বা। মৃত্তিকাবৎ বস্তু কি কি ?

শি। বালু, প্রস্তর, চুণা, সুরমা, হরিতাল ইত্যাদি কিন্তু ছাই দিয়া তৈয়ম্মম করিলে হইবে না। (স, তাতা)

বা। জলের শক্তি রহিত হওয়া ইহার অর্থ কি ?

শি। প্রথম এক মাইল পর্য্যন্ত জল না পাওয়া গেলে, দ্বিতীয় সঙ্গে জল আছে, কিন্তু যদি উহা দিয়া ওজু, অবগাহন করা যায় তবে স্বয়ং কি সঙ্গীয় জন্তু পিপাসান্বিত থাকে, তৃতীয় জলের স্থানে কোন ভয়ের কারণ থাকিলে, চতুর্থ জল উঠানের উপায় না থাকিলে, পঞ্চম অন্য কাহার নিকট জল আছে, কিন্তু বিনামূল্যে দিতে অস্বীকৃত হইলে, কি মূল্য দেওয়ার শক্তি রহিত হইলে, ষষ্ঠ মূল্য অধিক লাগে যাহাতে সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়, সপ্তম ওজু অবগাহনে পীড়া বৃদ্ধি পাইলে, অষ্টম শীতে শরীরের অপকার জন্মিলে, এই সকল ঘটনায় জলের শক্তি রহিত বলিতে হইবে। (স)

বা। জলের শক্তি থাকিলেও কোন সময় তৈয়ম্মম করা যায় কি না ?

শি। না, কিন্তু দুই সময়ে, প্রথম জনাজায়, দ্বিতীয় দুই ঈদের নমাজ না পাওয়ায় সংশয় হইলে তৈয়ম্মম করা যায়। (স)

বা। তৈয়ম্মমে কয় ফরজ ?

শি। তিন ফরজ। যথা—নিয়ৎ করা, মুখ মসাহ করা, দুই হাতের মসাহ করা। (স)

বা। নিয়ৎ কাহাকে বলে ?

শি। মনে মনে মনন করা ইহরাই নাম নিয়ত। (স)

বা। কোন্ কথায় মনন ?

শি। অশুদ্ধ হইতে শুদ্ধ হওয়া এবং এবাদতের মনন করা।

বা। কিরূপে তৈয়ম্মম করিতে হয় ?

শি। তৈয়ম্মমের মনন করিয়া পাক অর্থাৎ শুদ্ধ মৃত্তিকায় দুই হস্ত

নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ ধুলাবৃত হস্তদ্বয় দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিবে দ্বিতীয় বার ঐরূপে দুই হস্ত নিক্ষেপ করিয়া বাম হস্ত দ্বারা ডানি হস্ত ও ডানি হস্ত দ্বারা বাম হস্ত মুছিয়া ফেলিবে। যদি অঙ্গুলীগুলার মধ্যে ধুলি না লাগিয়া থাকে তবে তৃতীয় বার হস্ত নিক্ষেপ করিয়া দুই হস্তের খেলাল করিবে। এইরূপে তৈয়ম্মম করিতে হয়। আর একটা কথা মনে রাখিও, বাম হস্তের অৰ্দ্ধেক তালু, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা ডানি হস্তের পৃষ্ঠভাগ মুছিয়া ফেলিবে। এবং বক্রি তালু, বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা নিম্নভাগ মুছিতে হইবে। এইরূপ ডানি হস্ত দিয়া বাম হস্ত মুছিবে। (স)

বা। মুখ ও হস্ত কোন্ পর্য্যন্ত মুছিতে হইবে?

শি। ওজুতে যে পর্য্যন্ত ধৌত করা ফরজ সেই পর্য্যন্ত মুছিতে হইবে, কিন্তু এক গাছি লোম প্রমাণ স্থান মুছা না হইলে তৈয়ম্মম হইবে না। (স, দো)

বা। যদি ওজু ও অবগাহন উভয়ের আবশ্যক হয় তবে কি দুইবার তৈয়ম্মম করিতে হইবে?

শি। না। ওজু ও অবগাহনের নিয়ৎ একত্র করিলে এক তৈয়ম্মমেই হইবে নচেৎ পৃথক নিয়ৎ করিলে পৃথক তৈয়ম্মম করিতে হইবে। (স)

বা। কি কি কাজে তৈয়ম্মম ভগ্ন হয়?

শি। জে সকল কাজে ওজু ভগ্ন হয়, সেই সকল কাজে তৈয়ম্মমও ভগ্ন হয়। (স, দে)

বা। ওজু অবগাহনের জন্য তৈয়ম্মম করিলে যদি ওজু ভগ্নের কোন ঘটনায় তৈয়ম্মম ভগ্ন হয়, তবে পুনরায় তৈয়ম্মম করা কালিন অবগাহনের জন্য তৈয়ম্মম করিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ করিতে হইবে। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার মোজার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। মোজা কাহাকে বলে?

শি। শীত কালে লোকে যে পদাবরণ ব্যবহার করে, উহাকে মোজা বলে।

বা। পায়ের কোন্ পর্য্যন্ত আবৃত হইলে মোজা বলা যায়?

শি। পায়ের সন্ধি স্থান পর্য্যন্ত আবৃত হইলেই মোজা বলা যায়। ঐ স্থানকে আরবী ভাষায় কায়াব বলে। (স)

বা। মোজা পরিধান করিয়া ওজু করিতে হইলে পা ধুইতে হইবে কি না?

শি। হাঁ। কিন্তু মোজা পরিধান কালে ওজু থাকিয়া থাকিলে, পরে কোন ঘটনায় ওজু ভগ্ন হইলে পুনর্ব্বার ওজু করা কালিন মোজার উপরি ভাগে মসাহ করিলেই ওজু হইবে। (স, আ)

বা। কিরূপে মসাহ করিতে হয়?

শি। নুতন জল হাতে লইয়া ঐ আর্দ্র হস্ত দিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের তিন অঙ্গুলী দিয়া দক্ষিণ পদের অঙ্গুলীর মস্তক হইতে পশ্চাৎ দিকে মুছিয়া আনিতে হয়, এবং বাম হস্তের তিন অঙ্গুলী দিয়া ঐরূপ বাম পদ মুছিতে হয়। কিন্তু সূত্র নির্ম্মিত মোজাতে মসাহ করিলে ওজু হইবে না। কেবল চর্ম্মের মোজার প্রতি এই নিয়ম খাটিবে। (স)

বা। যদি কেহ ভ্রম ক্রমে মোজাতে মসাহ না করে, বৃষ্টির জলে মোজার উপরি ভাগ ভিজিয়া যায় তবে ওজু হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। এইরূপ দুর্ব্বাদি মধ্যে গমন করিলে মেঘের জল কিম্বা নীহার লাগিলেও ওজু হইবে। (স, আ)

বা। কি কি ঘটনায় মসাহ ভগ্ন হয়?

শি। মসাহের নিয়মিত কাল অতীত হইলে, কি মোজা খসাইলে, এই

সকল ঘটনায় মসাহ ভগ্ন হয়। (স, আ)

বা। মসাহের নিয়মিত কাল কত দিন?

শি। গৃহ-বাসীর মসাহ এক দিবারাত্র, প্রবাসীর মসাহ তিন দিবারাত্র থাকিবে। এই কাল অতীত হইলে মসাহ ভগ্ন হয়। (স, আ)

বা। শরাতে প্রবাসী ও গৃহবাসী কাহাকে বলে?

শি। প্রবাসীর নমাজের বর্ণনা স্থলে উহার বর্ণনা করা যাইবে।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ঋতুর বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ঋতু কাহাকে বলে?

শি। বালগা অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের রেহেম হইতে বিনা পীড়ায় যে রক্ত পাত হয়, তাহাকে ঋতু বলে। আমরা উহাকে হায়েজ বলিয়া থাকি। (স)

বা। রেহেম কি বুঝিলাম না?

শি। স্ত্রীলোকের নাভির নিম্ন ভাগে উদরের মধ্যে সন্তানাদি থাকার যে একটী থলিয়া স্বরূপ আছে, তাহাকে আরবী ভাষায় রেহেম বলে। আমরা উহাকে জরায়ু বলিয়া থাকি। (স, দো)

বা। কত বৎসরের মেয়েলোক বালগা অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তা হন?

শি। নয় বৎসরের হইলেই বয়ঃপ্রাপ্তা হন। একারণ নয় বৎসরের ন্যূন বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েলোকের রক্তপাত হইলে, ঋতু মধ্যে গণ্য হইবে না। উহাকে পীড়া বলিতে হইবে। (স, দো)

বা। কত বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েলোকের ঋতু হইয়া থাকে?

শি। পঞ্চান্ন বৎসর পর্য্যন্ত ঋতু হইয়া থাকে। তদূর্দ্ধ বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের রক্ত দেখিলে ঋতু মধ্যে পরিগণিত হইবে না। উহাকে পীড়া বলিতে হইবে। (স, দো)

বা। রক্তের বর্ণের বিভেদ আছে কি না?

শি। হাঁ আছে, যথা—লাল, কাল, হরিদ্রা, সবুজ এবং ধলা মিশ্রিত

লাল, কাল মিশ্রিত লাল, এই ছয় প্রকার। (স)

বা। ঋতু কালের কোন নিরূপণ আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। যথা—দশ, দিবা রাত্রের অধিক না হয়। এবং তিন দিবা রাত্রের ন্যূন না হয়। (স, বো, আ)

বা। যদি কোন মেয়ে লোকের এই নিয়ম হয় যে, প্রত্যেক ঋতুতে ছয় দিবস পর্য্যন্ত রক্ত পাত হয় কিন্তু দৈবাৎ ঐ মেয়ে লোকের কোন ঋতুর মধ্যের দুই দিবস রক্ত পাত না হইলে ঐ মধ্যের দুই দিবস ঋতু মধ্যে ধর্ত্তব্য হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (স, আ)

বা। যদি কোন মেয়ে লোকের তিন দিবা দুই রাত্র রক্ত পাত হয়, তবে উহা ঋতু বলিয়া ধরা যাইবে কি না?

শি। না, কেননা তিন দিবা তিন রাত্রের ন্যূন হইলে ঋতু বলিয়া ধরা যাইবে না। এইরূপ দশ দিবা রাত্রের অধিক কাল রক্ত পাত হইলেও পীড়া মধ্যে ধর্ত্তব্য হইবে। (স, আ,)

বা। দুই ঋতুর মধ্য কালকে কি বলে?

শি। উহাকে আরবী ভাষায় "তোহর" অর্থাৎ পাক বলে, আমরা উহাকে শুদ্ধকাল বলি। (স, বো, আ)

বা। ঐ শুদ্ধ কালের নির্ণয় আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। উহা পনের দিবসের ন্যূন না হয়, বৃদ্ধি যত হউক। (স, বো, আ)

বা। যদি কোন মেয়েলোকের প্রত্যেক ঋতুতে পাঁচ দিবস করিয়া রক্ত পাত হয়, কিন্তু দৈবাৎ একবার সাত দিবস পর্য্যন্ত রক্ত পাত হইলে, বৃদ্ধি সাত দিবস ঋতু মধ্যে পরিগণিত হইবে কি না?

শি। না, উহাকে পীড়া বলিতে হইবে। (স)

বা। ঋতুবতী মেয়ে লোকের কোন কাজ করা নিষেধ আছে কি?

শি। হাঁ, নমাজ পড়া, রোজা রাখা, কোরাণ পড়া কি স্পর্শ করা মসজিদে যাওয়া, কাবা শরিফের তওয়াফ করা ইত্যাদি কর্ম্ম

নিষেধ, অর্থাৎ হারাম। কিন্তু ঋতুকাল বিধায় যে কয় দিবস রোজা রাখা হয় নাই, উহা রাখিতে হইবে। (স, দো, আ)

বা। শুনিয়াছি কোরাণে লিখিত আছে ঋতুবতী মেয়ে লোকের নিকট দিয়াও যাইতে হয় না, উহা সত্য কি না?

শি। নিকটে যাওয়া কিম্বা স্পর্শ করা নিষেধ নাই। সঙ্গম করা অবশ্য নিষেধ অর্থাৎ হারাম। এইরূপ নাভী হইতে উরু পর্য্যন্ত স্পর্শ করাও শরাতে হারাম লিখিয়াছে।

বা। তবে কেন নিকটে যাওয়া কোরাণে নিষেধ লিখিয়াছে?

শি। সতর্কতার জন্য তাড়না করিয়াছে। কেননা সকল লোক একরূপ হয় না, কি জানি যদি নিকটে যাইয়া অমনি পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ে।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার নেফাসের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। নেফাস্ কাহাকে বলে?

শি। সন্তান জন্মিলে মেয়ে লোকের যে রক্ত পাত হয়, উহাকে নেফাস্ বলে। (স, হে, দো, আ)

বা। নেফাসের কালের নির্ণয় আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। যথা—সন্তান জন্মাবধি ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪০ দিবস, ন্যূন সংখ্যা নিরূপণ নাই। (স, আ, দো)

বা। ৪০ দিবসের অধিক কাল রক্ত দেখিলে নেফাস্ হইবে কি না?

শি। না। উহাকে পীড়া বলিতে হইবে। (স, দো, আ)

বা। যে রক্ত স্রাবকে আপনি স্থানে স্থানে পীড়া বলিয়া বর্ণনা করিলেন, ঐ পীড়িতাবস্থায় কোন কর্ম্ম করা নিষেধ অর্থাৎ হারাম কি না?

শি। না। রুচি হইলে সঙ্গমও করিতে পারা যায়। (স, দো)

বা। নেফাসের মধ্যে কোন কর্ম্ম নিষেধ আছে কি না?

শি। ঋতুবতী মেয়ে লোকের যে যে কর্ম্ম নিষেধ, নেফাসের মধ্যেও

সেই সেই কাজ নিষেধ। (স, দো)

বা। যদি সন্তান জন্মিলে রক্তপাত না হয় তবে অবগাহন করিতে হইবে কি না?

শি। না। কেবল ওজু করিতে হইবে। কিন্তু এমাম আবু হানিফা বলেন, অবগাহন করা ফরজ. অতএব স্নান করাই বিধি। (আ)

বা। ঋতু অথবা নেফাসের কাল গত হইলে কি করিতে হইবে?

শি। গত হওয়া মাত্র স্নান করিয়া যাহা মনে লয় তাহাই করিতে পারে। (স, দো, আ)

বা। যাহার স্নান করা ফরজ সে স্নানের পূর্ব্বে কোরাণ পড়িতে পারে কি না?

শি। না কিন্তু কেবল ওজু না থাকিলে পড়িতে পারে, স্পর্শ করিতে পারে না। (স, আ)

বা। গর্ভবতী মেয়ে লোকের রক্ত পাত হইলে ঐ রক্ত ঋতু মধ্যে ধরা যাইবে কি না?

শি। না। উহাকে পীড়া বলিতে হইবে কিন্তু গর্ভপাত হইলে যদি সন্তানের শরীরের কোন অংশ জন্মিয়া থাকে, যেমন হাত কি পা কি অঙ্গুলী কি চিকুর ইত্যাদি, এমতাবস্থায় রক্তপাত হইলে ঐ রক্ত নেফাসের মধ্যে পরিগণিত হইবে। নচেৎ না। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার পাক করার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। শরীরে কিম্বা বস্ত্রে নাপাক (অশুদ্ধ) বস্তু লাগিলে কি করিলে পাক হইবে?

শি। যদি অশুদ্ধ বস্তু দেখা যায় তবে জল দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইবে। যদ্যপি অশুদ্ধ বস্তুর চিহ্ন দূরিভূত না হয়। (স)

বা। যে অশুদ্ধ বস্তু দৃষ্ট না হয় তাহা কিরূপে শুদ্ধ করিবে?

শি। তিনবার ধৌত করিয়া তিনবারই চিপিতে হইবে এবং শেষ বারে ভালরূপ করিয়া চিপিতে হইবে। যদি কলিকা না চেপে তবে শুদ্ধ হইবে না। (স)

বা। লেপ, তোষক, কাঁথা, পাটী, বালিশ, চাটাই, ইত্যাদি বস্তু যাহার জল চিপন দুরূহ উহা শুদ্ধ করার উপায় কি?

শি। প্রথম ধৌত করিয়া কোন উচ্চস্থানে রাখিয়া দিবে এবং ক্রমে ক্রমে জল পড়িয়া গেলে দ্বিতীয়বার ধৌত করিয়া ঐরূপে জল নিঃক্ষেপ করিবে। এইরূপ তৃতীয়বার করিলে পাক হইবে। (স)

বা। যে স্থানে কোন নাপাক বস্তু ছিল কিন্তু এইক্ষণ তাহার কোন চিহ্ন নাই, ঐ স্থান পাক কি না?

শি। হাঁ পাক, ঐ স্থানে নমাজ হইতে পারে কিন্তু তৈয়ম্মম হইবেক না। (স, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার নাপাক বস্তুর বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। নাপাক (অশুদ্ধ) বস্তু কয় প্রকার?

শি। দুই প্রকার। যথা—প্রকৃত অশুদ্ধ ও অপ্রকৃত অশুদ্ধ। (স)

বা। প্রকৃত অশুদ্ধ বস্তু কি কি?

শি। মনুষ্যের মল মূত্র, পশুর মল, পালিত হাঁস ও কুক্কুটের বিষ্ঠা, অখাদ্য জন্তুর মূত্র, ও যে সকল পাখীর মাংস খাওয়া যায় তাহার বিষ্ঠা, রক্ত এবং শরাব ইত্যাদি। আরবী ভাষায় এই সকলকে "নজছে গলিজা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স, দো)

এইরূপ যে যে বস্তু বাহির হইলে ওজু কি অবগাহন করা আবশ্যক হয় সে সমুদয় ও "নজছে গলিজা।" (দো)

বা। বাত কর্ম্মের বায়ু নজস কি না?

শি। না উহা পাক বলিয়া শরাতে বর্ণিত হইয়াছে, একারণ উক্ত বায়ু

শরীরে কি কাপড়ে লাগিলে নাপাক হইবে না। (তাতা)

বা। অল্পক্ত অশুদ্ধ কি কি?

শি। পশু ও যাহার মাংস খাওয়া যায় তাহার মূত্র, এবং যে সকল পাখীর মাংস খাওয়া না যায় তাহার বিষ্ঠা ইত্যাদিকে আরবী ভাষায় "নজসে খফিফা" বলে। বিশেষ এই যে নজসে গলিজা এক দেরেম প্রমাণ কাপড়ে লাগিলে উহা পরিধান করিয়া নমাজ পড়া যায়, "নজসে খফিফা" কাপড়ের চতুর্থাংশের কম স্থানে লাগিলেও উহা পরিধান করিয়া নমাজ পড়িতে পারে। নচেৎ না। (স, আ,)

বা। যদি নজসে গলিজা এক দেরেমের কম হয়, তবে কত খানি স্থানে লাগিলে নমাজ হইবে?

শি। হস্তের তালুকা প্রমাণ স্থানে লাগিলে বাধা নাই কিন্তু উহা হইতে বৃদ্ধি হইলে নমাজ হইবে না। (স, আ)

বা। মৎস্যের রক্ত অশুদ্ধ কি না?

শি। না। এইরূপ অশুদ্ধ বস্তুর ছাই অশুদ্ধ নহে। (স)

বা। প্রস্রাব করা কালে মূত্রের ছিটা কাপড়ে কি শরীরে লাগিলে নমাজ হইবে কি না?

শি। হাঁ, যদি ঐ ছিটা সূচিকার অগ্রভাগ প্রমাণ হয়, তবে হইবে। নচেৎ না। (স)

এইরূপ পাটী, চাটাই, মৃত্তিকা ইত্যাদির এক পার্শ্বে অশুদ্ধ থাকিলে অপর পার্শ্বে নমাজ হইবে।

বা। বাহ্য কি প্রস্রাব করিয়া কি করিলে শুদ্ধ হইবে?

শি। প্রথম লোষ্ট্র (ঢেলা) দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, তৎপরে ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। পারস্য ভাষায় লোষ্ট্রকে "কলুখ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স, দো, আ)

বা। কয়টা লোষ্ট্র দিয়া মুছিবে?

শি। যে কয়টার আবশ্যক হয়, বিশেষ এই শীত কাল হইলে প্রথম ও

তৃতীয় লোষ্ট্র দিয়া সম্মুখের দিকে মুছিয়া আনিবে। গ্রীষ্ম কালে উহার বিপরীত (উল্টা) করিবে। কিন্তু মেয়েলোক সকল সময়ই পিছের দিকে ঘষিয়া ফেলিবে। এইরূপ মুছিয়া ফেলা দোরস্ত। (স, দো)

বা। কি কি বস্তু দিয়া মুছিয়া ফেলা শরাতে লিখিত আছে?

শি। মাটী, ধুলা, বালু, প্রস্তর, (পাথর) কাষ্ঠ, তুলা ইত্যাদি। কিন্তু অস্থি (হাড়) খাপরা, কাচা ইট, পাকা ইট, ঘাস, কয়লা, কাগজ এবং যাহা খাওয়া যায় যেমন ধান, চাল, লবণ ও যে যে বস্তু অশুদ্ধ যেমন গোবর, বিষ্ঠা এই সকল বস্তু দ্বারা মুছিয়া ফেলা নিষেধ। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার নমাজের ওক্তের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। নমাজ পড়ার জন্ত নিরূপিত সময় আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। যথা—ফজর, জোহর, আছর, মগ্‌রেব, এশা এই পাঁচ সময়। (স, হে, দো, আ)

বা। উহা আমি বুঝিলাম না?

শি। সূর্য্যোদয়ের (আফতাব উঠনের) পূর্ব্বে যে নমাজ তাহাকে ফজর বলে। দুই প্রহর পরে যে নমাজ তাহাকে জোহর বলে। সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে যে নমাজ তাহাকে আছর বলে। সূর্য্যাস্ত হওয়া মাত্র যে নমাজ তাহাকে মগ্‌রেব বলে। পশ্চিমের লোহীত বর্ণ লীন (মিবিয়া) হইবার পরে যে নমাজ তাহাকে এশা বলে। এশা পড়িলে যে নমাজ তাহাকে বেতের বলে। (স, দো, আ)

বা। মেঘে সূর্য্য দেখা না গেলে কিরূপে নমাজ পড়িবে?

শি। আছর ও এশার নমাজ সকালে পড়িবে, অবশিষ্ট সমুদায় নমাজ

কিঞ্চিৎ গৌণে পড়িবে। এইরূপ শীতকালে জোহরের নমাজ সকালে পড়িবে! গ্রীষ্ম (গরমি) কালে কিঞ্চিৎ গৌণে। (স)

বা। এক জন মাষ্টারের মুখে শুনিয়াছি কোন এক দেশে কেবল দণ্ডেক মাত্র রাত্রি থাকে, উহা সত্য কি না?

শি। হাঁ সত্য বটে ঐ দেশ পৃথিবীর উত্তরভাগে বলগার নামে প্রসিদ্ধ সেখানে এশা ও বেতেরের নমাজ পড়িতে হয় না। কেননা, যে দেশে যে নমাজের সময় না পাওয়া যায় সে দেশে সে নমাজ পড়িতে নাই। (দো, তাতা)

বা। পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি পাঁচ ওক্ত নমাজ, তাহারও এক ওক্ত কম করিলেন। আর কয় দিন পরে আর এক ওক্ত কম করিবেন। এইরূপ করিতে করিতে নমাজের দফাই সারা।

শি। বাপু! যুবা হইলে, কথা বুঝনা, আমি যাহা বলি তাহা কি বিনা দলিলে বলি, আচ্ছা বল দেখি ওজুতে কয় ফরজ?

বা। চারি ফরজ, ইহার কম হইতে পারে না।

শি। যাহার হাত নাই, কি পা নাই তাহার কয় ফরজ।

বা। নিরুত্তর।

শি। বাপু হে! ভাব কি? ভাবিলে কিছু আসিবে না। যাহা বলি শুন। যে স্থানের যে নিয়ম সে স্থান না থাকিলে সে নিয়মও থাকে না। অতএব যাহার হাত নাই তাহার তিন ফরজ, যদি পাও না থাকে তবে দুই ফরজ, যদি মুখেও না হয়, তবে কিছুই না, এই নিয়ম স্মরণ রাখিও আর বিরক্ত করিও না। (দো, তাতা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার কোন্ কোন্ সময় নমাজ পড়া মকরুহ, তাহার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোন্ কোন্ সময় নমাজ পড়া মকরুহ?

শি। প্রথম, এমাম খোৎবা লইয়া খাড়া হইলে, দ্বিতীয় ছোবেহ ছাদেক হইলে নফল নমাজ পড়া মকরূহ, এইরূপ আছরের নমাজ পড়িয়া মগরব পর্য্যন্ত নফল পড়া মকরূহ; কিন্তু ছোবেহ ছাদেক হইলে কিম্বা আছরের নমাজ পড়িলে কাজা নমাজ, জনাজার নমাজ ও তালাওৎ সেজদা নিষেধ নাই। (স, আ)

বা। ছোবেহ ছাদেক কাহাকে বলে?

শি। রোজার বিবরণ স্থলে উহার বর্ণনা করা যাইবে।

বা। যদি কোন মেয়েলোক নমাজের শেষ সময়ে ঋতুবতী হন, তবে ঐ সময়ের নমাজ পড়িয়া না থাকিলে তাহার কাজা পড়িতে হইবে কি না?

শি। না। কিন্তু নমাজের শেষ সময় নাবালগ বালগ হইলে এবং কাফের মুসলমান হইলে অবশ্য কাজা পড়িতে হইবে। (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার আজানের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। আজান কাহাকে বলে?

শি। নমাজের পূর্ব্বে যে একজন কর্ণ কুহরে (কর্ণের ছিদ্রে) অঙ্গুলী দিয়া কয়েকটী শব্দ চীৎকার করিয়া বলে উহাকে আজান বলে। (স, দো)

বা। আমারও মনে পড়ে ঢাকাতে চকের মসজিদের সম্মুখে উহা দেখিয়াছি। আমাকে ঐ শব্দ গুলা শিখাইয়া দেউন।

শি। অবকাশ মত আসিও মুখে মুখে শিখাইয়া দিব। (১) এইক্ষণ আর যাহা আবশ্যক জিজ্ঞাসা কর, গৌণ করা যায় না।

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তির আজান দেওয়া মকরূহ?

শি। বলিতেছি,—জোনব, (যাহার স্নানের আবশ্যক) মেয়েলোক,

(১) রেসালায় সেল্লাতল মস্তকিমে আজানের আরবী শব্দ ও তাহার অর্থ লিখা হইয়াছে।

নপুংসক, ফাসেক যদিচ আলেম হয়, মূর্খ যদিচ দিনদার হয়, মাতাল, পাগল, নির্ব্বোধ বালক, বসা অবস্থায়, আরোহী অবস্থায় এই দশ জনের আজান দেওয়া মকরুহ। (দো)

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তি আজান দিলে পুনর্ব্বার দিতে হইবে?

শি। বলিতেছি,—জোনব (যাহার স্নানের আবশ্যক) মেয়েলোক, উন্মাদ, মাতাল, শিশু, ফাসেক, বসা অবস্থায়, আরোহী অবস্থায়, চলা অবস্থায় এবং কেব্‌লাদিক হইতে ফিরিয়া খাড়া হইলে, এই দশ জনে আজান দিলে পুনর্ব্বার আজান দেওয়া ওয়াজেব। কোন কোন গ্রন্থে মস্তহাব বলিয়া লিখিয়াছে। কিন্তু আজান দেওয়াই কর্ত্তব্য। (তাতা)

বা। কোন্ কোন্ নমাজের জন্ম আজান বলিতে হয়?

শি। কেবল ফরজ নমাজের জন্ম আজান একামৎ বলিতে হয়। (দো, স)

বা। একামৎ কি?

শি। উহা আজানের তুল্যই। কিন্তু বেশীর ভাগ একটা শব্দ আছে উহা আজান শিক্ষা কালে শিখাইয়া দিব। (১) (স, দো)

বা। একামৎ কোন্ সময়ে বলিতে হয়।

শি। কেবল ফরজ নমাজ আরম্ভ কালে বলিতে হয়। (দো)

বা। আজান একামৎ বলা কি?

শি। পুরুষের পক্ষে সোন্নতে মওয়াক্কেদাহ। (দো, হে, জা)

বা। কাজা নমাজ পড়িতে হইলে আজান একামৎ বলিতে হয় কিনা?

শি। হাঁ, ফরজের কাজায় বলিতে হইবে। কিন্তু বহু নমাজ কাজা হইয়া থাকিলে প্রথম একবার আজান একামৎ বলিয়া কাজা আরম্ভ করিবে, পরে ঐ সময় যত কাজাই পড়ুক না কেন প্রত্যেক নমাজের কারণ প্রত্যেক বার কেবল একামৎ বলিয়া পড়িতে হইবে। (স)

বা। যাহার ওজু নাই সে আজান একামৎ বলিতে পারে কি না?

১। সেরাজল্ মস্তকিম দেখুন।

শি। হাঁ আজান বলিতে পারে। কিন্তু একামৎ বলা মক্‌রুহ। (স)
বা। মেয়েলোকে আজান, একামৎ বলিয়া নমাজ পড়িতে পারে কি না?
শি। না। কেননা আজান ও একামৎ বলার অধিকার মেয়েলোকের নাই। (দো, কে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার নমাজ পড়ার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। নমাজ পড়া কি?
শি। ফরজ। একারণ নমাজকে সত্য না জানিলে শরার বিশ্মিত কাফের হইবে। (দো)
বা। সত্য জানিয়া না পড়িলে কি হইবে?
শি। কাফের হইবে না কিন্তু প্রায় নিকটে যাইবে, অর্থাৎ ফাসেক হইবে। (দো)
বা। কোন্ ব্যক্তির প্রতি নমাজ পড়া ফরজ?
শি। যিনি বালগ, বুদ্ধিমান ও মুসলমান এই তিন গুণে পরিপূর্ণ হইবেন তাঁহারি নমাজ পড়া ফরজ। একারণ নাবালগ, পাগল, কাফের ইহাদের প্রতি নমাজ ফরজ নয়। (দো, তাতা)
বা। নমাজে কি কি কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে?
শি। ফরজ, ওয়াজেব, সোন্নত, মস্তহাব ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে
বা। ফরজ কি কি?
শি। বলিতেছি,—"শরীর শুদ্ধ করা, বস্ত্র শুদ্ধ করা, স্থান শুদ্ধ করা, শরীর ঢাকা, কাবাভিমুখ হওয়া, নিয়ৎ করা, তহরিমার তক্‌বির বলা।" "খাড়া হওয়া, কোরাণ পড়া, রুকু দেওয়া, সেজদা করা শেষে বৈঠক করা, কোন কর্ম্মের সহিত নমাজ হইতে বাহির হওয়া।" এই তেরটী ফরজ। প্রথমের সাতটীকে শর্ত্ত ও পরের ছয়টীকে রোকন্ বলে। (স, দো)

বা। শর্ত্ত এবং ছেফৎ কি বুঝিলাম না।

শি। যাহা মূল বস্তুর অঙ্গীয় নয় কিন্তু উহা না হইলে মূল বস্তু হইতে পারে না উহাকে শর্ত্ত বলে। যাহা মূল বস্তুর অঙ্গীয় এবং উহা না হইলে হইতে পারে না তাহাকে ছেফৎ বলে। (স, দো)

বা। শরীর শুদ্ধ কি?

শি। ওজু অবগাহনের আবশ্যক থাকিলে তাহা পূর্ব্বেই সমাধা করা। (স, দো, কে)

বা। যাহার সমুদয় কাপড় অশুদ্ধ এবং অন্য কোন শুদ্ধ কাপড় নাই, সে ঐ কাপড় দিয়া নমাজ পড়িতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে, যদি ঐ ব্যক্তি উলঙ্গ হইয়া নমাজ পড়ে তবেও সিদ্ধ হইবে, কিন্তু উলঙ্গ হওয়া অবস্থায় উচিত যে বসিয়া বসিয়া ইশারা দ্বারা নমাজ পড়ে। (স)

বা। যদি ব্রণ (স্ফোটক) হইতে সর্ব্বদা রক্ত, পূঁজ নির্গত হয়, কিম্বা অনবরত বাহ্য কি প্রস্রাব বাহির হয়, কিম্বা সর্ব্বদা বাত কর্ম্ম হইতে থাকে কিম্বা নাসিকা হইতে রক্ত পাত হয়, তবে নমাজ পড়িবে কি না?

শি। হাঁ পড়িতে হইবে। বিশেষ এই যে প্রত্যেক সময় নূতন ওজু করিতে হইবে। (স, দো)

বা। পুরুষ ও মেয়েলোকের কি পর্য্যন্ত শরীর ঢাকা ফরজ?

শি। পুরুষের নাভী হইতে উরু পর্য্যন্ত, মেয়েলোকের মুখ, হস্ত, পা ব্যতীত সমুদয় শরীর ঢাকা ফরজ। (দো, কে)

বা। যদি কোন অপরিচিত স্থানে যাওয়া যায় কিম্বা এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় যে, তাহাতে কোন রূপেই কেবলা দিক নির্ণয় না হয় তবে কিরূপে নমাজ পড়িবে?

শি। মনে মনে চিন্তা করিয়া এক দিক কেবলা নির্ণয় করতঃ নমাজ পড়িবে। যদি অনেক লোক হয় এবং এক একজন এক একদিকে নির্ণয় করে, তবে সকলেই আপন আপন নির্ণীত দিকে পড়িবে।

বা। নির্ণীতের বিপরীত দিকে কিম্বা বিনা নির্ণয়ে নমাজ হইবে কি না ?

শি। না, এই প্রকার চিন্তায় নির্ণীত দিকে নমাজ পড়িলে যদি পরে দেখা যায় যে কেবলার অন্য দিকে পড়া হইয়াছে, তাহা হইলেও ঐ নমাজ পুনর্ব্বার পড়িতে হইবে না। (স)

বা। কোন আপত্তি ব্যতীত বসিয়া নমাজ পড়া যায় কি না ?

শি। ফরজ ও ওয়াজেব পড়া যায় না, পড়িলেও হইবে না। এতদ্ব্যতীত সমুদয় নমাজ পড়া যায়। কিন্তু তাহাও খাড়া হইয়া পড়া অধিক লাভের বিষয়। (দো, আ)

বা। নমাজের নিয়ত করার অর্থ কি ?

শি। কোন্ সময়ের, কয় রেকাত, কি নমাজ ইত্যাদির মনন করিতে হইবে। তোমাকে যে সময় নমাজে খাড়া করিব সকলি শিখা-ইয়া দিব।

বা। যদি কেহ জোহরের নমাজ মনন করিয়া খাড়া হয়, এবং ভ্রম ক্রমে মুখে আছরের নাম লয়, তবে নমাজ হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। (স, দো)

বা। সেজদার সময় পা কিম্বা কপাল শূন্য রাখিলে নমাজ হইবে কিনা ?

শি। না, কেননা মাথা এবং পা এই দুই স্থান মৃত্তিকায় লগ্ন করিয়া রাখা ফরজ। (স, দো)

বা। আপনি যে, তেরটী ফরজের কথা বলিলেন, উহার দুই একটী জানা মতে ছাড়িয়া দিলে নমাজ হইবে কি না ?

শি। জানা মতে দূরে থাকুক ভ্রমে ছাড়িয়া দিলেও নমাজ হইবে না। ঐ নমাজ পুনর্ব্বার পড়িতে হইবে। (কে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার নমাজের ওয়াজেবের বিবরণ জানা আবশ্যক।

শি। নমাজের মধ্যে ওয়াজেব কি কি ?

বা। বলিতেছি—প্রথম আলহাম্‌দো পড়া, দ্বিতীয় ফরজ নমাজের প্রথম

দুই রেকাতে স্থূরা সংলগ্ন করা, তৃতীয় নফল নমাজের সমুদয় রেকাতে স্থূরা সংলগ্ন করা, চতুর্থ বেতেরের নমাজেও ঐরূপ, পঞ্চম ফরজের প্রথম দুই রেকাতে কোরাণ পড়া, ষষ্ট সকল স্থূরার পূর্ব্বে আলহাম্‌দো পড়া, সপ্তম তরতিবের (ধারার) দৃষ্টি রাখা, অষ্টম রুকু সেজদাতে গৌণ করা, নবম সকল নমাজের দুই রেকাত পড়িয়া বসা, দশম প্রত্যেক বৈঠকে আত্তাহিয়াত পড়া, একাদশ সালাম ফেরা, দ্বাদশ বেতেরে কনুত পড়া, ত্রয়োদশ বড়র সময়ে বড় পড়া, চতুর্দ্দশ ছোটর সময়ে ছোট পড়া। এই চৌদ্দটীকে ওয়াজেব বলে, এতদ্ব্যতীত আরও আছে আবশ্যক স্থলে বর্ণনা করা যাইবে। (হে, দো)

বা। কোন্ কোন্ নমাজে কোরাণ বড় করিয়া পড়িতে হয় ?

শি। ফয়জ, মগরেব ও এশার প্রথম দুই রেকাতে এবং জুম্মা, তারাবী ও দুই ঈদে, এই সকল নমাজে বড় করিয়া পড়িতে হয়। আদৌ তারাবীর নমাজ জমাতে পড়িয়া থাকিলে বেতেরের নমাজে কোরাণ ছোট করিয়া পড়িতে হয়। (দো, তাতা)

বা। ছোট বড় কিরূপ স্পষ্ট করিয়া বলুন ?

শি। যেরূপ পড়িলে নিজে শুনিতে পায়, কিন্তু ডানি বামের কেহ শুনিতে না পায় তাহাকে ছোট বলে। শুনিলে তাহাকে বড় বলে। (স, দো)

বা। মেয়েলোক নমাজে কোরাণ কিরূপে পড়িবে ?

শি। তাহারা সকল সময়ই ছোট করিয়া পড়িবে। (কাজি)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার নমাজের সোন্নতের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। নমাজে সোন্নত কি কি ?

শি। বলিতেছি—তহরিমায় তক্‌বিরে হাত উঠান, অঙ্গুলী সকল স্বাভাবিক রূপে রাখা, এমামের বড় করিয়া তক্‌বির বলা, ছোট করিয়া

ছানা পড়া, ছোট করিয়া আউজ্ বেল্লা পড়া, ছোট করিয়া বেস্-মেল্লা পড়া, ছোট করিয়া আমিন পড়া, বাম হস্তোপরি ডানি হাত রাখা, পুরুষে নাভীর নিচে মেয়েলোকে বক্ষের উপরে হাত বাঁধা, তক্‌বির বলিয়া রুকু দেওয়া, রুকুতে তিনবার তস্‌বির পড়া, "সমেআল্লা" বলিয়া রুকু হইতে মাথা খাড়া করা, রুকুতে দুই হাতে দুই উরু ধরা, অঙ্গুলী সকল পৃথক পৃথক রাখা, সেজদায় উঠিতে বসিতে তক্‌বির বলা, সেজদাতে তিনবার তস্‌বির পড়া, দুই হাত ভূমিতে রাখা, দুই উরু ভূমিতে রাখা, পুরুষে বাম পদের উপরে বসা, মেয়েলোকে নিতম্বে অর্থাৎ চুতরের উপরে বসা, উভয় সেজদা মধ্যে বৈঠক করা, দরুদ পড়া, দোওয়া পড়া। এই বাইশ-টীকে সোন্নত বলে। এতদ্ব্যতীত সমুদয় মস্তহাব। (দো)

বা। ইহার অনেক কথা বুঝিলাম না। (১)

শি। নমাজ পড়া কালে বুঝাইয়া দিব। এখন গৌণ করা যায় না।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার জমাতে নমাজ পড়ার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। জমাতে নমাজ পড়া কাহাকে বলে?

শি। একাধিক লোক একত্র হইয়া দলবন্দি রূপে নমাজ পড়াকে জমাতে নমাজ পড়া বলে। (স, দো, আ)

বা। জমাতে নমাজ পড়া কি?

শি। পুরুষের পক্ষে সোন্নতে মওয়াক্কেদাহ এবং কোন কোন শাস্ত্রকার ওয়াজেব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক কোন রূপেই উহা ছাড়া বিধি নয়। (স, দো)

বা। জমাতের নমাজে ও একা নমাজে তুল্য ফল কি না?

---

(১) তক্‌বির, আউজ, রুকুর তস্‌বিহ, সমি, সেজদার তস্‌বিহ, আত্তাহিয়াত, দরুদ, দোওয়া প্রভৃতি সেরাতল বস্তুকিমে দেখুন।

শি। না, কেননা হজরত পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন "একা নমাজ হইতে জমাতে নমাজ পড়ায় সাতাইশ গুণ বেশী ফল।" (হদিস)

বা। যিনি সর্ব্ব সম্মুখে থাকেন তাঁহাকে কি বলে এবং পশ্চাদ্ভাগের ব্যক্তিগণকে কি বলে ?

শি। সম্মুখের ব্যক্তিকে এমাম এবং পশ্চাদ্ভাগের ব্যক্তিগণকে মুক্তেদি বলে। (দো, স)

বা। নমাজী দুইজন হইলে কে কোন্ দিকে দাঁড়াইবেন ?

শি। একজন এমাম হইবেন, দ্বিতীয় জন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সমভাবে দাঁড়াইবেন। অগ্র পশ্চাৎ হইয়া দাঁড়াইলে মকরুহ হইবে। এই রূপ এমাম মুক্তেদিদের পংক্তি (কাতার) মধ্যে দাঁড়াইলে নমাজ মকরুহ হইবে। (স, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার উপযুক্ত এমামের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। এমামের উপযুক্ত কোন্ ব্যক্তি ?

শি। সমুদয় লোকের মধ্যে যিনি নমাজের মস্‌লাতে উপযুক্ত হইবেন, তিনি এমামের উপযুক্ত। (দো, স)

বা। মস্‌লাতে তুল্য হইলে কে এমান হইবেন ?

শি। যিনি কোরাণ ভাল পড়েন তিনি এমাম হইবেন। (স, দো)

বা। যদি উহাতেও তুল্য হন তবে এমাম কে হইবেন ?

শি। যিনি ধার্ম্মিক অর্থাৎ পরহেজগার অধিক হইবেন তিনিই ঐ কর্ম্মের উপযুক্ত হইবেন। (স, দো)

বা। ইহাতেও যদি তুল্য হন, তবে কে হইবে ?

শি। যাঁহার বয়ঃক্রম অধিক তিনি হইবেন। (স, দো)

বা। যদি উহাতেও তুল্য হন ?

শি। তাহা হইলে যিনি অধিক সুন্দর হইবেন। (দো)

বা। যদি উহাতেও তুল্য হন?

শি। তাহা হইলে যাঁহার মুখ অধিক সুন্দর তিনি এমাম হইবেন, হে বালক! মনে রাখিও যদি উহাতেও তুল্য হন, তবে যাঁহার উত্তম বংশে জন্ম তিনি ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। (দো)

বা। এই পর্য্যন্ত শেষ হইল, না আরও আছে?

শি। হাঁ আরও আছে। যদি বংশেও তুল্য হন, তবে যাঁহার স্ত্রী অধিক সুন্দরী হইবেন। যদি উহাতেও তুল্য হন, তবে যিনি মোয়াজ্জজ্ম (অগ্রগণ্য) হইবেন। যদি উহাতেও তুল্য হন, তবে যাঁহার পরিধানে পরিষ্কার বস্ত্র থাকিবে তিনি এমামতি করিবেন। (দো)

বা। ইহা ব্যতীত আরও আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। আমি আর কত বকিব। শেষ কথা এই যে, সমুদয় লোকে যাঁহাকে মনোনীত করিবেন তিনিই এমাম হইবেন। (দো)

বা। যদি কতকটি এদিক ও কতকটি ওদিক হন তবে কি হইবে?

শি। (রাগান্বিত হইয়া বলিলেন) বেটা আমাকে ছাড়বিনে, বলি শুন, যে সময়ে এমন ঘটে সে সময়ে যে দিকে অনেক লোক থাকে তাঁহাদের কথাই বিশ্বাস হইবে, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তি থাকিতে যাঁহারা অনুপযুক্তকে এমাম করিবেন তাঁহারা পাপী হইবেন। (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার যে যে ব্যক্তির এমাম হওয়া মকরুহ তাহার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তির এমাম হওয়া মক্রুহ?

শি। গোলাম, অরণ্যবাসী, জারজ, অন্ধ, ফাসেক, বেদাতি ইহাদের এমাম হওয়া মকরূহ তন্‌জিহ। এইরূপ নেশাখোর, সুদখোর, চোগলখোর ইহাদের এমামতিও মক্‌রূহ। (দো)

বা। মেয়েলোক জমাতে নমাজ পড়িতে পারে কি না?

শি। না, মকরূহ তহরিমা, যদি উহারা পড়ে তবে যেন এমাম পংক্তি মধ্যে দাঁড়ায়। এইরূপ পুরুষের জমাতে মেয়েলোক উপস্থিত হইয়া নমাজ পড়িলেও মক্‌রূহ হইবে। (দো) তহরিমা।

বা। মাতার মুখে শুনিয়াছি যুবতী মেয়েলোকের পক্ষে মকরূহ কিন্তু বৃদ্ধা হইলে জোহর, আছর ব্যতীত সকল নমাজই পড়িতে পারে, উহা কি সত্য না?

শি। হাঁ সত্য বটে। প্রাচীন কালে ঐ নিয়মই ছিল, কিন্তু একালে বুড়ী ছুড়ী যত আছে কেহই যেন জমাতে না যায়, যদিচ রাত্রে হয়, আমি উহা ভালরূপে টের পাইয়াছি। (দো)

বা। কিরূপে টের পাইয়াছেন?

শি। কোন এক বড়লোকের বাড়ীতে মস্‌জেদে তারাবি পড়িতে ছিলাম এবং অনেক গুলা মেয়েলোকও তথায় উপস্থিত হইয়া তারাবি পড়িতে ছিলেন, তাহাতেই টের পাইয়াছি।

বা। মধ্যে কি পর্দ্দা ছিল না?

শি। হাঁ ছিল বটে, কিন্তু গহনার ঝন ঝনি রবে আমার নমাজই যেন কেমন কেমন হইয়াছিল। অতএব একালে ও পাপিষ্ঠা গুলাকে জমাতে আসিতে দেওয়াই অন্যায় দেখ না নমাজ পড়িতে আসিয়াছে তত্রুও গহনার ঝন ঝনি শব্দ শুনাইতে ছাড়ে না।

বা। সেখানে কি এমন লোক ছিল না যে, ঝন ঝনি নিষেধ করে?

শি। হাঁ একটি লামজহাবী মৌলবী ছিলেন বটে, কিন্তু নিষেধ করিলেন না।

বা। আপনিও ত ছিলেন?

শি। হাঁ ছিলাম বটে, কিন্তু বিবেচনা করিলাম আমি প্রবাসী, কি জানি

কিছু বলিলে কে কি বলে, একারণ বলি নাই।

বা। উচিত কথায় চুপ থাকা কি ?

শি। হাঁ, তাহাতো অনুচিতই বটে, আজ হইতে তৌবা করিলাম, উচিত কথা বলিতে চুপ থাকিব না। (হদিস)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার অনুপযুক্ত এমামের বিবরণ জানা আবশ্য।

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তি এমাম হইতে পারে না ?

শি। মেয়েলোক, নপুংসক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, উন্মাদ, মাতাল, সুদ খোর, উলঙ্গ, ইহারা এমাম হইতে পারে না। এইরূপ যিনি এরূপ পীড়িত আছেন যে সদাই ওজুর আবশ্যক হয় তিনিও ভাললোকের এমাম হইতে পারিবেন না। (দো)

বা। আলেম মুক্তেদি এবং জাহেল এমাম হইলে নমাজ হইবে কি না ?

শি। কাহারও নমাজ হইবে না। (স)

বা। জাহেল কাহাকে বলে ?

শি। কোরাণের একটি আয়েতও যাহার স্মরণ নাই তাহাকে শরায় জাহেল বলে। (দো)

বা। মেয়েলোক পুরুষের সঙ্গে নমাজ পড়িতে পারে কিনা ?

শি। না, যদ্যপি স্বামী হয়। আরো নয় বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা যাঁহার নিকটে দাঁড়াইবে তাঁহার নমাজের দফাই রফা অর্থাৎ যদি এমাম ঐ মেয়েলোকের এমামতির নিয়ত করিয়া থাকেন, তবে একজন মেয়েলোক তিনজন পুরুষের নমাজ নষ্ট করিবেন। নচেত কেবল মেয়েলোকের নমাজ বিনষ্ট হইবে। (স, দো)

বা। কোন্ কোন্ তিন জনের ?

শি। ডানি বামের দুইজন আর যাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে। (স)

বা। যদি এমাম তৈয়ম্মম করেন এবং মুক্তেদি ওজু করেন, তবে নমাজ হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। এইরূপ এমাম বসিয়া পড়িলে মুক্তেদি খাড়া হইয়া পড়িলেও নমাজ হইবে। (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার মসবুকের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। মস্‌বুক কাহাকে বলে?

শি। কিছু নমাজ পড়া হইলে যে ব্যক্তি এমামের সঙ্গী হয় তাহাকে মস্‌বুক বলে। (স, আ)

বা। যদি নমাজের মধ্যে ওজু ভগ্ন হয়, তবে কি করিবে?

শি। ঐ নমাজের বক্রী অংশ পুনর্ব্বার পড়িবে কিন্তু উহা বড় উৎকট, পুনর্ব্বার নমাজ পড়িতেই বা কত গৌণ হয়? (স, দো)

বা। মস্‌বুক ব্যক্তি কিরূপে নমাজ পড়িবেন?

শি। যিনি মস্‌বুক হইবেন তিনি এমাম বামদিকে সালাম ফিরানের সময় তকবির বলিয়া খাড়া হইয়া যাহা পড়া হয় নাই তাহা তাঁহাকে পড়িতে হইবে। (স, হে, আ দো)

বা। জোহরের সময় এক রেকাত থাকিতে এমামের সঙ্গী হইলে কিরূপে নমাজ পড়িবে?

শি। এমাম সালাম ফিরানের সময় খাড়া হইয়া সোবহানাক', আউজ বেল্লা, বেস্‌মেল্লা, আল্‌হাম্‌দো ও একটী সুরা পড়িয়া বসিবে, এবং আত্তাহিয়াতো পড়িয়া খাড়া হইবে, এবং পুনর্ব্বার আল্‌হাম্‌দো ও একটী সুরা পড়িয়া দ্বিতীয় রেকাত পড়িবে, পরে দাঁড়াইয়া কেবল আল্‌হাম্‌দো দিয়া তৃতীয় রেকাত পড়িয়া বসিবে। তৎপরে আত্তাহিয়াত, দরুদ, দোয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। হে বালক! মনে রাখিও, মগরবের সময় এক রেকাত থাকিতে এমামের সঙ্গী হইলে তিন রেকাতে তিন বৈঠক হইবে। কিন্তু মস্‌বুক ব্যক্তি এমাম কি মুক্তেদি হইতে পারে না। (আ)

বা। কোন্ কোন্ নমাজ জমাতে পড়া যায়?

শি। সমুদয় ফরজ নমাজ, সূর্য্য গ্রহণের নমাজ, জুমার নমাজ, দুই ঈদের নমাজ এবং বেতেরের নমাজ যদি তারাবি জমাতে পড়া গিয়া থাকে; এই সকল নমাজ জমাতে পড়া যায়, এইরূপ কাজা নমাজ এক সময়ের হইলেও জমাতে পড়া যায়। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ তোমার নমাজ পড়িবার ধারা জানা আবশ্যক।

বা। কিরূপে নমাজ পড়িতে হয় বলিয়া দেউন।

শি। বলিতেছি শ্রবণ কর।—

"নমাজ পড়া সময় সাংসারিক কাজ, কর্ম্ম, দয়া, মায়া ইত্যাদি হইতে মন উঠাইয়া একাগ্রচিত্তে এই জ্ঞান করিতে হইবে।—"যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি আমার সম্মুখে, আমি যদিচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না কিন্তু তিনি অনায়াসে আমাকে দেখিতেছেন।" এইরূপ ধ্যান করতঃ "কাবা" দিক হইয়া খাড়া হইবে, এবং দুটী পা চারি অঙ্গুলীর ব্যবধানে রাখিবে, দুটী হস্ত স্বাভাবিক মত ছাড়িয়া দিয়া "এন্নিওয়াজ্জাহতো" পড়িয়া নিয়ৎ করতঃ দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা কর্ণস্পর্শ করিয়া আল্লাহো আক্‌বর বলিয়া দক্ষিণহস্ত বামহস্তোপরি রাখিয়া, পুরুষে নাভীর নীচে বাঁধিবে। স্ত্রীলোকে স্কন্ধ পর্য্যন্ত হস্ত উঠাইয়া স্তনের নিম্নে বাঁধিবে। তৎপর সোবহানাকা, আউজ বেল্লা, বেসমেল্লা, আল্‌হাম্‌দো আর এক সুরা পড়িয়া তক্‌বির বলতঃ রুকু করিবে, এবং দুটী হাতে দুটী উরুকে কশিয়া ধরিবে। হস্তের অঙ্গুলি সমূহ পৃথক পৃথক রাখিবে এবং "সোবহানা রব্বেল আজিম্" ৩ কি ৫ কি ৭ বার পড়িবে। মাথা এরূপ নত করিবে যে কটী, পৃষ্ঠ, ও মস্তক তুল্য হয় কোনরূপে; উচ্চ নীচ না থাকে। তৎপর "সমিআল্লা" বলিয়া ঠিক হইয়া দাড়াইবে। মুক্তে-

দিগণ "রাব্বানা লকল্‌হামদ্‌" পড়িয়া এমামের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইবে পরে আল্লাহো আকবর বলিয়া প্রথম উরু, তৎপর হস্ত, তৎপর নাসিকা, তৎপর কপাল মৃত্তিকায় রাখিয়া সেজদা করার সময় অঙ্গুলি সকল যোটনা করিয়া রাখিবে, এবং "সোবহানা রব্বেল আলা" ৩ কি ৫ কি ৭ বার পড়িবে। তৎপর "আল্লাহো আকবর" বলিয়া প্রথম কপাল তৎপর নাসিকা তৎপর হস্ত উঠাইয়া মাথা খাড়া করিয়া ডানি পা খাড়া রাখিয়া বাম পার উপরে বসিবে। স্ত্রীলোকেরা সকল সময়েই ডানি দিকে দুই পা বাহির করিয়া দিবে। পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সেজদা করিয়া প্রথম কপাল তৎপর নাসিকা তৎপর হস্ত তৎপর উরু উঠাইয়া ঠিক হইয়া দাঁড়াইবে। "হে বালক! মনে রাখ এই এক রেকাত হইল। দ্বিতীয় রেকাতেও ঐরূপ পড়িবে। কিন্তু সোবহানকা আউজবেল্লা পড়িবেক না! যখন দুই রেকাত হইবে তখন পূর্ব্বমত বসিবে, এবং "আত্তাহিয়াত" পড়িয়া তৃতীয় রেকাতের জন্য খাড়া হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ রেকাতে কেবল "আল্‌হামদো" পড়িয়া সমাপন করিয়া পূর্ব্ব ধারা মত বসিয়া আত্তাহিয়াত, দরুদ দোওয়া পড়িয়া প্রথম ডানিদিকে তৎপর বামদিকে সালাম ফিরাইয়া নমাজ সমাধা করিবে। (১)

বা। নমাজ সমাধা হইলে দুই হস্ত উঠাইয়া যাহা কিছু পড়ে উহাকে কি বলে?

শি। উহাকে মনাজাত বলে। ফজর ও আছর ব্যতীত সকল সময়েই কাবা মুখ হইয়া অন্ন পড়িবে, কিন্তু ঐ দুই সময় যে দিকে ইচ্ছা হয় এবং যত মনে লয় পড়িবে। (আ, দো, কতওয়ায় হোজ্জত।)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার নমাজ ভঙ্গের বিবরণ জানা আবশ্যক।

---

(১) নমাজে কোরাণ ব্যতীত যত কিছু দোওয়া দরুদ পড়া হয় তাহা সমস্তই অর্থ সহ সেরাতল মস্তকিমে লেখা হইয়াছে।

বা। কি কি ঘটনায় নমাজ ভঙ্গ হয় ?

শি। বলিতেছি—ভ্রমে কি জ্ঞান থাকিতে, ইচ্ছাতে কি অনিচ্ছায় কথা বলিলে, ভ্রমে কি জ্ঞান থাকিতে ইচ্ছাতে কি অনিচ্ছাতে সালাম করিলে, সালামের উত্তর দিলে, উঃ উঃ কি আঃ আঃ কি ইঃ ইঃ করিলে, বিনাপত্তিতে কাসিলে, বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া রোদন করিলে, হাঁচির উত্তর দিলে, সুসংবাদ, কুসংবাদ কি আশ্চর্য্য সংবাদের উত্তর দিলে, আপনার এমাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও বলিয়া দিলে, অশুদ্ধ অর্থাৎ না পাক স্থানে সেজদা করিলে, কোরাণ দেখিয়া পড়িলে, লোকের নিকটে যেরূপ প্রার্থনা করে সেইরূপ কিছু প্রার্থনা করিলে, কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, আমলে কছির করিলে, কেবলাদিক হইতে বক্ষ ঘুরিয়া গেলে, এই পনর ঘটনায় নমাজ ভঙ্গ হয়। (স, দো, আ

বা। আমলে কছির কি বুঝিলাম না ?

শি। নমাজে অতিরিক্ত কর্ম্ম করিলে তাহাকে আমলে কছির বলে। (স, দো)

বা। কি কি ঘটনায় নমাজ ভঙ্গ হয় না ?

শি। বেহেস্তের কি দোজখের কথা স্মরণ করিয়া রোদন করিলে, অনতিরিক্ত কোন কার্য্য কবিলে, কোন আপত্তি বশতঃ কাসিলে, কেহ নমাজের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে এই সকল ঘটনায় নমাজ ভঙ্গ হইবে না। (স, দো)

এইরূপ কুকুর, বিড়াল, গরু, অশ্ব ইত্যাদি জন্তু নমাজের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে নমাজ ভঙ্গ হইবে না। (আ)

বা। মাঠে কিরূপে নমাজ পড়িবে ?

শি। অঙ্গুলি প্রমাণ এক খানা যষ্ঠি সম্মুখে গাড়িয়া নমাজ পড়িবে, কিন্তু লোকের গমনাগমন না থাকিলে যষ্ঠি অভাবেও হইতে পারিবে। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কি কি কাজে নমাজ মকরূহ হয়?

শি। বলিতেছি—খালি মাথায় কিম্বা স্কন্ধে চাদর দিয়া উভয় পার্শ্বকে ছাড়িয়া দিলে, বস্ত্রে ধুলা মাটী লাগিবে আশঙ্কায় উহা টানিয়া লইলে, বস্ত্র কি শরীর দিয়া নিস্ফলা কার্য্য করিলে, চিকুর সকল ঠিক মস্তকের উপরি ভাগে বাঁধিলে, কি খুলিয়া দিলে, অঙ্গুলি ফুটাইলে, ডানি বামে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলে, সেজদা জন্য লোষ্ট্র সকল সরাইয়া দিলে, হস্তদিয়া কক্ষ দেশ ধৃত করিলে, শরীর মোড়া মুড়ি দিলে, উরু খাড়া করিয়া কুকুরের মত বৈঠক করিলে, সেজদা দেওয়া সময়ে হস্ত বিছাইলে, বিনাপত্তে চারি জানু হইয়া বসিলে, এমাম মেহরাবে দাড়াইলে, এমাম হুক্‌নে মুক্তেদি মৃত্তিকায় দাড়াইলে, উহার বিপরীত করিলে পংক্তিতে স্থান থাকিতে পশ্চাতে দাড়াইলে, কোন জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে অথবা ডানি বামে কি মস্তকের উপরে কি পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে, আলস্য করিয়া খালি মাথায় নমাজ পড়িলে, ভাল কাপড় থাকা সত্বে মন্দ কাপড় পরিধান করিয়া নমাজ পড়িলে, কপালের মাটী পুছিয়া ফেলিলে, আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে পাগুড়ির মধ্যে সেজদা করিলে আয়েত কি তস্‌বিহ গননা করিলে, কোন জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি বিশিষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া নমাজ পড়িলে মস্‌জেদের দ্বার বন্ধ করিলে, এই চব্বিশ কাজে নমাজ মকরূহ হয়। (স, দো)

বা। ইহার মধ্যে আমার কয়েকটী প্রশ্ন আছে।

শি। বল কি প্রশ্ন?

বা। কোন জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি পদতলে থাকিলে নমাজ মকরূহ হইবে কি না?

বা। না। এইরূপ অঙ্গুরীতে কোন মূর্ত্তি থাকিলেও মকরূহ

হইবে না (দো)

বা। মস্‌জেদের বস্তু সকল রক্ষণ জন্য দ্বার রুদ্ধ করা যায় কি না ?

শি। হাঁ করা যায়। কিন্তু মস্‌জেদের ছত্তের উপরি ভাগে স্ত্রীসঙ্গ কি প্রস্রাব কি বাহ্য করা মক্‌রুহ। স, দো)

বা। স্বর্ণ কি রৌপ্য দিয়া মস্‌জেদে চিত্র করা যায় কি না ?

শি। হাঁ করা যায়। (আ)

বা। সম্মুখের পংক্তিতে স্থান থাকিতে মুক্তেদি একা খাড়া হইতে পারে কি না ?

শি। না। এরূপ খাড়া হওয়া মক্‌রুহ, কিন্তু স্থান না থাকিলে সম্মুখের পংক্তি হইতে এক জনকে আনিয়া সঙ্গী করিতে হইবে। (স)

বা। যাহার উপরে নমাজ পড়া যায় তাহাতে কোন জন্তুর মূর্ত্তি থাকিলে নমাজ হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু সেজদার স্থানে থাকিলে মক্‌রুহ হইবে। যথা, মাছি পিপীলিকা ইত্যাদি ক্ষুদ্র জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি থাকিলে নমাজ মকরুহ হইবে না। এইরূপ কোন জন্তুর চিত্রের মস্তক কি মুখ না থাকিলে কি অপ্রাণীর মূর্ত্তি হইলে মকরুহ হইবে না। (স দো)

বা। বেস্‌মেল্লা, আমিন, নমাজে বড় করিয়া পড়া কি ?

শি। মক্‌রুহ। এইরূপ কোরাণ পড়িতে পড়িতে রুকুতে যাওয়া ও তক্‌বির বলিতে বলিতে খাড়া হওয়া মক্‌রুহ। (আ)

বা। প্রথম রেকাত হইতে দ্বিতীয় রেকাত লম্বা করা মক্‌রুহ কি না ?

শি। হাঁ অবশ্য মক্‌রুহ। কিন্তু ফজরের নমাজে পড়িলে মকরুহ হইবেক না। (আ)

হে বালক ! মনে রাখিও আমি যেখানেই কেবল মক্‌রুহ বলি উহাকে মক্‌রুহ তহরিমা জানিবে। (তাতা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ তোমার বেতেরও সোন্নত নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। বেতেরের নমাজ ফরজ না সোন্নত?

শি। না ফরজও নয়, সন্নোতও নয়, উহা ওযাজেব। [স, দো]

বা। বেতেরের নমাজ কয় রেকাত এবং উহা কিরূপে পড়িতে হয়, বলিয়া দেউন।

শি। উহা তিন রেকাত, কিন্তু তৃতীয় রেকাতে রুকু দেওয়ার পূর্ব্বে তক্বির বলিয়া দুটী হস্ত উঠাইয়া পুনর্ব্বার বাঁধিবে, এবং দোওয়া কনুত (১) পড়িয়া রুকু সেজদা করতঃ সালাম ফিরাইয়া নামাজ সমাধা করিবে। (দো)

বা। সোন্নত নমাজ কোন্ কোন্ সময়ে কয় রেকাত পড়িতে হয়?

শি। ফজরের অগ্রে ও জোহর,মগরেব এবং এশার পরে দুই দুই রেকাত এবং জোহরের পূর্ব্বে ও জুম্মার অগ্রে ও পরে চারি চারি রেকাত একত্রে পড়িতে হয়। কিন্তু আছরের ও এশার অগ্রে ও চারিচারি রেকাত করিয়া পড়া মস্তহাব। [দো, স]

বা। নমাজের কয় রেকাতে কোরাণ পড়া ফরজ?

শি। ফরজ নমাজে দুই রেকাতে কোরাণ পড়া ফরজ। এতদ্ব্যতীত ওয়াজেব, সোন্নত, নফল সমুদয় নমাজে সকল রেকাতেই কোরাণ পড়া ফরজ, মনে করিয়া দেখ পূর্ব্বেও উহা একবার বলিয়াছি। দো, স)

বা। নফল নমাজ ফরজ হয় কি না?

শি। না, কিন্তু স্বেচ্ছামত আরম্ভ করিলে সমাপন করা ফরজ হয়। যদি কোন গতিকে ভঙ্গ হয়, তবে উহার কাজা পড়িতে হইবে। (দো)

বা। সোন্নত নফল বসিয়া পড়া যায় কি না?

শি। হাঁ পড়া যায়, কিন্তু খাড়া হইয়া পড়া অধিক লাভের বিষয়। (স, দো)

---

(১) দোওয়া কনুত অর্থ সহ নেয়াজল মস্তকিমে লিখা হইয়াছে

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার তারাবির নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যা।

বা। তারাবির নমাজ কাহাকে বলে ?

শি। রমজান শরিফের চাঁদে এশার পরে বেতেরের পূর্ব্বে কুড়ি রেকাত নমাজ পড়াকে তারাবির নমাজ বলে। (দো, স)

বা। ঐ কুড়ি রেকাত কিরূপে পড়িতে হয় ?

শি। দুই দুই রেকাত করিয়া পড়িতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক চারি রেকাতের পরে, চারি রেকাতের পরিমাণ সময় বসিয়া থাকিবে। এইক্ষণ গণনা করিয়া দেখ, কুড়ি রেকাতে পাঁচবার বসিতে হইবে। (স, দো)

বা। যে সময়ে বসিয়া থাকা যায়, ঐ সময়ে কিছু পড়িতে হয় কি'না ?

শি। হাঁ, একটী দোওয়া (১) পড়িতে হয়। উহা অবকাশ মত শিখাইয়া দিব। তারাবির নমাজে সমুদয় কোরাণ একবার পড়া সোন্নত। তারাবির নমাজে বহুলোকের ভিড় হইলেও ঐ নমাজ পরিত্যাগ করা যায় না।

বা। বাবা বলিয়াছেন, পয়গম্বর সাহেব বহুলোকের ভিড় দেখিয়া তারাবির নমাজ ছাড়িয়া দিয়া ছিলেন, আমরা ছাড়িতে পারি না, কারণ কি ?

শি। পয়গম্বর সাহেব ঐ নমাজ ফরজ হওয়ার সংশয় বিবেচনায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এইক্ষণ পৃথিবীর লোক একত্র হইয়া পড়িলেও সে সংশয় নাই। আদৌ খোলাফায় রাশেদিন অর্থাৎ পয়গম্বর সাহেবের প্রধান প্রধান সঙ্গীরাও সর্ব্বদা পড়িয়াছেন। ইহার এই দুইটী কারণ। [২] হে, দো তাতা,)

---

(১) রেসলায় তারাবীর মধ্যে অর্থ সহ লিখা হইয়াছে।

(২) ইহার বিস্তারিত দলিল রেসালায় তারাবীর মধ্যে লিখা হইয়াছে। ইচ্ছা হইলে ঐ রেছালা দেখুন।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। গ্রহণের নমাজ কিরূপে পড়িতে হয়?

শি। সূর্য্য গ্রহণে জুম্মার এমাম দুই রেকাত নমাজ জমাতে [দলবন্দি হইয়া] পড়িবেন, এবং নমাজ সমাপন হইলে যে পর্য্যন্ত গ্রহণ থাকে সে পর্য্যন্ত দোওয়া পড়িতে থাকিবেন। চন্দ্র গ্রহণে পৃথক পৃথক নমাজ পড়িবে। দলবন্দি হইয়া পড়িবে না। (স, দো)

বা। গ্রহণের নমাজে কি কি কর্ম্ম নিষেধ?

শি। আজান, একামত, খোৎবা ইত্যাদি নিষেধ। সূর্য্য গ্রহণে এমাম অনুপস্থিত থাকিলে সকলেই পৃথক, পৃথক আপন আপন গৃহে নমাজ পড়িবে। মেয়েলোকের প্রতিও এই নিয়ম। (দো, তাতা)

বা। মাতা বলিয়াছেন, বৃষ্টি না হইলে নমাজ পড়িতে হয়, উহা সত্য কি না?

শি। হাঁ সত্য বটে, মাঠে যাইয়া পৃথক পৃথক পড়িতে হইবে, এবং দোওয়া আস্তাগফার পড়িবে, কিন্তু খোৎবা পড়িতে হইবে না। (স, দো)

বা। কয় দিবস পর্য্যন্ত মাঠে যাইতে হয়?

শি। উপর্য্যোপরি তিন দিবস যাইবে, কিন্তু যাওয়ার পূর্ব্বে তিন দিবস রোজা রাখিয়া তৌবা করিবে ও সাধ্য মত দান করিতে হইবে, এবং ওজু করিয়া খালি পায়ে দীন হীন কাঙ্গালের বেশে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করতঃ মাঠে যাইবে। দোওয়া গুলা অবকাশ মত শিখাইব, মনাজাত হস্ত পৃষ্ঠে করিতে হইবে। (র)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ফরজ পাওয়ার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ফরজ পাওয়া কিরূপ?

শি। সে এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কেবল ফরজ নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমত সময় ঐ নমাজের একামত বলা গেল, এস্থলে ঐ ব্যক্তির উচিত যে আপন নমাজ পরিত্যাগ করিয়া, জমাতের সঙ্গী হয়, ইহাকেই ফরজ পাওয়া বলে। ইহা আরবী ভাষায় "এদরাকে ফরিজা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স)

বা। "কেবল আরম্ভ" এই শব্দের অর্থ কি?

শি। ইহার অর্থ এই যে, নমাজ আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রথম রেকাতের জন্য সেজদা করে নাই।

বা। যদি প্রথম রেকাতের জন্য সেজদা করিয়া থাকে, তবে কি করিবে?

শি। দেখিতে হইবে, ঐ নমাজ চারি রেকাতের কি না, যদি চারি রেকাতের না হয়, অর্থাৎ দুই রেকাতের কি তিন রেকাতের হয় তবে প্রথম রেকাতের সেজদা করিয়া থাকিলেও নমাজ ছাড়িয়া দিয়া জমাতের সঙ্গী হইবে, কিন্তু চারি রেকাতের হইলে যদি প্রথম রেকাতের সেজদা করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় এক রেকাত পড়িয়া নমাজ ছাড়িয়া দিয়া জমাতের সঙ্গী হইবে। (স, দো)

বা। যে নমাজ চারি রেকাতের, উহার তিন রেকাত পড়িলে বক্রী এক রেকাত ছাড়িয়া দিয়া জমাতের সঙ্গী হইতে পারে কি না?

শি। না, এইরূপ যে নমাজ তিন রেকাতের উহার দুই রেকাত পড়িয়া থাকিলে পারিবে না। (স, দো)

বা। ফরজ নমাজ একা পড়িলে পুনর্ব্বার জমাতের সঙ্গে পড়িতে পারে কি না?

শি। না। কিন্তু জোহর, এশা এই দুই সময় পড়িতে পারে। (স, দো)

বা। জোহর এবং এশা ভিন্ন অন্য সময় পড়িতে পারিবে না ইহার কারন কি ?

শি। ইহার কারণ এই যে, যে নমাজ একা পড়া যায়, উহা ফরজের মধ্যে ধরা যাইবে। এবং পরে যাহা জামাতের সঙ্গে পড়া যায় উহা নফলের মধ্যে গণ্য হইবে। অতএব ফজর ও আছরের ফরজ নমাজ পড়িলে নফল পড়া নিষেধ, যে হেতু তিন রেকাত কখনও নফল হয় না,একারণ মগরেবের নমাজ একা পড়িলে আর জমাতের সঙ্গে পড়িতে পারিবে না। (স, আ)

বা। বাবার মুখে শুনিয়াছি, আল্লাতালা কোরাণে অনুমতি করিয়াছেন যে "হে মমিনগণ ! তোমরা যে সৎকর্ম্ম আরম্ভ কর তাহা পরিত্যাগ করিও না" এইক্ষণ আপনে বলিতেছেন যে, "নমাজ ছাড়িয়া দিয়া জমাতের সঙ্গে পড়িতে হইবে" ইহা কিরূপে হইতে পারে, প্রথম যে নমাজ আরম্ভ করা গিয়াছিল,উহা কি সৎকর্ম্ম ছিল না ? দ্বিতীয় কোরাণের অন্যথা কিরূপে করা যায় ?

শি। হাঁ, যাহা তুমি শুনিয়াছ উহা যথার্থ কিন্তু সৎকর্ম্ম সম্পূর্ণ করার মানসে পরিত্যাগ করিতে পারে, কেননা একা নমাজ হইতে জমাতে নমাজ পড়ায় অধিক লাভ, একারণ পরিত্যাগ করিলে সৎকর্ম্মের বাধা এবং কোরাণের অন্যথা হইবে না।

বা। যে মস্‌জেদে নমাজ হয় নাই, ঐ মস্‌জেদে আজান হইলে বাহির হওয়া যায় কি না।

শি। না, মকরুহ হইবে। কিন্তু যদি অন্য মস্‌জেদের এমাম কি মওয়াজ্জেন হন, কি এরূপ ব্যক্তি হন যে, তিনি উপস্থিত না থাকিলে কেহই উপস্থিত না হন, তবে বাহির হওয়ায় নিষেধ নাই। (স, দো, আ)

বা। ফজর, আছর ও মগরেব পড়িয়া থাকিলে বাহির হইতে পারে কি না ?

শি। হাঁ পারে। যদ্যপি একামতও হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এখার কি জোহরের নমাজ একা পড়িয়াছে,সে ব্যক্তির ঐ ওক্তের একামত বলার পর বাহির হওয়া অবশ্য মকরুহ। (দো)

বা। সোন্নতের কাজা আছে কি না?

শি। না। কেবল ফজরের নমাজ কাজা হইয়া থাকিলে ঐ কাজা পড়া সময় সোন্নত পড়িতে হইবে। কিন্তু দুই প্রহরের পরে হইলে উহাও পড়িতে হইবে না। (স, দো)

বা। ফজরের সোন্নত পড়িলে যদি ফরজ জমাতে না পাওয়ার সংশয় হয়, তবে সোন্নত পড়িবে কি না?

শি। না। কিন্তু এক রেকাত ফরজ পাইবার সম্ভব হইলে অবশ্য পড়িবে। (স, দো)

বা। জোহরের সময় জমাত আরম্ভ হইলে সোন্নত পড়িতে পারে কি না?

শি। না, ফরজ নমাজ পড়া হইলে প্রথম চারি রেকাত তৎপরে দুই রেকাত সোন্নত পড়িতে হইবে। (স, দো)

বা। এমাম রুকু হইতে খাড়া হওয়া কালে সাথী হইলে ঐ রেকাত হইবে কি না?

শি। না। কিন্তু নিয়ত করিয়া তহরিমা বাঁধিয়া রুকুতে এমামের সাথী হইতে পারিলে ঐ রেকাত হইবে। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার কাজা নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কাজা নামাজ কাহাকে বলে?

শি। কোন কারণে নমাজের সময় অতীত হইলে ঐ নমাজ অন্য সময় পড়াকে কাজা নমাজ বলে। (স, দো)

বা। কাজা নমাজ কিরূপে পড়িবে?

শি। পাঁচ সময়ের নমাজ পড়িয়া না থাকিলে "তরতিব" অর্থাৎ রীতির

দৃষ্টি রাখা করজ হইবে। (স, দো)

বা। তরতিব কি, বুঝিলাম না।

শি। পূর্ব্বের কাজা নমাজ থাকিতে উপস্থিত সময়ের নমাজ অর্থাৎ ওক্তিয়া পড়িলে হইবে না। এইরূপ বেতেরের নমাজ পড়িয়া না থাকিলে ফজরের নমাজ হইবে না। (স, দো)

বা। কাজা নমাজ থাকিতে কখনই কি ওক্তিয়া নমাজ পড়া যায় না?

শি। তিন কারণের এক কারণ হইলে পড়া যায় নচেৎ না। প্রথম, সময় অল্প হইলে, দ্বিতীয় কাজা স্মরণ না থাকিলে, তৃতীয় পাঁচ সময়ের অধিক কাজা হইলে, উহা নূতন হউক বা পুরাতন হউক এই নিয়ম খাটিবে। (স, দো)

বা। কোন কারণ ব্যতীত কাজা করিলে উহাতে পাপ হইবে কি না এবং পাপ হইলে তাহার শাস্তি কি?

শি। হাঁ অবশ্য পাপ হইবে। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিনাপত্তিতে নমাজ ছাড়িয়া দেয় তাহাকে এরূপ প্রহার করিতে হয় যেন তাহার শরীর হইতে রক্ত পাত হয়, এবং নমাজ না পড়া পর্য্যন্ত সে কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে, যদি উহাতেও অস্বীকার করে তবে তাহার প্রাণ হত্যা করিতে হইবে। এই নিয়ম রমজানের রোজারও জানিও। (তাতা)

বা। সময় অল্প হওয়া ইহার অর্থ কি?

শি। যেমন কাজা নমাজ পড়িলে যদি ওক্তিয়া নমাজের সময় না থাকে, তবে কাজা নমাজ থাকিতেও ওক্তিয়া নমাজ পড়িতে হইবে। ইহার নাম সময় অল্প হওয়া। (স, দো)

বা। যদি কোন ব্যক্তির জোহর আছর কাজা হইয়াছিল, এবং মগরেবের সময় এত অল্প আছে যে, তাহাতে কেবল সাত রেকাত নমাজ পড়িতে পারে, এস্থলে কি করিবে?

শি। প্রথম জোহরের চারি রেকাত পড়িয়া মগরেবের তিন রেকাত পড়িবে, এবং আছরের কাজা এশার সময় পড়িতে হইবে, এই

নিয়ম স্মরণ রাখও। (স, দো)

বা। ইহা হইলে অদ্যকার জোহরের নমাজ আপনার হয় নাই ?

শি। কিরূপে।

শি। ফজরের নমাজের সময় আপনি নিদ্রায় ছিলেন, এবং জোহরের সময়ও আপনাকে উহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেও আপনি ফজরের কাজা পড়িলেন না। অতএব আপনার জোহরের নমাজ কিরূপে হইবে ?

শি। (রাগান্বিত হইয়া বলিলেন) তোমার স্মরণ শক্তি কিছুই নাই। দেখ নূতন পুরাতন বলিয়াছি কি না ?

বা। হাঁ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা বুঝি নাই।

শি। এক কথা না বুঝিয়া অন্য কথা কেন জিজ্ঞাসা কর ? তবে বলি শুন।—আমার মনে পড়ে—১০।১২ বৎসরের মধ্যে কখনও নমাজ কাজা হয় নাই। কিন্তু যে দিবস পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ বালগ হইয়াছি, সেই পর্য্যন্ত গণনা করিলে, কত শত নমাজ যে কাজা করিয়াছি, পরিসীমা নাই। অতএব ছয় নমাজ কাজা হইলে যখন পড়িতে পারা যায় তখন আমার নমাজ নিঃসন্দেহ হইবে। (স.দো)

বা। যাহার এক মাসের নমাজ কাজা পড়িতে পড়িতে এক সময়ের নমাজ বাকী আছে, এইক্ষণ উহার "তরতিব" অর্থাৎ রীতির দৃষ্টি রাখা ফরজ হইবে কি না ?

শি। না কাজা থাকিতেও ওক্তিয়া পড়িবে। (দো)

বা। যদি কাহার এক মাসের নমাজ কাজা হইয়া থাকে, তবে উহা কিরূপে পড়িবে ?

শি। প্রথমে এক মাসের ফজর, তৎপর এক মাসের জোহর, তৎপর আছর, তৎপর মগরেব, তৎপর এশা তৎপর বেতের পড়িবে। এইরূপ এক বৎসর দুই বৎসর যতই হউক এই নিয়ম স্মরণ রাখিও আর বিরক্ত করিও না। (আ)

বা। কাজা নমাজ পড়া কি ?

শি। ফরজের কাজা পড়া ফরজ, ওয়াজেবের কাজা পড়া ওয়াজেব, সোন্নতের কাজা পড়া সোন্নত। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমায় সোহ সেজ্‌দার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। সোহ সেজদা কাহাকে বলে?

শি। কেবল ডানি দিকে সালাম ফিরাইয়া দুইটী সেজদা দেওয়া, ইহাকেই সোহ সেজদা বলে। যদি সময় থাকে, পরে আত্তাহিয়াত, দরুদ ও দোওয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া নমাজ সমাপন করিবে। (স, দো)

বা। সোহ সেজদা দেওয়া কি?

শি। ওয়াজেব, তৎপর আত্তাহিয়াত পড়া ও সালাম ফিরানা ও ওয়াজেব। (স, দো)

বা। কি কি কারণে সোহ সেজদা দিতে হয়?

শি। প্রথম, অগ্রের ফরজ পরে ব্যবহার করিলে, দ্বিতীয় পশ্চাতের ফরজ অগ্রে ব্যবহার করিলে, তৃতীয় এক ফরজ বার বার ব্যবহার করিলে, চতুর্থ এক ওয়াজেবের স্থানে অন্য ওয়াজেব আচরণ করিলে, পঞ্চম ভ্রমে কোন ওয়াজেব ছাড়িয়া দিলে, এই সকল কারণের কোন এক কারণ ঘটিলে সোহ সেজদা দিতে হয়। (স)

বা। ঐ সকল কারণের কোন এক কারণ মুক্তেদির ঘটিলে এমামের সোহ সেজদা দিতে হইবে কি না?

শি। না, কিন্তু এমামের সোহতে মুক্তেদির সোহ সেজদা অবশ্য দিতে হইবে। (স, দো)

বা। যে ব্যক্তি মস্‌বুক্ সে এমামের সঙ্গে সোহ সেজ্‌দা দিবে কি না?

শি। হাঁ অবশ্য দিবে। (স, দো)

বা। কোন ব্যক্তি ভ্রম ক্রমে মধ্যের বৈঠকে না বসিয়া খাড়া হইবার

সময় ভ্রম স্মরণ হইলে সে ব্যক্তি কি করিবে ?

শি। বসা নিকটে হইলে বসিবে, এবং দাঁড়ান নিকটে হইলে দাঁড়াইবে, কিন্তু প্রথম অবস্থাতে সোহ সেজ্‌দা দিতে হইবে না। শেষের অবস্থাতে সোহ সেজ্‌দা দিতে হইবে। (স, দো)

বা। যদি শেষ বৈঠকে ঐরূপ ভুল হয়, তবে কি করিবে ?

শি। যে পর্য্যন্ত সেজ্‌দায় না যায় সে পর্য্যন্ত বসিবে, এবং সোহ সেজ্‌দা দিতে হইবে। যদি পঞ্চম রেকাতের সেজ্‌দা করিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা হইলে আরও এক রেকাত পড়িতে পারে তাহাতে সোহ সেজ্‌দা দিতে হইবে না। তাহা হইলে ছয় রেকাত নফলের মধ্যে গণ্য হইবে। (স, দো)

বা। যদি চারি রেকাত পড়িয়া বসিয়া থাকে, তৎপর ভ্রম ক্রমে খাড়া হইলে কি কবিবে ?

শি। যে পর্য্যন্ত পঞ্চম রেকাতের জন্য সেজ্‌দা না করে সে পর্য্যন্ত বসিবে এবং সালাম্ ফিরাইয়া নমাজ সমাপন করিবে। আদৌ যদি পঞ্চম রেকাতের সেজ্‌দা করিয়া থাকে, তবে আরও এক রেকাত পড়িবে; তাহা হইলে চারি রেকাত ফরজ হইবে, দুই রেকাত নফলের মধ্যে ধরা যাইবে। (স, দো)

বা। যদি নমাজে দুই কি তিন কি ইহার অধিক ভুল হয়, তবে প্রত্যেক ভুলের জন্য পৃথক সেজ্‌দা করিতে হইবে কি না ?

শি। না। নমাজে যত ভুলই হউক না কেন একবার সেজ্‌দা করিলেই সমুদয় সংশোধন হইবে। (আ)

বা। যদি কাহারও তিন কি চারি রেকাত পড়িয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে কি করিবে ?

শি। দেখিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি সন্দেহ-বায়ু-গ্রস্থ কি না, যদি সন্দেহ-বায়ু-গ্রস্থ হয়, এবং সর্ব্বদা সন্দেহ করিয়া থাকে, তবে একটীকে নির্ভর করিয়া নমাজ পড়িবে। (স)

বা। যদি কোনমতেই নির্ভর না হয়, তবে কি করিবে ?

শি। নীচ সংখ্যাকে অর্থাৎ তিন রেকাত পড়িয়াছি বলিয়া ধর্ত্তব্য করিয়া আরও এক রেকাত পড়িবে, কিন্তু ঐ রেকাত পড়ার পূর্ব্বে বসিতে হইবে। (স)

বা। যদি সন্দেহ-বায়ু-গ্রস্থ না হয় তবে কি করিতে হয়?

শি। ঐ নমাজ দ্বিতীয় বার পড়িতে হয়, যাহাকে আরবী ভাষায় "এস্তিনাফ" বলে। (স)

হে বালক! সোন্নতের জন্ম কখনই সোহ সেজ্‌দা দিতে হইবে না। এ কথা মনে রাখিও। (তা তা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার পীড়িত ব্যক্তির নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। পীড়িত ব্যক্তি কিরূপে নমাজ পড়িবেন?

শি। নমাজের মধ্যে কি পূর্ব্বে পীড়িত হওয়া বিধায় যদি দাঁড়াইতে না পারেন, তবে বসিয়া রুকু সেজ্‌দা করিবেন, যদি বসিতে অপারগ হন তবে কেবলা দিকে পা দিয়া চিত হইয়া শয়ন করতঃ মাথার ইঙ্গিতে নমাজ পড়িবেন। (স, দো)

বা। যদি বসিতে পারেন কিন্তু রুকু সেজদা করিতে না পারেন, তবে কি করিবেন?

শি। মাথার ইঙ্গিতে পড়িবেন। বিশেষ এই যে রুকুর ইশারা হইতে সেজ্‌দার ইশারায় শির অধিক নত করিবেন। যদি মাথা দিয়াও ইশারা করিতে না পারেন, তবে নমাজ ছাড়িয়া দিবেন। (স, দো)

বা। যদি কেহ দাঁড়াইতে ও বসিতে পারেন, কিন্তু রুকু সেজদা দিতে না পারেন, তবে কি করিবেন?

শি। বসিয়া মাথার ইশারায় নমাজ পড়িবেন, কিন্তু চক্ষু কি ভুরু কি অন্তঃকরণের ইশারায় নমাজ পড়িলে সিদ্ধ হইবে না। (স, দো)

বা। পীড়িত ব্যক্তি নমাজের মধ্যে আরোগ্য পাইলে কি করিবেন?

শি। যদি ইশারায় নমাজ হয়, তবে ঐ নমাজ পুনর্ব্বার পড়িবেন।

কিন্তু রুকু সেজদার নমাজ হইলে বাকী নমাজ খাড়া হইয়া পড়িতে হইবে। (স, দো)

বা। উন্মাদাবস্থায় যে নমাজ পড়া হয় নাই, উহা হইতে আরোগ্য পাইলে সে নমাজ পড়িতে হইবে কি না?

শি। এক দিবারাত্র পর্য্যন্ত উন্মাদ থাকিলে অবশ্য পড়িতে হইবে। কিন্তু এক দিবারাত্র হইতে মুহূর্ত্ত অধিক থাকিলে পড়িতে হইবে না। হে বালক! মনে রাখিও কোন পীড়ায় অচেতন থাকিলেও এই নিয়ম খাটিবে। কিন্তু কোন প্রকার নেশা খাইয়া অচেতন হইলে যে পর্য্যন্ত অচেতন ছিল সে পর্য্যন্ত সমুদয় সময়ের নমাজ পড়িতে হইবে। (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষন তোমার নৌকায় নমাজ পড়ার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। নৌকায় নমাজ কিরূপে পড়িতে হয়?

শি। চলিত নৌকায় বিনা কারণেও বসিয়া পড়িতে হয়, এবং বাঁধা নৌকায় কোন কারণ ভিন্ন বসিয়া নমাজ পড়িলে হইবে না। (স, দো)

বা। যদি নমাজ পড়া সময়ে নৌকা ঘুরিয়া যায় তবে কি করিবে?

শি। ঘুরিবার শক্তি থাকিলে ঘুরিয়া বসিবে, কেন না শক্তি থাকিতে কেবলা মুখ হওয়া শরাতে ফরজ লিখিয়াছে। (হে, দো)

বা। দুই নৌকা এক সঙ্গে বাঁধা থাকিলে এক নৌকায় এমাম দ্বিতীয় নৌকায় মুক্তেদি থাকিলে নমাজ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (তা তা)

বা। যদি এমাম নৌকায় থাকেন, এবং মুক্তেদি তীরে থাকেন তবে নমাজ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, যদি উভয়ের মধ্যে পথ কি কোন লোক না থাকে। এই রূপ এমাম তীরে মুক্তেদি নৌকায় থাকিলে সিদ্ধ হইবে। (তা, তা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমাকে সেজদার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। তলাওৎ সেজদা কাহাকে বলে?

শি। কোরাণে নির্দ্দিষ্ট চতুর্দ্দশটী স্থান আছে, ঐ স্থান পড়া কি শুনা মাত্র সেজদা করিতে হয়, ঐ সেজদাকে তলাওৎ সেজদা বলে। তলাওত সেজদা করা ওয়াজেব। (স, দো)

বা। ঐ সেজদা কি রূপে করিতে হয়?

শি। খাড়া হইয়া তক্‌বির বলিয়া বিনা রুকুতে একটী সেজদা করিয়া পুনর্ব্বার তক্‌বির বলিয়া খাড়া হইতে হয়। (স, দো)

বা। বাবাকে দেখিয়াছি, কোরাণ পড়িতে পড়িতে ঐ স্থানে আসিলে বসিয়া বসিয়াই সেজদা করেন, উহা হয় কি না?

শি। না। বোধ করি, উনি জানেন না, তাঁহাকে আমার সালাম বলিও এবং এই কথা সংশোধন করিয়া দিও। (স, দো)

বা। উহাতে ওজু করিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ, নমাজের যে সকল নিয়ম আছে তলাওৎ সেজদার জন্যও সেই সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মনে করিয়া দেখ, পূর্ব্বেও উহা বলিয়াছি, কেবল তহরিমা বাঁধিতে হইবে না। (দো)

বা। কি কি ঘটনায় সেজদা ভঙ্গ হয়?

শি। যে যে ঘটনায় নমাজ ভঙ্গ হয় সেই সেই ঘটনায় উঁহাও ভঙ্গ হয়। (আ)

বা। তক্‌বিরে হাত উঠান, আত্তাহিয়াত পড়া, সালাম ফিরান, তলাওৎ সেজদাতে আছে কি না?

শি। না, কিন্তু সেজদায় তসবিহ পড়িতে হয়। (স, দো)

বা। এমাম নমাজের মধ্যে সেজদার আয়াত পড়িলে মুক্তেদি এমামের সঙ্গে সেজদা করিবেন কি না?

শি। হাঁ করিবেন, যদ্যপি না শুনিয়া থাকেন।

বা। একজন কোরাণ পড়িতেছিলেন, দ্বিতীয় জন নমাজে থাকিয়া ঐ সেজদার স্থান শুনিলেন, এস্থলে ঐ ব্যক্তি নমাজের মধ্যেই সেজদা করিবে কি না?

শি। না। যদি করেন তবে সিদ্ধ হইবে না। নমাজ শেষ করিয়া সেজদা করিতে হইবে। কিন্তু যিনি নমাজ না পড়েন, তিনি নমাজির মুখে সেজদার স্থান শুনিলে অবশ্য তাঁহার সেজদা করিতে হইবে। (স, দো)

বা। সেজদার এক স্থান বার বার পড়িলে কি শুনিলে বার বার সেজদা করিতে হইবে কি না?

শি। এক সভায় পড়িলে কি শুনিলে বার বার সেজদা দিতে হইবে না। কিন্তু পৃথক সভায় পড়িলে কি শুনিলে অবশ্য বার বার সেজদা করিতে হইবে। (স, দো)

বা। পৃথক সভা কাহাকে বলে?

শি। পৃথক স্থান হইলেই পৃথক সভা হয়। (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমাকে প্রবাসের নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। প্রবাস কাহাকে বলে?

শি। নিজ আলয় হইতে গন্তব্য স্থান মধ্যম চলনের তিন দিবা রাত্রের ব্যবধানে হইলে শরাতে প্রবাস বলে। যিনি ঐ প্রবাসে গমন করেন, তাঁহাকে প্রবাসী বলা যায়; আরবী ভাষায় প্রবাসকে ছফর এবং প্রবাসীকে মুছাফের বলে। (স, দো)

বা। কিসের মধ্যম চলন?

শি। স্থলপথে উষ্ট্র ও পদব্রজের মধ্যম চলন বিশ্বাস করিতে হইবে। (ছ, জামে, তাতা)

বা। গরুর ধীর গতি ও অশ্বের দ্রুত গতি ধর্তব্য করা যাইবে কি না?

শি। না। এইরূপ রেলওয়ের দ্রুত গতিও ধর্তব্য নয়। জল পথে

মধ্যম বায়ুতে নৌকা ও জাহাজের গতি ধরা যাইবে কিন্তু ষ্টীমা-রের দ্রুত গতি বিশ্বাস করা যাইবে না। (ছ জামে, তাতা)

বা। প্রবাসী ও গৃহবাসীর নমাজে কোন বিভিন্ন আছে কি না?

শি। হাঁ আছে, যথা—প্রবাসী যে পর্য্যন্ত বাড়ী না আসিবে, সে পর্য্যন্ত জোহর, আছর, এশা এই তিন সময় চারি রেকাত ফরজ না পড়িয়া দুই রেকাত করিয়া পড়িবে, যদিচ পাপ কর্ম্মের জন্য গিয়া থাকে, ঐ নমাজকে "কছর" বলে অর্থাৎ কম করা। (স দো)

বা। প্রবাস কি কখন আবাস হয় না?

শি। হাঁ, কোন স্থানে যাইয়া পনের দিবস থাকায় মনন অর্থাৎ নিয়ত করিলে উহাকেও শরাতে এক প্রকার আবাস বলে। ঐ স্থানে সম্পূর্ণ চারি রেকাত পড়িতে হইবে। কিন্তু তথা হইতে পুনর্ব্বার অন্যত্র গমন করিলে প্রবাসের ন্যায় কছর নমাজ পড়িতে হইবে। (স, দো,)

বা। প্রবাসে নমাজ কম না করিয়া সম্পূর্ণ চারি রেকাত পড়িলে নমাজ হইবে কি না?

শি। হাঁ, দুই রেকাত পড়িয়া বসিয়া থাকিলে হইবে। কিন্তু এইরূপ পড়িলে পাপ গ্রস্ত হইবে। আদৌ যদি দুই রেকাত পড়িয়া না বসিয়া থাকে, তবে নামাজ হইবে না। (স, দো)

বা। যদি গৃহী এমাম হন, এবং প্রবাসী মুক্তেদি হন, তবে মুক্তেদি নমাজ কিরূপে পড়িবেন?

শি। গৃহীর সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ চারি রেকাত পড়িবেন। ইহাতে পাপ হইবে না। যদি প্রবাসী এমাম হন, গৃহী মুক্তেদি হন, তবে প্রবাসী দুই রেকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইবেন। গৃহী সালাম না ফিরাইয়া খাড়া হইয়া বক্রী দুই রেকাত পড়িবেন। এই দুই রেকাতে আলহাম্‌দো কি কোন সুরা পড়িতে নাই। (স)

বা। গৃহের কাজা প্রবাসে ও প্রবাসের কাজা গৃহে কিরূপে পড়িতে

হয় ?

শি। যে খানের যে নিয়ম নিরূপিত আছে, সে খানের কাজা সেই রূপ পড়িতে হয়, অর্থাৎ প্রবাসে গেলেও গৃহের কাজা চারি রেকাত এবং গৃহে আসিলেও প্রবাসের কাজা দুই রেকাত করিয়া পড়িতে হইবে। (হে, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন হে বালক! এইক্ষণ তোমাকে জুমার নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। জুমার নমাজ কাহাকে বলে ?

শি। শুক্রবারে জোহরের সময় এমামের সঙ্গে খোৎবার সহিত দুই রেকাত নমাজ পড়াকে জুমার নমাজ বলে। এই নমাজ কোন নমাজের পরিবর্ত্তে নয়, এই নমাজ যিনি ফরজ না জানিবেন, তিনি কাফের হইবেন। (দো)

বা। খোৎবা কি ?

শি। উহা এক প্রকারের ধর্ম্ম পুস্তক উহাতে আল্লার মহিমা, এবং পয়গম্বর সাহেবের প্রতি দরুদ ধার্ম্মিক হওয়ার উপদেশ ইত্যাদি লিখিত আছে। (স, দো)

বা। জুমার নমাজ সকলের প্রতি ওয়াজেব কি না ?

শি। না কিন্তু যিনি দশগুণ বিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারাই পড়া ওয়াজেব হইবে, নচেৎ না। প্রথম শহর বাসী, দ্বিতীয় সুস্থ, তৃতীয় স্বাধীন, চতুর্থ পুরুষ, পঞ্চম বুদ্ধিমান ও বয়প্রাপ্ত হয়, ষষ্ঠ অন্ধ সপ্তম খোঁড়া, অষ্টম কয়েদী, নবম ভীত, দশম মুষলধারায় বৃষ্টিপাত না হয়; কিন্তু যাঁহাদের প্রতি জুমার নমাজ ওয়াজেব নয় তাঁহারা পড়িলেও নিঃসন্দেহ নমাজ হইবে, এবং তাঁহাদিগকে জোহরের নমাজ পড়িতে হইবে না। যাঁহাদের প্রতি জুমার নমাজ ওয়াজেব এবং যাঁহাদের প্রতি ওয়াজেব নয় ইঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন এই যে উঁহারা না পড়িলে পাপী হইবেন, ইঁহারা না

ব্যক্তিরা হস্তে কাপড় আবৃত করিয়া মৃতকে তৈয়ম্মম্ করাইয়া জানাজা পড়িবে।

বা। পতি আপন স্ত্রীকে স্নান করাইতে পারে কি না?

শি। না, কিন্তু স্ত্রী পতিকে স্নান করাইতে পারে। (দো)

বা। মাঁ বলিয়াছেন, হজরত আলী সাহেব কাতেমা খাতুনকে স্নান করাইয়াছিলেন, উহা সত্য কি না?

শি। হাঁ সত্য বটে, কিন্তু ঐ নিয়ম অন্যের প্রতি খাটিবে না। (দো)

বা। যদি কাহাকে বাঘে কি কুমিরে খায়, এবং তাহার কিয়দংশ পাওয়া যায়, তবে ঐ অংশকে কি করিবে?

শি। কিছুই করিতে হইবে না, কেবল পুতিয়া ফেলিবে। কিন্তু অর্দ্ধেকের বেশী পাওয়া গেলে অবশ্য স্নান করাইয়া নমাজ পড়িতে হইবে। যদিচ মাথা না পাওয়া যায়। (দো)

বা। যদি জলে মৃত পাওয়া যায়, তবে স্নান করাইবে কি না?

শি। হাঁ অবশ্য স্নান-মননে তিনবার জলে হেলাইলেই সিদ্ধ হইবে, যদি না হেলাইয়া অমনি জানাজার নমাজ পড়ে তাহাও সিদ্ধ। (দো, ছে)

বা। যদি কোন মৃতকে মুসলমান বলিয়া চেনা যায়, তবে কি হইবে?

শি। মুসলমানের দেশে হইলে কি মুসলমানীর কোন লক্ষণ পাইলে স্নান করাইয়া নমাজ পড়িতে হইবে। নচেৎ না। (দো)

বা। মুসলমানীর লক্ষণ কি কি?

শি। খেজাব, খত্না, কালো বস্ত্র পরিধান, এবং নির্গম স্থানে লোম না থাকা, এই সকল লক্ষণ। (তাতা)

বা। যদি কাফের ও মুসলমানের এক স্থানে মৃত্যু হয় এবং কোনটী কাফের ও কোনটী মুসলমান ছিল তাহার কোন লক্ষণ না পাওয়া যায় তবে কি হইবে?

শি। অধিক মুসলমান হইলে স্নান করাইয়া নমাজ পড়িতে হইবে। কিন্তু তুল্য হইলে স্নান করাইবে, নমাজ পড়া নাপড়া

ইচ্ছাধীন। (দো)

বা। স্নান হইলে মৃতকে কি করিতে হয় ?

শি। কাফন পরিধান করাইয়া জানাজার নমাজ পড়িয়া পুতিয়া ফেলিতে হয়। (স, হে, দো; আ)

বা। কাফন কি বুঝিলাম না।

শি। উহা কএকখানা কাপড়। পুরুষের পক্ষে তিন খানা, যথা—ইজার পিরাহান, লেফাফা ; মেয়েলোকের পক্ষে আরও দুইখানা অধিক যথা—দাম্নী, সিনাবন্দ এই পাঁচ খানা। এইরূপে কাফন দেওয়া সোন্নত। (স, দো)

বা। কোন্ কাপড় কি পরিমাণ ?

শি। ১। ইজার—উহা একখানা চতুষ্কোণ চাদর দীর্ঘে মৃতের মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত। (তাতা)

২। লেফাফা—উহাও ঐরূপ একখানা দ্বিতীয় চাদর। (তাতা)

৩। পিরাহান—উহার দীর্ঘ ঘাড় হইতে পা পর্য্যন্ত আগে নীচে উপরে তুল্য হয়। (তাতা)

৪। সিনাবন্দ—উহা দীর্ঘে তিন গজ, প্রস্থে বুক হইতে উরু পর্য্যন্ত। (চ)

৫। দাম্নী—উহা দীর্ঘে দুই গজ, প্রস্থে এক বিঘত। (চ)

বা। যদি কোন কাপড়ের ত্রুটি হয়, তবে কম করা যায় কিনা ?

শি। হাঁ পুরুষের পক্ষে ইজার ও লেফাফা হইলেই হইতে পারে। মেয়ে লোকের পক্ষে ঐ দুইখান ও দাম্নী এই তিনখান হইলেই হইবে, ইহা হইতে কম করা মকরূহ লিখিয়াছে, কিন্তু অপারগ হইলে যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই কাজ হইবে। হে বালক! মৃত নপুংসক হইলে মেয়েলোকের কাফন দিতে হইবে। (দো)

বা। মৃতকে কোন্ কাপড় কোথায় কিরূপে পরিধান করাইতে হয় ?

শি। মৃত পুরুষ হইলে জানাজার খাটের উপরে প্রথম ইজার ও তাহার

উপরে লেফাফা বিছাইয়া তাহাকে তদুপরি রাখিয়া পিরাহান পরিধান করাইবে, তৎপর এক খান চাদরের বাম পার্শ্ব ডানি দিকে পেচ দিবে, এবং ডানি পার্শ্ব বামদিকে পেঁচ দিবে। মেয়ে লোক হইলে প্রথম সিনাবন্দ বিছাইয়া তাহার উপরে ইজার ও ইজারের উপরে লেফাফা বিছাইবে তৎপরে পিরাহান পরিধান করাইয়া ঐ চাদরের উপরে রাখিতে হইবে। তৎপর দাম্নীর মধ্যভাগ মস্তকোপরি দিয়া মাথার চিকুরকে দুইভাগ করিয়া দাম্নীর দুই পার্শ্ব দিয়া আবৃত করতঃ বুকে পিরাহানের উপরিভাগে রাখিবে। পরে পুরুষের মত দুই চাদরকে পেঁচ দিবে। সকলের উপরিভাগে সিনাবন্দ বান্ধিবে, এইরূপে কাপড় পরিধান করাইতে হয়। কাফনের কাপড় খশিয়া যাওয়ার সংশয় হইলে গিরা দিবে। (স, আ)

বা। মৃতের প্রতি নমাজ কিরূপে পড়িবে ?

শি। কাপড় পরিধান করণান্তে "কাবা শরিফ" মৃতের ডানি দিকে থাকে এমতভাবে শয়ন করাইয়া এমাম মৃতকে সম্মুখে রাখিয়া বক্ষ সোজা খাড়া হইবেন, মুক্তেদি সকল এমামের পশ্চাদ্ভাগে খাড়া থাকিবেন। যখন এমাম তহরিমার তক্‌বির বলিয়া হাত উঠাইবেন ও বান্ধিবেন, তখন মুক্তেদি সকলও তক্‌বির বলিয়া হাত উঠাইবেন ও বান্ধিবেন। হে বালক! মনে রাখ এই তক তক্‌বির হইল তৎপর সোবহানাকা পড়িয়া দ্বিতীয় তক্‌বির বলিবেন, তৎপর দরুদ পড়িয়া তৃতীয় তক্‌বির বলিবেন, অবশেষে দোওয়া পড়িয়া চতুর্থ তক্‌বির বলিয়া সালাম ফিরাইয়া নমাজ সমাপন করিবেন। এইরূপে জানাজার নমাজ পড়িতে হয়, মনে রাখিও পরের তিন তক্‌বিরে হাত উঠাইতে হইবে না। (স)

বা। জানাজার নমাজ ওয়াজেব না সোন্নত?

শি। না ফরজ কেফায়া অর্থাৎ এক জনে পড়িলেই সিদ্ধ হইবে। যাঁহারা না পড়িবেন তাঁহারা পাপী হইবেন না, যদিচ সকলের

প্রতি ওয়াজেব কিন্তু যদি কেহই না পড়েন তবে মৃতের সংবাদ যতজন শুনিবেন সকলেই পাপী হইবেন। এইরূপ দফন করাও ফরজ কেফায়া! (স, দো)

বা। জানাজার এমামতি কে করিবেন?

শি। প্রথম দেশের বাদশাহ, তাঁহার অভাবে তাঁহার কাজী, কাজী অভাবে পাড়ার এমাম, এমাম না থাকিলে মৃতের অলী অর্থাৎ আছাবা সকল ধারানুসারে এমামতি করিবেন। (স)

বা। আছাবা কাহাকে বলে?

শি। ফরায়েজ গ্রন্থে অর্থাৎ দায়ভাগে উহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা যাইবে।

বা। যদি অলী স্বয়ং এমামতি না করিয়া অন্য কাহাকে এমামতি করার অনুমতি দেন, তবে শরাতে সিদ্ধ অর্থাৎ সহি হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। কিন্তু অলীর অনুমতি ভিন্ন অন্য কেহ এমামতি করিলে অলীর ইচ্ছা হইলে ঐ নমাজ পুনর্ব্বার পড়িতে পারেন। (স)

বা। মৃতের খাট কয়জনে স্কন্ধে লইবে?

শি। চারি জনে, কিন্তু খাট লইয়া যাওয়া কালে মৃতের মাথা আগে যাইবে, এবং এদেশে কবরের পশ্চিমদিকে নামাইতে হইবে, অর্থাৎ কেবলা দিকে। (স. দো, তাতা)

বা। মৃত মেয়েলোক হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি কবরে নামাইবেন?

শি। যাঁহারা উহাঁকে বিবাহ না করিতে পারেন তাঁহারা নামাইবেন। উহাঁদের অভাবে যাঁহারা বৃদ্ধ তাঁহারা নামাইবেন, কিন্তু মেয়েলোক যে সময়ে কবরে রাখা যাইবে সে সময় কবরোপরি কাপড় দিয়া পর্দ্দা করিতে হইবে। (দো, কা)

বা। মৃতকে কবরে রাখিয়া কি করিবে?

শি। কাফনের বাঁধ খুলিয়া দিবে, পরে বাঁশ কি তক্তা দিয়া তাহার উপর মাটী দিয়া পুতিয়া ফেলিবে, কবর চতুষ্কোণ করিবে না এবং

মাটী কিছু উচু রাখিবে। যেন কবর বলিয়া চেনা যায়।(স, দো)

বা। কবর কি পরিমাণে দীর্ঘ, কি পরিমানে প্রস্থ এবং কি পরিমাণে গর্ত্ত হইবে?

শি। দীর্ঘে মৃতের তুল্য,প্রস্থে তাহার অর্দ্ধেক এবং নাভী কিং স্কন্ধ পর্য্যন্ত গভীর। (আ)

বা। সমুদ্রে মরণ হইলে যদি মাটী না পাওয়া যায় তবে কি করিবে?

শি। নমাজাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া জলে ছাড়িয়া দিবে। (দো)

বা। সন্তান জন্মিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইলে তাহার জানাজার নমাজ পড়িতে হইবে কি না?

শি। হাঁ অবশ্য পড়িতে হইবে, এবং উহার নাম রাখিয়া স্নান করাইতে হইবে, কিন্তু মৃত সন্তান জন্মিলে উহাকে স্নান করাইয়া একখণ্ড বস্ত্রে জড়াইয়া পুতিয়া ফেলিবে। জানাজা পড়িতে কিম্বা নাম রাখিতে হইবে না। গর্ভপাতের ও এই নিয়ম। (দো)

বা। কি কি কারণে জানাজার নমাজ ভঙ্গ হয়?

শি। যে সকল কারণে অন্যান্য নমাজ ভঙ্গ হয়, সেই সকল কারণে জানাজার নমাজও ভঙ্গ হয়। মনে করিয়া দেখ নমাজ ভঙ্গের বিবরণ স্থলে উহার বর্ণনা করা গিয়াছে। (আ)

বা। চারি তক্‌বিরের কোন এক তক্‌বির ছাড়িয়া দিলে নমাজ হইবে কি না?

শি। না। কিন্তু সোবহানাকা কিম্বা দরুদ অথবা দোওয়া না পড়িলে নমাজ হইবে কিন্তু ছওয়াব কম। (আ)

বা। মেয়েলোকে জানাজার নমাজ পড়িতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। যিনি এমাম হইবেন তাঁহাকে পংক্তি মধ্যে দাঁড়াইতে হইবে। (কাজি, তাতা)

বা। জামাত না হইলে জানাজার নমাজ পড়িতে হইবে কি না?

শি। একজন হইলেও পড়িতে হইবে; জামাত হওয়া কোন শর্ত্ত নয়। (কে)

বা। যদি কেহ দোওয়া না জানে তবে কিরূপে জানাজার নমাজ পড়িবে।

শি। দোওয়ার স্থানে "আল্‌হামদো" দোওয়ার নিয়তে পড়িবে। কিন্তু কোরাণের নিয়তে পড়িলে সিদ্ধ হইবে না। এতদ্ব্যতীত কোরাণ পড়া কি আত্তাহিয়াত পড়া নিষেধ। (দো)

হে বালক! মনে রাখিও সোব্‌হানাকা, দরুদ, দোওয়া প্রভৃতি এমাম ও মুক্তেদি সকলেই পড়িবে। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি নমাজের সময় উপস্থিত থাকে আর এমামের সঙ্গে প্রথমের তক্‌বির না বলে, তবে কেমন করিবে?

শি। তৎক্ষণাৎ নিজেই তক্‌বির বলিয়া এমামের সঙ্গী হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মস্‌বুক হইবে সে ব্যক্তি এমাম তক্‌বির বলা পর্য্যন্ত পৌণ করিবে। (দো, কান্)

বা। যে সকল তক্‌বির পাওয়া যায় নাই তাহা বলিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ এমাম নমাজ শেষ করিলে অবশ্য বলিতে হইবে। বিশেষ এই যে দ্বিতীয় তক্‌বিরে সঙ্গী হইলে দরুদ, দোওয়া পড়িবে। তৃতীয় তক্‌বিরে সঙ্গী হইলে কেবল দোওয়া পড়িবে। কিন্তু চতুর্থ তক্‌বিরের পরে সঙ্গী হইতে পারিবে না। (তাতা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার জাকাতের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। জাকাৎ কাহাকে বলে?

শি। নিজ ধন হইতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম্ম পথে দীন দরিদ্র দিগকে দান করাকে জাকাৎ বলে। (স, দো)

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তির ধনে জাকাৎ দিতে হইবে?

শি। বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমান, স্বাধীন এবং জাকাৎ ফরজ একথা জ্ঞাত। যিনি এই পঞ্চ-গুণ বিশিষ্ট হইবেন তাঁহারই ধনে জাকাৎ দিতে হইবে। কিন্তু উন্মাদ, নাবালগ, কাফের, দাস এবং জাকাৎ

করজ একথা অজ্ঞাত, এই পাঁচ জন অতুল ধনাধিপতি হইলেও তাঁহাদের ধনে কপর্দ্দক জাকাৎ দিতে হইবে না। (দো, তাতা)

বা। কি পরিমাণ ধন হইলে জাকাৎ দিতে হইবে?

শি। আবশ্যকীয় ব্যয় পরিশোধান্তে যে ধন শেষ থাকিবে তাহাতে যদি নেছাব পূরণ হয় কিম্বা নেছাব হইতে বৃদ্ধি হয়, এবং উহা বৎসর কাল হাতে থাকে, তবে তাহারই জাকাৎ জাকাতের নিয়তে দিতে হইবে। জাকাৎ দেওয়ার উপযুক্ত হইলেই শরাতে তাহাকে ধনী বা বা ধনাড্য বলে। আরবী ভাষায় ধনীকে গণী বলে। (স, দো)

বা। কি কি আবশ্যকীয় ব্যায় বাদ দেওয়া যাইবে?

শি। আহারের সামগ্রী, পরিধানের বস্ত্র, গৃহের দ্রব্য, চড়নের চতুষ্পদ জন্তু, বাস করার ঘর, পড়ার পুস্তক, ব্যবহারীয় অস্ত্র, চাকুরির যন্ত্র এবং ঘরের সামগ্রী ইত্যাদি বাদ দেওয়া যাইবে। (স, দো)

বা। ঘরের সামগ্রী কি কি বুঝিলাম না?

শি। যেমন লোটা, বাটী, থাল, গ্লাস, ডেগ, পাতিলা, বদনা, দা, কুড়াল, কোদাল, খন্তা, কাচি ইত্যাদি বস্তুর জাকাৎ দিতে হইবে না। কিন্তু রৌপ্য কি স্বর্ণ নির্ম্মিত থাল বাটী ইত্যাদি থাকিলে জাকাৎ দিতে হইবে। দো, তাতা)

বা। নেছাব কি বুঝিলাম না?

শি। ২০০ দেরেম রৌপ্য কি ২০ মেছকাল স্বর্ণ হইলে নেছাব হয়, কিন্তু কিছু স্বর্ণ কিছু রৌপ্য উভয় হইলে উভয়ের মূল্য ধরিয়া নেছাব পূরণ করিতে হইবে। (আ, ছ)

বা। এদেশে দুই শত দেরেমে কত তোলা রূপা এবং কুড়ি মেছকালে কত স্বর্ণ হইবে?

শি। এ দেশের টাকার ৪৬৷৷৹ টাকা রৌপ্য ও ৬ তোলা ১১ মাসা ২ রত্তির কিঞ্চিৎ বেশী স্বর্ণ হইবে।

বা। গহনার জাকাৎ দিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ দিতে হইবে। (স, দো, আ)

বা। কোন্ কোন্ ধনের জাকাত দিতে হইবে না?

শি। ধন নিরুদ্দিশ হইলে, জলে মগ্ন হইলে, কেহ বল পূর্ব্বক ছিনিয়া নিলে, ধনের দলিল না থাকিলে এবং পুতা ধনের স্থান ভুলিয়া গেলে, এই সকল ধনের জাকাৎ দিতে হইবে না। (স, দো)

বা। মাতা জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন মতিরও জাকাৎ দিতে হইবে কি না?

শি। না, এইরূপ লাল, ইয়াকুত, জোমরদ প্রভৃতি প্রস্তরের ও জাকাত দিতে হইবে না। কিন্তু বানিজ্যাদি করার জন্য উহা ক্রয় করিলে অবশ্য দিতে হইবে। (দো, তাতা)

বা। ঋণী ব্যক্তি জাকাৎ দিবেন কি না?

শি। যদি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিলে নেছাবের পরিমাণ ধন অবশিষ্ট থাকে তবে ঋণ পরিশোধান্তে যত ধন অবশিষ্ট থাকিবে তাহারই জাকাৎ দিবেন। (স, আ)

বা। ধান্য, চাউল, যব, শরিষা, মুগ, মটর ইত্যাদি শস্যের জাকাৎ দিতে হইবে কি না?

শি। না। কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য কোন জিনিসাদি রাখিলে যদি উহার মূল্যে নেছাব পূরণ হয়, তবে অবশ্য দিতে হইবে। হে বালক! মনে রাখিও বৎসরের একমাস নির্ণয় করিয়া সমুদয় বৎসরের উপার্জ্জিত ধনের জাকাত দিতে হইবে। (স, আ)

বা। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, যে ধন এক বৎসর হাতে থাকে, তাহারই জাকাৎ দিতে হয়, অতএব যদি সকল ধন এক সময় পাওয়া না যায়, তবে কিরূপে জাকাৎ দিবে?

শি। (রাগান্বিত হইয়া বলিলেন) এত কথা দিয়া কাজ কি? আমি যাহা বলি মানিয়া লও, বৎসর হউক বা না হউক উহাতে জাকা-তের কোন ক্ষতি হইবে না। (স, আ)

বা। যে ধন স্থাপিত থাকে তাহার জকাৎ প্রতি বৎসর দিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ দিতে হইবে। (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার পশুর জাকাতের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। পশুরও কি জকাৎ দিতে হইবে?

শি। হাঁ দিতে হইবে। উহা কি পয়সার মাল নয়। (স, হে আ)

বা। কোন্ প্রকার পশুর জাকাৎ দিতে হইবে?

শি। যে পশু বৎসরে ছয় মাসের অধিক কাল মাঠে জঙ্গলে বিচরণ করে তাহার জাকাৎ দিতে হইবে নচেৎ দিতে হইবে না। (স)

বা। কোন কোন্ পশুর জাকাৎ দিতে হইবে?

শি। উষ্ট্র, গো, মেষ, মহিষ ইত্যাদি পশুর জাকাৎ দিতে হইবে। (স)

বা। উষ্ট্রের জাকাৎ কিরূপে দিতে হইবে?

শি। এদেশে উহার বাণিজ্যাদি নাই, উহার কথা বলার কোন আবশ্যকও নাই।

বা। গরুর জাকাৎ কিরূপে দিতে হয়?

শি। কুড়িটী গরু হইলে এক বৎসরের একটা বৎস জাকাৎ দিতে হয়, এবং চল্লিটী হইলে দুই বৎসরের একটা দিতে হইবে। (স, দো)

বা। ৫০ কি ৬০ কি ৭০টী গরু হইলে কিরূপে জাকাৎ দিবে?

শি। প্রতি ত্রিশে এক বৎসরের বৎস ও প্রতি চল্লিশে দুই বৎসরের বৎস দিতে হইবে। কিন্তু উহা হইতে ২, ৪ টা বৃদ্ধি হইলে তাহার জাকাৎ দিতে হইবে না। (স, চ)

বা। উহা ভালরূপ বুঝিলাম না। উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিউন।

শি। বলিতেছি শ্রবণ কর যথা—৬০ গরু হইতে ৬৯পর্য্যন্ত এক বৎসরের দুই বৎস। ৭০ হইতে ৭৯ পর্য্যন্ত এক বৎসরের একটী ও দুই

বৎসরের একটী। ৮০ হইতে ৮৯ পর্য্যন্ত দুই বৎসরের দুইটী। ৯০ হইতে ৯৯ পর্য্যন্ত এক বৎসরের তিনটী। ১০০ হইতে ১০৯ পর্য্যন্ত এক বৎসরের দুইটী ও দুই বৎসরের একটী। ১১০ হইতে ১১৯ পর্য্যন্ত দুই বৎসরের দুইটী ও এক বৎসরের একটী। ১২০হইতে চারিটা এক বৎসরের কিম্বা তিনটা দুই বৎসরের দিতে হইবে। (স. আ)

হে বালক! এই ধারা মনে রাখিও এবং এই নিয়ম মহিষের প্রতিও খাটিবে। (স, আ.)

বা। মেষের জাকাৎ কিরূপে দিতে হইবে?

শি। ৪০ হইতে ১২০ পর্য্যন্ত একটা জাকাৎ দিতে হইবে। উহা হইতে একটা বৃদ্ধি হইলে ২০০ পর্য্যন্ত দুইটা দিতে হইবে। উহা হইতে একটা বৃদ্ধি হইলে ৩৯৯ পর্য্যন্ত তিনটা দিতে হইবে। ৪০০ হইলে চারিটা দিতে হইবে। উহা হইতে বৃদ্ধি হইলে শতকরা একটা দিতে হইবে। হে বালক! মেষের নিয়ম ছাগ ও দুম্বায় খাটিবে। (স, দো)

বা। লাঙ্গলের গরুকে জাকাৎ দিতে হইবে কি না?

শি। না, এইরূপ ঘোটক, গর্দ্দভ, খচ্চর ইহার জাকাৎ দিতে হইবে না। কিন্তু বাণিজ্য জন্য ক্রয় করিলে অবশ্য জাকাৎ দিতে হইবে।

বা। গো মেষাদির বৎসে জাকাত লাগিবে কি না?

শি। কেবল বৎস হইলে যে পর্য্যন্ত এক বৎসরের না হয় জাকাত দিতে হইবে না, কিন্তু দুই একটা বড় পশু থাকিলে উহার সঙ্গে গননা করিয়া ছায় মায় সকলেরই জাকাত দিতে হইবে। (স, দো.)

মনে পড়ে আলমগিরীতে দেখিয়াছি পশু গর্ভিনী হইলে গর্ভের জাকাত দিতে হইবে না, কিন্তু মেষ, দুম্বার বৎস ৬ মাসের হইলে জাকাত দিতে হইবে, কেননা ৬ মাসের মেষ দুম্বার কোরবানী হইতে পারে।

বা। কোরবানী কি বুঝিলাম না?

শি। কিছু পরে উহার বর্ণনা আসিতেছে।

বা। কি প্রকারের জন্ত জাকাৎ দিবে?

শি। মধ্যম রকমের জন্ত জাকাৎ দিবে, তাহাতেই কৃপণের প্রাণ ফাটিয়া যায়, ভাল জন্তর কথা বলিলে ত বুঝিতেই পার কিন্তু জাকাতের জন্তর পরিবর্ত্তে মূল্য দিলেও সিদ্ধ হইবে। (স, দো।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ তোমার "মছারেক" অর্থাৎ জাকাতের ধন কাহাকে দিতে হইবে তাহার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে জাকাতের ধন দান করা যাইবে?

শি। ফকির, মিসকিন, তহসিলদার, দাস, ঋণী, হাজী, গাজী, পথিক এই কয়েক জনকে দিতে হইবে। (স, দো।)

বা। ফকির, মিস্কিন, তহসিলদার কাহাকে বলে?

শি। যাহার কোন বস্তু অল্প আছে তাহাকে শরাতে ফকির বলে, যাহার কিছুই নাই তাহাকে মিসকিন বলা যায়, যিনি ঐ জাকাত আদায় করেন তাঁহাকে তহসিলদার বলে। (স, দো।)

বা। যদি তহসিলদার তহসিল করিয়া সমুদয় গ্রাস করিতে চান, তবে কি করিবে?

শি। অমনি গলা চাপিয়া বাহির করিবে, কেননা সকলের হক মাটি করিয়া এক জনের পেট ভরাণ, কোন কেতাবে এরূপ বিধান নাই, তাঁহার পরিশ্রম মত তাঁহাকে কিছু দিয়া বক্রী সমুদয় উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে বিভাগ করিয়া দিবে। (স, হে, দো, আ।)

বা। যদি তিনি বলেন যে গরিব, মিস্কিন দিগকে যাহা দেওযা হয়। তাহা আমি দিব, তবে ছাড়িয়া দিব কি না?

শি। কখনই না। কখনই না। কেবল উহা মুখে বলেন কার্য্যে কিছু নয়, সমুদয় নিজেই গ্রাস করেন, গরিবের ভাগ্যে ঠন্ ঠনা ঠন্। তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যেমন বাঘকে ছাগী ভাগে দেওয়া।

বা। যদি বলেন আমি জামাতের সরদার, যদি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস না কর তবে আমাকে সরদার কিরূপে মানিলে ?

শি। তোমরা এইরূপ চাটু বচনে ভুলিও না, পয়সা লওয়া কালে অনেক কথা আসে, বিশ্বাসী ব্যক্তি অতি বিরল। জাকাত, ফেত্‌রা ইত্যাদি সরদারকে দিয়া পেট ভরাণ, আল্লা ও রসুল কোন কেতাবে বলেন নাই। যে যে ব্যক্তিকে দেওয়ার হুকুম করিয়াছেন তাহা এখনই বলিয়া আসিলাম। এখন আল্লা ও রসুলের হুকুমই মানিবে ? না সরদারের কথাই শুনিবে ?

বা। দাস কেন জকাত পাইবে ?

শি। উহার কারণ এই যে, কোন দাসের প্রভু যদি এই কথা বলেন যে তুমি আমাকে এত টাকা দিতে পারিলে তোমার মুক্তি দিব- ঐ দাস যদি দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য কিছু চায়, তবে তাহাকে জাকাতের ধন দিতে হইবে। (স, দো, আ, ছে)

বা। ঋণীকে কেন দেওয়া যাইবে ? পৃথিবীতে ঋণ ছাড়া কে আছে ? যদিও থাকিয়া থাকে তবে অত্যল্প।

শি। যাহার ধন দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলে নেছাবের পরিমাণ ধন অবশিষ্ট না থাকে তাহাকে দিতে হইবে, তবে নেছাবের পরিমাণ ধন থাকিলে তাহাকে দিতে হইবে না। (স, দো, আ, ছে)

বা। সকল গাজী হাজীকেই কি ঐ ধন দেওয়া যায় ?

শি। না, যিনি খরচা অভাবে ফিরিয়া যাওয়ার উপক্রম হন তাঁহাকে দিতে হইবে। (স, দো)

বা। পথিক ধনী হইলেও কি জাকাতের ধন তাহাকে দান করা যায় ?

শি। না, কিন্তু যদি ধন সঙ্গে না থাকে, তবে ধনী হইলেও দিতে হইবে। (স, দো, আ, ছে)

বা। ঐ আট প্রকার ব্যক্তির প্রত্যেককে কি এক সঙ্গে জাকাতের ধন দান করিতে হইবে ?

শি। না, যে কয়েক প্রকারের লোক উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকে

দিলেই জাকাত পরিশোধ হইবে। সকলকে এক সঙ্গে দেওয়া ফরজ নয়। (স, দো, আ)

বা। জাকাতের ধন দিয়া মসজেদ প্রস্তুত কি তাহার বিছানা প্রস্তুত করা যায় কি না?

শি। না, জাকাতের ধন মসজেদে লাগান দূরে থাকুক, কোন মৃতকে লেংটা মাটী দিলেও কন্দারা কাফনের কাপড় খরিদ হইতে পারিবে না। (স, দো)

বা। জাকাতের ধন পুত্র পৌত্রাদি নিম্নস্থ কি পিতা, পিতামহ উর্দ্ধস্থ ব্যক্তি কাঙ্গাল হইলে দেওয়া যায় কি না?

শি। না, এরূপ স্ত্রী আপন পতিকে, পতি আপন স্ত্রীকে দিতে পারিবে না। (স, দো, আ, ছে)

এইরূপ কোন ধনীকে কি ধনীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ নাবালগ সন্তানকে জাকাতের ধন দেওয়া যাইবে না। কিন্তু ধনীর পুত্র প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ বালগ হইলে অবশ্য দেওয়া যাইবে। (দো, ছে)

বা। যাহারা সৈয়দ বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদিগকে জাকাতের ধন দেওয়া যায় কি না?

শি। না, কিন্তু "সদকায় নাফেলা" দেওয়ায় বাধা নাই। (দো)

বা। এক জনকে জাকাতের ধন কি পরিমাণ দেওয়া যায়?

শি। ২০০ দেরেমের ন্যূন দেওয়া যায়, কিন্তু উহা কি উহার অধিক দিলে মকরুহ হইবে। আদৌ ঋণী ব্যক্তিকে দিলে মকরুহ হইবে না (আ)

বা। এক সহরের জাকাত অন্য সহরে নিয়া দান করা যায় কি না?

শি। না, মকরুহ লিখিয়াছে, কিন্তু আত্মীয়কে দান করিলে মকরুহ হইবে না। (স, দো)

বা। জাকাতের ধন বৈরাগী, বৈষ্ণবী কি অন্যান্য হিন্দুকে দেওয়া যায় কি না?

শি। না। এইরূপ জারজ সন্তানকে ও তাহার উপপিতাকে দিতে পারিবে না। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ফেতরার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ফেতরা কি?

শি। অর্দ্ধ ছায়া গম, কি তাহার ছাতু, কি আটা, কি শুষ্ক আঙ্গুর, কিম্বা এক ছায়া খোরমা, কি যব দান করাকে ফেতরা বলে। (স,দো,আ)

বা। এক ছায়াতে এদেশের কত হইবে?

শি। চলিত ৮০ তোলা সেরের তিন সের দুই ছটাক হইবে।

বা। ঐ সকল বস্তু না দিয়া বাজার ভাও উহার যে মূল্য হয় তাহা দিলে পরিশোধ হইবে কি না?

শি। হাঁ উহা অপেক্ষা উত্তম। (স, দো)

বা। ফেতরা দেওয়া কি?

শি। যিনি স্বাধীন, মুসলমান ও ধনী এই তিন গুণে পরিপূর্ণ হইবেন, তাঁহার দেওয়া ওয়াজেব,কিন্তু জাকাতের জন্য ধন এক বৎসর হাতে থাকা শর্ত্ত আছে, ফেতরার জন্য তাহা নয়। (স, দো, আ)

বা। কাহার কোন ঘর আছে তাহাতে বাস করে না, এবং উহাতে বাণিজ্যাদিও করে না কিন্তু বিক্রয় করিলে নেসাব পূরণ হইবে, তাহারা ফেতরা দিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ দিতে হইবে। কিন্তু জাকাত দিতে হইবে না। (স)

বা। আপনি ফেতরা যে পরিমাণ বলিলেন উহা কি প্রতি বাড়ী দিবে?

শি। না,প্রতি জনের দিতে হইবে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান যদি কাঙ্গাল হয় তবে তাহার ফেতরা পিতাকে দিতে হইবে কিন্তু ঐ সন্তানগণী অর্থাৎ ধনী হইলে তাহারই ধন দ্বারা দেওয়া যাইবে। এইরূপ স্ত্রীর ফেতরা তাঁহারই ধন দ্বারা দিতে হইবে। (স, দো)

বা। ঐ ফেতরা কোন সময় দেওয়া ওয়াজেব হয়?

শি। ঈদল ফেতেরের দিবস সূর্য্যোদয় হইলেই দেওয়া ওয়াজেব, কিন্তু

যাঁহার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা যে সন্তান সূর্য্যোদয়েরর পরে জন্মিয়াছে তাহার দিতে হইবে না। (দো)

বা। ঐ দিবসের পূর্ব্বে ফেতরা দিলে হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, কিন্তু ঈদের নমাজের পূর্ব্বে সূর্য্যোদয়ের পরে ফেতরা দেওয়া মস্তহাব, এবং ঈদের দিবস পরিশোধ না করিলে উহা মৃত্যু পর্য্যন্ত দিতে হইবে, নচেৎ পাপী হইবেন। (স, দো)

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে ফেতরা দিতে হয়?

শি। জাকাতের ধন যাহাদিগকে দিতে হয়,ফেতরাও তাহাদিগকে দিতে হয়। মনে করিয়া দেখ এখনই তাহাদের কথা বলিয়াছি। (দো)

হে বালক। ফেতরা প্রথম ভ্রাতা ও ভগিনীকে তৎপর তাহাদের সন্তানগণকে, তৎপর পিতৃব্যদিগকে, তৎপর খালা, ফুফু প্রভৃতি আত্মীয়গণকে দিবে, যদি উহাঁরা কাঙ্গাল হন, তবে এরূপ দেওয়া আফজল (উত্তম)। (তাতা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ তোমার রোজার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। রোজা কাহাকে বলে?

শি। প্রভাত অবধি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রোজার মনন অর্থাৎ নিয়তের সহিত আহারাদি কিম্বা সঙ্গমাদি না করাকে শরাতে রোজা বলে যাহাকে উপবাস বলিয়া থাকে। হে বালক! মনে রাখিও বিনা নিয়তে কখনই রোজা সিদ্ধ হইবে না। (স, দো, আ)

বা। প্রভাতের কোন চিহ্ন আছে কি না?

শি। হাঁ রাত্র শেষ হইলে যে সময় শুভ্র বর্ণের রেখা সকল আকাশে সূর্য্যোদয়ের স্থান হইতে উপরিভাগে লম্বমান হয়, ঐ সময়কে "সোবেহকাজেব" বলে এবং তৎপর যে সময় শুভ্র বর্ণের একটী রেখা সূর্য্যোদয়ের দক্ষিণ বামে লম্বাকার হয়, উহাকে "সোবেহ সাদেক" বলে। আমি "সোবেহ কাজেবকে" কৃত্রিম প্রভাত বলি

এবং "সোবেহ সাদেককে" প্রকৃত প্রভাত বলি। অতএব মনে রাখ, কৃত্রিম প্রভাত অবধি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নিয়তের সহিত আহারাদি ও সঙ্গমাদি পরিত্যাগ করাকে "রোজা" বলে। (স, দো)

বা। রোজা কয় প্রকার?

শি। তিন প্রকার যথা—ফরজ, ওয়াজেব ও নফল। (স, দো)

বা। ফরজ রোজা কাহাকে বলে?

শি। রমজান শরিফের সমুদয় মাস ভরিয়া রোজা করাকে ফরজ রোজা বলে, অতএব যিনি রমজান শরিফের রোজা ফরজ না জানিবেন, তিনি কাফের হইবেন। (স, দো, আ)

বা। মনুষ্য মাত্রেরই কি রোজা রাখা ফরজ?

শি। না, কিন্তু যিনি মুসলমান, বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত এই তিন গুণে পরিপূর্ণ হইবেন, তাঁহারই রোজা করা ফরজ হইবে। একারণ ঐ তিনটা গুণ রোজার শর্ত্ত বলিয়া শরাতে উক্ত হইয়াছে। (আ)

বা। কৃত্রিম প্রভাতের অর্থাৎ "সোবেহ কাজেবের" পূর্ব্বে মনন করিতে না পারিলে পরে মনন করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ, রোজা ভঙ্গের কোন ঘটনা না হইয়া থাকিলে দুই প্রহর না হওয়া পর্য্যন্ত মনন করিতে পাবে। হে বালক! মনে রাখিও এই নিয়ম কেবল রমজানের ও নির্দ্ধারিত মানসিক রোজা ও নফল রোজার প্রতি খাটিবে, কিন্তু কাজা রোজা কাফ্ফারার রোজা এবং অনির্দ্ধারিত মানসিক রোজার মনন রাত্রে করিতে হইবে।

বা। মানসিক রোজা কাহাকে বলে?

শি। কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হওয়ায় মানসে যে রোজা মানস করা যায় তাহাকে মানসিক রোজা বলে। আদৌ মানসিক রোজা ওয়াজেব বলিয়া শরাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সমুদয় রোজা নফল।

বা। নির্দ্ধারিত ও অনির্দ্ধারিত বুঝিলাম না?

শি। রোজা রাখার কোন দিবস নিরূপণ করিয়া মনন করাকে

নির্দ্ধারিত মানসিক বলে। এবং নিরূপণ না করিলে অনির্দ্ধারিত মানসিক বলে। আরবী ভাষায় নির্দ্ধারিত মানসিককে "নজরে মুইন" বলে, অনির্দ্ধারিত মানসিককে "নজরে গয়েরমুঈন" বলে। (স, দো, আ)

বা। যদি কেহ কেবল রোজা থাকার মনন করে। কিন্তু ফরজ কি ওয়াজেব কি নফল কিছুই মনন না করে, তবে তাহাতে রমজানের রোজা হইবে কি না?

শি। হাঁ, হইবে। যদি অন্য কোন ওয়াজেব রোজার মনন করিয়া থাকে। কিন্তু যদি প্রবাসী হয়, কি পীড়িত হয়, তবে ওয়াজেব রোজার মনন করিলে তাহাই সিদ্ধ হইবে। (স)

বা। যদি কেহ ঈদের চন্দ্র কি রমজান শরিফের চন্দ্র কেবল নিজে দেখে অন্য কেহ না দেখে, তবে যে দেখিবে তাঁহার রোজা থাকিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, যদ্যপি অন্য কেহ বিশ্বাস না করে, কিন্তু লোকের দেখা-দেখি রোজা না রাখিলে উহার কাজা করিতে হইবে। (স)

বা। সাবানের চান্দে ৩০শে তারিখে সন্ধ্যার সময় মেঘের গোলযোগে চন্দ্র না দেখা গেলে রোজা রাখা যায় কি না?

শি। হাঁ' নফল নিয়তে রোজা রাখিতে পারে, অন্য নিয়তে রাখিলে মক্রুহ হইবে। আরবী ভাষায় ঐ দিবসকে "ইওমেশ্বক্" বলে। (দো)

বা। সাবানের চাঁদের ৩০শে তারিখে দিবসে চন্দ্র দেখিলে ঐ সময় হইতে রোজা থাকিবে কি না?

শি। যদ্যপি দুই প্রহরের পূর্ব্বে চন্দ্র দেখিয়া থাকে, তথাপি রোজা থাকিবে না। এইরূপ রমজানের ৩০শে তারিখে দুই প্রহরের অগ্রে চন্দ্র দৃষ্টি গোচর হইলেও রোজা ভঙ্গ করার অধিকার নাই। এইরূপ জেলকদের চান্দের ৩০শে তারিখ দিবসে চন্দ্র দেখিলে ঐ দিন ১লা জেলহেজ বলিয়া ধরিয়া গননা করিয়া ১০ইতারিখ ঈদের নমাজ কি কোরবানী করিতে পারিবে না। (দো, তাতা)

বা। দুই ঈদের চন্দ্রোদয়ের তত্ত কয়জনে বলিলে বিশ্বাস জনক হইবে।

শি। দুই জন পুরুষে কিম্বা একজন পুরুষ দুইজন মেয়েলোকে বলিলে বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু রমজানের চন্দ্রোদয়ের তত্ব যেমন তেমন একজন লোকে বলিলেও বিশ্বাস করিয়া রোজা থাকিতে হইবে। আদৌ মেঘের গোলযোগ না থাকিলে বহু লোকের কথা বিশ্বাস জনক। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার রোজা ভঙ্গের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কি কি কর্ম্মে রোজা ভঙ্গ হয়?

শি। কছ্‌দান অর্থাৎ জ্ঞানকৃত কোন পথে সঙ্গম করিলে, কি করাইলে, কি আহারীয় দ্রব্য খাইলে, কি কোন প্রকারের ঔষধ সেবন করিলে রোজা ভঙ্গ হয়, তজ্জন্য দণ্ড দিতে ও কাজা করিতে হইবে। (স, দো)

বা। রোজা ভঙ্গের কি দণ্ড দিতে হইবে?

শি। একটী ক্রীতদাসকে সত্বত্যাগ করিয়া দিতে হইবে। উহাতে অপারগ হইলে অনবরত দুই মাস রোজা রাখিতে হইবে। উহাতে অপারগ হইলে যাটি জন মিস্‌কিন্‌কে অর্থাৎ কাঙ্গালীকে দুইসন্ধ্যা তৃপ্তি জনক আহার করাইতে হইবে। (স, আ)

বা। এই দণ্ডে পাপ মার্জ্জনা হইবে কি না?

শি। না, কেবল শাস্তি দেওয়া। (মু)

বা। তবে কেন শাস্তি দিবে?

শি। ভবিষ্যতে আর এমন কুকর্ম্ম না করে এজন্য শরাতে দণ্ড নিরূপিত হইয়াছে। (মু)

এইরূপ যদি কেহ রস-বাত নির্গত করার জন্য শিঙ্গা লাগায় কি কছ্‌দ্‌ লয়, পরে রোজা ভঙ্গ বিবেচনায় আহার করে, তবে

তাহাতেও ঐ নিয়ম মত কাফ্‌ফরা অর্থাৎ দণ্ড দিতে ও কাজা করিতে হইবে। (স, দো)

হে বালক! যদি কেহ কুল্লি করিতে অকস্মাৎ জল গলদেশে যায়, কিম্বা বল পূর্ব্বক কেহ খাওয়ায়, কিম্বা গুহ্যে পিচকারি লয়, কিম্বা নাসিকা কি কর্ণ মধ্যে ঔষধ দেয়, কিম্বা উদরের ক্ষতে (জখমে) ঔষধ লাগায়, কিম্বা মস্তকের ঘায় ঔষধ দেয় এবং ঐ ঔষধের তেজ উদরের মধ্যে কি মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, কিম্বা ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ড অর্থাৎ কাঙ্কর গিলিয়া ফেলে, কিম্বা মুখ ভরিয়া বমি করে, তবে এই সকল কাজে এক এক রোজার পরিবর্ত্তে এক একটী কাজা করিবে। যদি কেহ রাত্র বিবেচনায় "ছেহের" খায় কি "এফতার" করে কিম্বা ভ্রম ক্রমে কিছু আহার করে, পরে রোজা না থাকা বিবেচনায় রোজা ভগ্ন করে, তবে কেবল ঐ রোজার কাজা করিতে হইবে। এইরূপ কোনও রমণীকে কেহ নিদ্রাবেশে সঙ্গম করিয়া গেলে কিম্বা রমজানের মাস ভরিয়া রোজা রাখার কি এফতার করার নিয়ত না করিলে ঐরূপ কাজা করিতে হইবে। (স)

বা। রোজা থাকিয়া কোনও কামিনীকে চুম্ব দিলে কোন দণ্ড আছে কি না?

শি। না। কিন্তু এনজাল হইয়া থাকিলে কাজা করিতে হইবে। এইরূপ মৃতা কি চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে সঙ্গম করিলে কি কোন রমনীর উরুদেশে ঘশাঘশি করিলে যদি এনজাল হয়, তবে কাজা করিবে. নচেৎ কিছুই না।

বা। কি কি ঘটনায় রোজার কাজা করিতে হয় না?

শি। প্রথম, রোজা থাকিয়া ভ্রম বশতঃ খাইলে কি পান করিলে, দ্বিতীয়, ভ্রমে সঙ্গম করিলে, তৃতীয়, স্বপ্নদোস অর্থাৎ এহতেলাম হইলে. চতুর্থ, কোন রমণী দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় আবেমনি (শুক্র) নির্গত হইলে, পঞ্চম, তৈল মর্দ্দন করিলে, ষষ্ঠ, সুরমা লাগাইলে, সপ্তম, কাহারও অনিষ্ট চর্চ্চা করিলে, অষ্টম, অল্প বমি হইলে, নবম

যাহার স্নানের আবশ্যক আছে তাহার স্নানের পূর্ব্বে রাত্র পোহাইলে, দশম, লিঙ্গ ছিদ্রে তৈল দিলে, একাদশ, কর্ণে জল দিলে, দ্বাদশ, ধূলা কি ধূয়াঁ কি মক্ষিকা গলদেশে গেলে। এই সকল ঘটনায় কাফারা দিতে কি কাজা করিতে হইবে না। এমত অপরাধ আল্লাতালা মাফ করিবেন। (স, দো)

হে বালক! মনে রাখিও হুঁকার ধুমা কি অন্য কোন ধুমা ইচ্ছা পূর্ব্বক গলদেশে নিলে রোজা ভঙ্গ হইবে। (গায়েতল আওতা)

বা। বৃষ্টি হইতেছে কিম্বা বরফ পড়িতেছে এমতাবস্থায় বৃষ্টির জল কি বরফ মুখ মধ্যে গেলে রোজা থাকিবে কি না?

শি। না, ঐ রোজার কাজা করিতে হইবে। এইরূপ বুটের তুল্য মাংস দন্তে লাগিযা থাকিলে ঐ রোজার পরিবর্ত্তে অবশ্য কাজা করিতে হইবে। কিন্তু বুট হইতে নূ্যন হইলে রোজা ভগ্ন হইবে না। যদি উহাও দন্ত হইতে বাহির করিয়া হাতে লইয়া খাইয়া ফেলে তবে রোজা ভঙ্গ হইবে ও কাজা করিবে। (স, দো)

বা। আর একটি কথা মনে পড়িল, দণ্ডের অর্থাৎ কাফ্ফারার রোজা যে, অনবরত বলিয়াছেন উহার অর্থ কি?

শি। দুইমাস রোজা এরূপভাবে রাখিবে,যেন তাহার মধ্যে কোন নিষিদ্ধ দিবস মধ্যবর্ত্তি না হয়। যদি হয় তবে উহা পুনরায় আদ্য পর্য্যন্ত করিতে হইবে। এইরূপ রমজানের রোজা মধ্যে পড়িলেও এই নিয়ম খাটিবে।

বা। নিষিদ্ধ কোন্ কোন্ দিবস?

শি। ইদলফেতেরের এক দিবসও জেলহেজ্জা চাঁদের দশই হইতে তেরই পর্য্যন্ত চারি দিবস, এই পাঁচ দিবস রোজা রাখা নিষেধ। (আ)

বা। দণ্ডের রোজা কয়েক দিবস রাখিলে যদি পীড়িত হওয়া বশতঃ রোজা রাখিতে না পারে, পরে আরোগ্য হইয়া অবশিষ্ট রোজা রাখিলে হইবে কি না?

শি। একটা রোজা ভঙ্গ হইলেও হইবে না। পুনর্ব্বার আদ্য পর্য্যন্ত করিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রীলোকের ঋতু হওয়া কারণে রোজা ভঙ্গ করিলে, বক্রী রোজা করিলেই হইবে, আদ্য পর্য্যন্ত করিতে হইবে না। (আ)

বা। আপনি বলিলেন একটী রোজার দণ্ডে দুমাস রোজা রাখিতে হইবে। যদি কাহার ১০।২০ টা ভঙ্গ হয় তবে সে কি করিবে?

শি। যতই হউক দুমাস রোজা করিলেই সমুদয় হইতে মুক্তি পাইবে। কিন্তু ঐ দুমাস মধ্যে সঙ্গম করিতে পারিবে না। (আ)

বা। তবেত উহা বড় কঠিন?

শি। হাঁ যেমন মজা তেমন সাজা। কিন্তু রাত্রে ভ্রমে সঙ্গম করিলে কোন দোষ ঘটিবে না। দিবা ভাগে ভ্রমে ঐ কাজ করিলে আবার দণ্ড লাগিবে। (স, হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার রোজার মকরূহ বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কি ঘটনায় রোজা মকরূহ হয়?

শি। কোন বস্তুর আস্বাদ লইলে কিম্বা চর্ব্বণ করিলে রোজা মকরূহ হয়। কিন্তু যদি কোন বালকে চর্ব্বণ করিয়া না দিলে খাইতে না পারে, তবে চর্ব্বণ করায় বাধা নাই। (স, আ)

বা। রোজা থাকিয়া মেয়েলোককে চুম্ব দেওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ যদি সঙ্গমের আশঙ্কা না হয় তবে চুম্ব দেওয়া, স্পর্শ করা, গলায় গলায় ধরা ও বাধা নাই। যদি হয়, তবে মকরূহ। (স, আ)

বা। বুঝিলাম উহা পায়া যাইবে না, সে যাহা হউক রোজা রাখিলে তৈল দেওয়া, সুরমা লওয়া, মেস্‌ওয়াক্ করা, কেহ কেহ মকরূহ বলেন। উহা সত্য কি না?

শি। যদ্যপি বৈকালে হয়, তাহা হইলেও মকরূহ হইবে না, উহাতে রোজার কোনই দোষ ঘটিবে না, যাঁহারা মকরূহ বলেন তাঁহাদের ভ্রম

বলিতে হইবে। (স, দো, তাতা)

বা। যদি ব্যঞ্জনে লবণাদির তারতম্য হইলে পতি ঝগড়া করেন তবে, রন্ধনের সময় স্ত্রী স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। (দো)

বা। রোজা রাখিয়া চুপ থাকা কি?

শি। মকরুহ। এইরূপ ওজু অবগাহন ব্যতীত কুল্লি করাও মকরুহ। (আ)

বা। যদি কোন বৃদ্ধ রোজা রাখার শক্তি না রাখেন তবে কি করিবেন?

শি। এক রোজার পরিবর্ত্তে একটি কাঙ্গালকে ছদকায় ফেতেরের পরিমাণ ভোজন করাইবেন। কিন্তু যদি ঐ বৃদ্ধের পুনর্ব্বার রোজা রাখার শক্তি হয়, তবে ঐ রোজা রাখিতে হইবে। (স)

বা। ছদকায় ফেতেরের পরিমাণ কি?

শি। মনে করিয়া দেখ উহার বর্ণনা পূর্ব্বে করিয়াছি।

বা। নফল রোজা ফরজ হয় কি না?

শি। না। কিন্তু নফল রোজা আরম্ভ করিলে সমাপন করা ফরজ। একারণ নফল রোজা ভগ্ন হইলে কাজা করিতে হইবে (দো, আ)

বা। কাফ্ফারা অর্থাৎ দণ্ড দেওয়া কোন্ কোন্ রোজার জন্য নিরূপিত আছে?

শি। কেবল রমজানের রোজা জ্ঞান কৃত অর্থাৎ কছদান ভগ্ন করিলে দণ্ড দিতে হইবে, কিন্তু রমজানের কাজা রোজা কিম্বা কাফফারার রোজা ভগ্ন করিলে দণ্ড দিতে হইবে না। (আ)

বা। কি কি ঘটনায় রোজা ভঙ্গ করা যায়?

শি। প্রথম প্রবাসে গেলে, দ্বিতীয় পীড়া হইলে, তৃতীয় গর্ভবতী হইলে চতুর্থ সন্তানকে দুগ্ধ দিলে, পঞ্চম পিপাসা হইলে, ষষ্ঠ ক্ষুধা হইলে এই সকল ঘটনায় রোজা ভগ্ন করা যায়। (দো, আ)

বা। ইহার মধ্যে আমার কতকটী প্রশ্ন আছে।

শি। বল কি প্রশ্ন?

বা। প্রবাসীর রোজা কি ফরজ নয় ?

শি। না। মস্তহাব, বরঞ্চ যদি রোজা রাখিলে কোন দোষ ঘটে তবে রোজা ভঙ্গ করা ওয়াজেব। এইরূপ যদি পীড়িত ব্যক্তি রোজা রাখিলে পীড়া বৃদ্ধি পায়, তবে রোজা ভঙ্গ করা ওয়াজেব। (স, দো)

বা। গর্ভবতী হইলে কি রোজা করা হয় না ?

শি। হাঁ হয়। কিন্তু গর্ভের কি গর্ভিনীর কোন সংশয় হইলে রোজা ভঙ্গ করায় নিষেধ নাই। এইরূপ যে মেয়েলোক সন্তানকে দুগ্ধ দেন তাঁহার রোজা করায় বাধা নাই। কিন্তু রোজা রাখিলে যদি তাঁহার কি শিশুর কোন দোষ ঘটে, তবে রোজা ভঙ্গ করা ও নিষেধ নাই। (স, দো)

বা। পিপাসিত কি ক্ষুধিত হইলে রোজা কি ভঙ্গ করা যায় ?

শি। না, কিন্তু পিপাসায় কি ক্ষুধায় প্রাণের সংশয় হইলে ভঙ্গ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (দো)

বা। পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য হইয়া এবং প্রবাসী আবাসে আসিয়া লোকান্তর হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কি করিবেন ?

শি। রোজার কাল মধ্যে আরোগ্য পাইয়া এবং প্রবাসী আবাসে আসিয়া যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিনের "ছদকা" দিবেন। (স. দো)

বা। কি পরিমাণ "ছদকা" দিতে হইবে ?

শি। এক রোজার পরিবর্ত্তে একজনের ফেতরার পরিমাণ দিতে হইবে।

বা। নমাজের জন্য কি পরিমাণ দিবে ?

শি। প্রত্যেক ওক্তের নমাজের জন্য একজনের ফেতরার তুল্য দিতে হইবে। (স)

হে বালক ! আর একটি কথা বলিতেছি মনে রাখিও।

বা। বলুন কি কথা, আমি আপনার কোন্ কথা মনে রাখি না ?

শি। হাঁ রাখ বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া যাও, যাহা হউক প্রতি বৎসর সওয়ালের চাঁদে ছয়টী রোজা রাখিও।

বা। শুনিয়াছি উহা নাকি মকরুহ ?

শি। না। উহা মকরুহ নয়। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার এতেকাফের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। এতেকাফ্ কাহাকে বলে ?

শি। এবাদতের নিয়তে রোজা রাখিয়া যে মসজিদে জমাত হয়, তাহাতে কোন এক সময় পর্য্যন্ত বাস করা, ইহাকেই "এতেকাফ্" বলে। এই এতেকাফ রমজানের মাসে শেষ দশ দিবসের মধ্যে করা সোন্নতে মওয়াক্কেদাহ। (স, দো)

বা। উহার সময়ের নিরূপণ আছে কি না ?

শি। হাঁ, এক দিবা রাত্রের ন্যূন না হয়। ন্যূন হইলে সোন্নত এতেকাফ্ হইবে না। (স, দো)

বা। এতেকাফ্ করিলে মসজিদ হইতে বাহির হওয়া যায় কি না ?

শি। না, কেবল বাহ্য,প্রস্রাব, অজু ও অবগাহন জন্য বাহির হওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল কারণ ব্যতীত কিছু কাল বাহিরে থাকিলে এতেকাফ ভঙ্গ হইবে। (স)

বা। যিনি এতেকাফ করেন তিনি মসজিদে কি কি করিতে পারেন ?

শি। খাওয়া, পেওয়া, শয়ন করা এবং ক্রয় বিক্রয়ও করিতে পারেন। (আ)

বা। এ বলুন কি ? এইক্ষণ বলিলেন এবাদতের নিয়তে মসজিদে বাস করা ইহারই নাম "এতেকাফ" আবার বলেন, ক্রয় বিক্রয়ও করিতে পারে। অতএব ক্রয় বিক্রয় কি এবাদত ?

শি। এবাদত নয়, কিন্তু সঙ্গের বস্তু ক্রয় বিক্রয় করা নিষেধ নাই। তবে ক্রয় বিক্রয় জন্য জিনিসাদি আনা লেওয়া অবশ্য নিষেধ। (আ)

বা। মেয়েলোক এতেকাফ্ করিতে পারে কি না ?

শি। যদি পতি অনুমতি দেন তাহা হইলে গৃহে পারেন, অনুমতি ভিন্ন এতেকাফ করার ক্ষমতা নাই। (আ)

বা। শরায় পতিকে এতদূর ক্ষমতা দিয়াছে যে, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন পুণ্য কার্য্য করাও নিষেধ, ইহার কারণ কি ?

শি। তাই বাপু পারা যায় না,একালের মেয়েলোক গুলা'ত দুষ্টের হদ।

বা। এতদূর পর্য্যন্ত বলিলেন, "হজ্জের" কথা কিছুই বলিলেন না।

শি। এদেশে হজ্জ হয় না উহা বলারও কোন আবশ্যক দেখি না। যৎকালে কেকার কেতাব সকল পড়িবে তখন জানিতে পারিবে।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! বেলা হইয়াছে বাড়ী যাও, আগামী কল্য বিবাহের কথা বর্ণনা করিব।

দ্বিতীয় ভাগ।

বা। বিবাহ কাহাকে বলে ?

শি। স্ত্রীলোক হইতে পুরুষের যে যে লাভ হয়, পুরুষের সেই লাভে মালিক হওয়া সম্বন্ধে যে একটী সত্য বদ্ধ করা যায়, উহাকেই শরাতে বিবাহ বলে। আরবী ভাষায় বিবাহকে নিকাহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বা। বিবাহ কয় প্রকার ?

শি। তিন প্রকার যথা—ওয়াজেব, সোন্নত, মকৃরুহ। (কে)

বা। এই তিন প্রকার হওয়ার কারণ কি ?

শি। ১। যে সময় কামাতুর হইয়া পর-দার গমনের আশঙ্কা হয়, সে সময় বিবাহ করা ওয়াজেব। ২। যে সময় কাম ভাব স্বাধীনে থাকে, সে সময় বিবাহ করা সন্নোতে মওয়াক্কেদাহ। ৩। যে সময় গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়ায় অশক্ত হওয়া যায়, সে সময় বিবাহ করা মকৃরুহ। (জা, আ)

বা। শরানুসারে বিবাহ কিরূপ হয় ?

শি। দুইজন পুরুষের সাক্ষাতে উক্তি স্বীকার অর্থাৎ ইজাব কবুল হইলেই পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। একারণ উক্তি স্বীকারকে শরাতে বিবাহের রোকন (অঙ্গীয়) বলিয়া বর্ণিত আছে। (ন, আ)

বা। উক্তি ও স্বীকার কি, ভালরূপ বুঝিলাম না, উহার কোন একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেউন ?

শি। যেমন 'ক' নামক পুরুষে 'খ' নাম্নী স্ত্রীকে বলিলেন আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। 'খ' নাম্নী স্ত্রী উত্তর করিলেন আমিও স্বীকার

পাইলাম। এস্থলে পুর্ব্বের বলাকে উক্তি বলে পরের বলাকে স্বীকার বলে। এতদ্ব্যতীত বিবাহে আরও দশটী বিষয় জানা আবশ্যক।

বা। সেই দশটী বিষয় কি কি ?

শি। বলিতেছি শ্রবণ কর যথা—

প্রথম স্ত্রী, পুরুষ উভয়কেই তিনটী গুণ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক যথা-বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত এবং হোর অর্থাৎ দাস দাসী না হওয়া। দ্বিতীয়, একজন মেয়েলোক হওয়া আবশ্যক। তৃতীয়, উভয়ে উভয়েরই উক্তি স্বীকার শুনা আবশ্যক। কিন্তু যখন অলী কি উকিলের দ্বারা বিবাহ হয় তখন আবশ্যক রাখে না। অলীয়ে উকীলে শুনিলেই বিবাহ হইবে। চতুর্থ, দুইজন পুরুষের সাক্ষাতে উক্তি স্বীকার হওয়া আবশ্যক। একজন পুরুষ আর দুইজন মেয়েলোকের সাক্ষাতে হইলেও হইবে। পঞ্চম, যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, মেয়েলোকের স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক। ষষ্ঠ, উক্তি স্বীকার এক সভায় হওয়া আবশ্যক। সপ্তম, উক্তির বিপরীত না হয়। অষ্টম, দুইজন সাক্ষী উক্তি স্বীকার একত্র শুনা আবশ্যক। নবম, বিবাহ মেয়েলোকের সমুদয় শরীরকে সম্বন্ধ করিয়া বলিতে হইবে, কিম্বা যাহাতে সমুদয় শরীর বুঝায় যেমন মস্তক, ঘাড় ইত্যাদি। দশম, পাত্র পাত্রী উভয়েরেই সাক্ষী দ্বয়ের পরিচিত হওয়া আবশ্যক। শরাতে এই দশটী বিবাহের শর্ত্ত বলিয়া নিরূপণ হইয়াছে। যদ্যপি উহা বিবাহের অঙ্গীয় নয় তথাপি উহা না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। (আ)

বা। ইহার মধ্যে আমার কয়েকটী প্রশ্ন আছে ?

শি। বল কি প্রশ্ন।

বা। ইজাব কবুল ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে কি না ?

শি। না, কিন্তু চারি স্থানে কেবল কবুল ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হইবে। যথা—যদি পাত্রী নাবালগা হওয়া বশতঃ পাত্র অলী হন, যেমন

পিতৃব্যের নাবালগ কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইলে যদি পাত্র বলেন যে,"পিতৃব্যের অমুক কন্যাকে বিবাহ করিলাম" তবেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে। ঐ নাবালগার তরফ হইতে স্বীকার পাইলাম বলার আবশ্যক নাই। ২য়। যদি পাত্রকে পাত্রী উকীল নিযুক্ত করেন, ঐ উকীল যদি বলেন যে, "আমার মওয়াক্কেলা অমুক বিবিকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম," তবেই সিদ্ধ হইবে। তাহার তরফ হইতে স্বীকার পাইলাম, বলার আবশ্যক নাই। ৩য়। উভয় পক্ষের অলী একজন হইলে, যেমন নাবালগ পুত্রের বিবাহ ভ্রাতার নাবালগা কন্যার সহিত দেওয়া, এস্থলে যদি বলেন যে, "আমার অমুক পুত্রের নিকট ভ্রাতার অমুক কন্যার বিবাহ দিলাম," তবেই সিদ্ধ হইবে। কন্যার তরফ হইতে স্বীকার পাইলাম, না বলিলেও হইতে পারিবে। (স,) ৪র্থ। উভয় পক্ষের উকিল একজন হইলে, যদি ঐ উকীল বলেন যে, "আমার মওয়াক্কেলা অমুক যুবতীকে আমার মওয়াক্কেল অমুক যুবার সঙ্গে বিবাহ দিলাম," তবেই সিদ্ধ হইবে। মওয়াক্কেলার তরফ হইতে স্বীকার পাইলাম, না বলিলে কোন দোস ঘটিবে না।

বা। উন্মাদ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, দাস, দাসী ইহাদের বিবাহ দেওয়া ও করা সরাতে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না, এইরূপ পুরুষে পুরুষে কি মেয়েলোকে মেয়েলোকে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। (স, আ)

বা। পাত্র পাত্রী কেহ কাহার উক্তি স্বীকার না শুনিলে বিবাহ হইবে কি না?

শি। না। (স, আ)

বা। উকীল ও অলী কাহাকে বলে?

শি। যাহার প্রতি ইজাব কবুল করার ভার অর্পিত হয়, তাহাকে উকীল বলে। অলীর বিবরণ আবশ্যক স্থলে বর্ণনা করা যাইবে। (স, হে, আ)

বা। কেবল মেয়েলোক সাক্ষী হইলে বিবাহ হইবে কি না ?

শি। না, যদ্যপি পৃথিবীর মেয়েলোক হন। (স, আ)

বা। যদি বিবাহের পাত্র ব্যতীত পৃথিবীতে পুরুষ না থাকে তবে কিরূপে বিবাহ হইবে ?

শি। বোধ হয় তখন মেয়েলোকের সাক্ষীতে বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি আল্লা ও রসুলকে সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। (আ)

বা। আপনার একথা সন্তোষজনক নহে, কেন না আল্লা হইতে বড় ও রসুল হইতে সত্যবাদী কে আছে ?

শি। বাপু হে! "যাহার বুদ্ধি না হয় সাতে, তার না হয় সত্তুরে।" বল দেখি যদি উহার মধ্যে কেহ বিবাহ অস্বীকার করে,তবে বিচার পতি বিনা সাক্ষীতে কিরূপে বিচার করিবেন ? তখন আল্লাও বলিবেন না, রসুলও সাক্ষী দিবেন না।

বা। আপনি যাহা বলিলেন অবশ্য যুক্তি সঙ্গত, কিন্তু দেখিয়াছি মনে মনে সয়তানি থাকিলে সাক্ষীতেও ঠেকা দেয় না।

শি। তাহা যথার্থ বটে, অনেক বড় লোকের মেয়েরা ধর্ম্মভয়ে এবং সম্পত্তি রক্ষার্থে নাম মাত্র দুইজন সাক্ষী দ্বারা গুপ্ত বিবাহ করিয়া কাম চালান, এইরূপ কত যুবতী ওকাম চালাইতেছেন। অতএব লোকের অসাধ্য আর কি আছে ? ধর্ম্মও রক্ষা পায়, সম্পত্তিও বহাল থাকে লোকের কাছেও সাফ সাফা,' এদিগে কামও চলে।

বা। যদি কোনও ব্যক্তি কয়েকটী লোককে কোনও রমণীর সঙ্গে বিবাহ জন্য সেই রমণীর পিতার নিকট প্রেরণ করেন। তাহাতে ঐ রমণীর পিতা বিবাহের কথা শুনিয়া বলেন "আমি বিবাহ দিলাম।" ইঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, "ঐ পুরুষের দিক্ হইতে স্বীকার পাইলাম।" এস্থলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। যদি কোন মেয়েলোক বলেন যে "অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করার কথা লিখিয়াছে অতএব তোমরা সাক্ষী থাক তাঁহার নিকট আমার আত্মাকে বিবাহ দিলাম" ইহাতে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। দম্পত্তির পুত্রেরা সাক্ষী হইতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। কিন্তু পরে বিবাহ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে স্বীয় পুত্রের সাক্ষী স্বপক্ষে গ্রাহ্য হইবে না। (স)

বা। এক সভায় উক্তি দ্বিতীয় সভায় স্বীকার পাইলে বিবাহ হইবে কি না?

শি। না, এইরূপ দুইজন সাক্ষীর একজন উক্তি দ্বিতীয় জন স্বীকার শুনিলেও বিবাহ হইবে না। (স, আ)

বা। নপুংসক সাক্ষী হইতে পারে কি না?

শি। হাঁ হইতে পারে। কিন্তু সে মেয়েলোকের তুল্য অর্থাৎ তৎসঙ্গে কোন পুরুষ না থাকিলে তাঁহার সাক্ষ্য শরাতে গ্রাহ্য হইবে না। (স)

বা। যদি দুইজন সাক্ষী মধ্যে একজন কালা হওয়া বশতঃ উক্তি ও স্বীকার না শুনে, এবং উকীলে কি অন্য জনে কর্ণের নিকট যাইয়া শুনায় তবে তাহার সাক্ষে বিবাহ হইবে কি না?

শি। না। এইরূপ যিনি পাত্র কি পাত্রীকে না চেনেন তাঁহার সাক্ষ্য শরাতে গ্রাহ্য হইবে না। (আ)

বা। মুকের সাক্ষ্যে বিবাহ হইতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। (আ)

বা। সাক্ষীর উপযুক্ত কোন ব্যক্তি?

শি। হোর, বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত ও মুসলমান। এই চারি গুনে যিনি পরিপূর্ণ হইবেন, তিনি সাক্ষীর উপযুক্ত হইবেন। (স, আ)

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তির সাক্ষ্য শরাতে গ্রাহ্য হইবে না?

শি। দাস, অবোধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও কাফের ইহাদের সাক্ষ্য শরাতে

গ্রাহ্য হইবে না। (আ)

বা। হোর কাহাকে বলে?

শি। যে জন কাহার দাস নহে তাহাকে হোর বলে! আমরা উহাকে স্বাধীন বলি। (স)

বা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক জনের বিবাহ কিরূপে হইবে?

শি। তাহার অলীর অনুমতিক্রমে হইবে। (স, আ)

বা। বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে তস্য অলী বল পূর্ব্বক বিবাহ দিতে পারেন। কি না?

শি। না, যদিচ বাকেরা হন। (স, আ)

বা। যদি কেহ মেয়েলোকের কেবল হাত, পা খানি বিবাহ করে, তবে বিবাহ হইবে কি না?

শি। না। (আ)

বা। যদি উক্তি স্বীকারের শব্দ গুলা আরবী কি পারসী ভাষায় বলা যায়, কিন্তু বিবাহের পাত্র ও পাত্রী ইঁহারা কিছুই না বুঝে তবে বিবাহ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি আপন অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়া জন্য উকীল নিযুক্ত করেন, এবং ঐ উকীল একজন সাক্ষীর সাক্ষাতে বিবাহ দেয় তবে বিবাহ হইবে কি না?

শি। না, কিন্তু ঐ কন্যার পিতা সাক্ষাতে থাকিলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিবাহ তস্য পিতা একজন সাক্ষীর সাক্ষাতে দিলে যদি কন্যা সম্মুখে থাকেন তবে সিদ্ধ হইবে নতুবা হইবে না। (স, আ)

বা। [illegible] কারণ কি?

শি। "[illegible]রেবেকায়া" যখন পড়িবে তখন বুঝাইয়া দিব।

বা। মূকের বিবাহ কিরূপে হইবে?

শি। ঈঙ্গিতে বিবাহ হইবে। (আ)

বা। যদি বিবাহের পাত্র পাত্রী উভয় উপস্থিত হইয়া উক্তি স্বীকার লিখিয়া দেন তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না। কিন্তু পাত্র পাত্রী নেকার শব্দ না বলিয়া যদি হেবা কি বিক্রী কি কর্ত্তা কি দানশব্দ ব্যবহার করেন, তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে। (আ)

বা। উহার প্রত্যেকের উদাহরণ বলুন ?

শি। যেমন—যদি কোন পাত্রী নিকার শব্দ না বলিয়া এই বলে যে, আমার আত্মা আপনাকে হেবা দিলাম, পাত্র উত্তরে বলিলেন, আমি নিলাম, তবে বিবাহ হইবে। এইরূপ যদি পাত্রী বলেন যে, এত টাকায় আমাকে আপনার নিকট বিক্রী করিলাম, পাত্র উত্তরে বলিলেন আমি ক্রয় করিলাম, তবেও বিবাহ হইবে। এই-রূপ যদি পাত্রী বলেন যে, আপনাকে আমার কর্ত্তা করিলাম, পাত্র বলেন আমি কর্ত্তা হইলাম, তবে বিবাহ হইবে। যদি পাত্রী বলেন আমার আত্মা আপনাকে দান করিলাম, পাত্র উত্তরে বলেন আমি লইলাম তবেও বিবাহ হইবে। হে বালক ! যদি পাত্র পাত্রী আরিয়াৎ কি ইজারা কি বন্ধক শব্দ ব্যবহার করেন, তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। (স, আ)

বা। সে কেমন ?

শি। যদি পাত্রী পাত্রকে বলেন যে, আমাকে আপনার নিকট আরিয়াৎ দিলাম কি ইজারা দিলাম কি বন্ধক রাখিলাম। পাত্র উত্তরে বলেন আমি স্বীকার পাইলাম ইহাতে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। (স, আ)

বা। যদি পাত্র বলেন তুমি আমার হইলে ? পাত্রী উত্তরে বলিলেন হাঁ হইলাম তবে বিবাহ হইবে কি না ?

শি। না, কিন্তু যদি পাত্র বলেন তুমি আমার স্ত্রী হইলে ? পাত্রী উত্তরে বলেন হাঁ হইলাম তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে। (আ)

বা। যদি পাত্র পাত্রী সাক্ষীগণের সাক্ষাতে স্বীকার পান যে, "আমরা

দুইজন স্ত্রী পুরুষ" তবে বিবাহ হইবে কি না ?

শি। না। (আ)

বা। যদি সাক্ষীগণের সাক্ষাতে কোন পুরুষ কোন মেয়েলোককে বলেন যে ইনি আমার স্ত্রী, মেয়েলোক বলেন যে ইনি আমার পতি তবে বিবাহ হইবে কি না ?

শি। না। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার যে যে মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম তাহার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। আপন বংশের কোন্ কোন্ মেয়েলোককে বিবাহ করা শরাতে হারাম লিখিয়াছে ?

শি। ১। মাতা কি মাতার মাতা কি পিতার মাতা যত উৰ্দ্ধে হউক। ২। কন্যা কি কন্যার কন্যা কি পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হউক। ৩। তিন প্রকার ভগ্নী ও তস্য কন্যাগণ ও তিন প্রকার ভ্রাতার কন্যাগণ যত নিম্নে হউক। ৪। পিতা মাতার তিন প্রকার ভগ্নীগণ। ৫। পিতামহের ও মাতামহীর তিন প্রকার ভগ্নীগণ। এই সকল মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম। (স, আ)

বা। স্ত্রী কুলের কোন কোন্ মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম ?

শি। ১। শাশুরি ও তস্য মাতাগণ ও শশুরের মাতাগণ যত উৰ্দ্ধে হউক বিবাহ করা মাত্র হারাম হইয়া যায়, সহবাস করুক বা না করুক। ২। কন্যা কি কন্যার কন্যা কি পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হউক এই সকল মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম লিখিয়াছে। কিন্তু ঐ স্ত্রী সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাকিলে, তাহার পূৰ্ব্ব স্বামীর ঔরষ জাত কন্যা কি কন্যার কন্যা কি পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হউক বিবাহ করা নিষেধ নাই। (জা, কা, আ)

বা। স্ত্রীর প্রথম পতির গর্ভজাত সন্তানের সহিত পতির ঔরষ জাত

প্রথম স্ত্রীর সন্তানের সহিত বিবাহ হইতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। (আ)

বা। তবেত মায়ে ঝিয়েই আনা যায়?

শি। বাপ বেটা হইলে দোষ নাই। (আ)

বা। পতির মাতাকে স্ত্রীর পিতা কি স্ত্রীর মাতাকে পতির পিতা বিবাহ করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। উহা হইলে ত আনন্দের এক ঘটাই হয়। (আ)

বা। পিতার ভ্রাতা ও ভগিনীর কন্যাগণকে কিম্বা মাতার ভ্রাতা ও ভগিনীর কন্যাগণকে বিবাহ করা যায় কি না?

শি। হাঁ বিবাহ করা যায়। (স, আ)

বা। স্ত্রীর সহোদরা কি বৈমাত্রেয় কি বৈপিত্রেয় ভগিনীগণকে বিবাহ করা যায় কি না?

শি। স্ত্রী বর্ত্তমানে কখনই বিবাহ করা যায় না। (স, আ)

বা। "স্ত্রী বর্ত্তমানে" ইহার অর্থ কি?

শি। এই শব্দ যেখানেই প্রয়োগ করি, তাহার অর্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া যায় কিম্বা মৃত্যু না হয়।

বা। কোনও রমণীকে তাহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরস-জাত সতিনীর কন্যার সহিত বিবাহ করা সিদ্ধ কি না?

শি। হাঁ সিদ্ধ বটে। (স, হে)

বা। স্ত্রী-পক্ষে কোন্ কোন্ মেয়েলোককে বিবাহ করা নিষেধ উহার কোনও একটী নিয়ম বলিয়া দিউন, আপনাকে আর কত বিরক্ত করিব?

শি। বাপু! যখন শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়াছি তখন বিরক্ত হইলেও তোমাকে বুঝাইতেই হইবে, তুমি যে নিয়ম জানিতে ইচ্ছা কর বলিতেছি।

নিয়ম। স্ত্রী বর্ত্তমানে স্ত্রী-কুলের যে মেয়েলোককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রথম তাহাকে পুরুষ গণ্য করিয়া দেখিবে যে,

সে তোমার স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে কি না? দ্বিতীয়বার উহার বিপরীত করিবে, যদি উভয় মতেই বিবাহ হইতে না পারে তবে ঐ মেয়েলোককে বিবাহ করিতে পারিবে না। যদি এক-রূপে বিবাহ হইতে পারে, দ্বিতীয় রূপে না পারে, তবে বিবাহ করিতে পারিবে। (স)

বা। যে রমণীর সহিত "জেনা" অর্থাৎ কুকর্ম্ম করা যায় তৎপক্ষের কোন্ কোন্ মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম?

শি। তাহার মাতা ও মাতার মাতা যত উর্দ্ধে হউক এবং কন্যা ও কন্যার কন্যা ও পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হউক, বিবাহ করা হারাম। এই-রূপ যে কামিনীকে কামভাবে স্পর্শ করা যায় কি কামভাবে ভগ-মধ্যে দৃষ্টি করা হয়, তাহারও ঐ সম্পর্কিয় মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম। (স, আ)

বা। যদি কোনও ব্যক্তি মৃতা রমণীর ভগঃমধ্যে দৃষ্টি করে, তবে সেই রমণীর মাতাকে কি কন্যাকে বিবাহ করা যায় কি না?

শি। না, হারাম লিখিয়াছে। (দো, আ, জা)

বা। কামভাবের লক্ষণ আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। যথা—মনে মনে কাম ভাবের রস বোধ হওয়া, মেয়েলোকের ও বৃদ্ধের লক্ষণ, লিঙ্গ জীবিত হওয়া, পুরুষের লক্ষণ। (স, আ)

বা। কি বয়সের মেয়েলোকের কাম-ভাব হয়?

শি। নয় বৎসর বয়সের কন্যাগণ কাম-ভাব সম্পন্না হইয়া থাকেন, ইহার কম বয়সে হইলে শরাতে উহা ধর্ত্তব্য নয়। (স, দো)

বা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ভগিনীকে কত দিন পরে বিবাহ করা যায়?

শি। পরের দিবসই করা যায়, কিন্তু স্ত্রীকে রাজাই কি বায়েন তালাক দিলে, তাহার যুদ্দত অর্থাৎ নিয়মিত কাল অতীত না হইলে বিবাহ করা যায় না। (স, আ)

বা। নিয়মিত কাল কি বুঝিলাম না ?

শি। কিছু পরে উহার বর্ণনা করা যাইবে।

বা। যদি কোন ব্যক্তি এক সঙ্গে দুই ভগিনীকে বিবাহ করে, তবে ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না, কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ করিলে অগ্রের বিবাহ সিদ্ধ ও পরের বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। (স, আ)

বা। যদি অগ্র পশ্চাৎ স্মরণ না থাকে তবে কি হইবে ?

শি। উভয় বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। (স, আ)

বা। কয় বিবাহ করার শরাতে আদেশ আছে ?

শি। চারি বিবাহ করার আদেশ আছে, অর্থাৎ চারিটী বর্ত্তমান থাকিতে আর বিবাহ করিতে পারিবে না। (স, আ)

বা। যদি করে তবে কি হইবে ?

শি। পুর্ব্বের চারি স্ত্রী বর্ত্তমানে পরে যত করিবে সকলই হারাম অর্থাৎ অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ চারিটীর একটী তালাক দিলে তাহার তালাকের নিয়মিত কাল অতীত না হইলে বিবাহ করা হারাম। (আ)

বা। সধবাকে বিবাহ করা যায় কি না ?

শি। না কিন্তু যদি তালাক দেয়, কি বিধবা হয়, তবে বিবাহ করায় নিষেধ নাই। (আ)

বা। জেনাতে অর্থাৎ উপপতি দ্বারা গর্ভবতী হইলে ঐ গর্ভিনীকে অন্য-ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে কি না ?

শি। হাঁ, বিবাহ করিতে পারে কিন্তু প্রসব পর্য্যন্ত সঙ্গম করা নিষেধ অর্থাৎ হারাম। (স, দো, আ)

বা। সঙ্গম ব্যতীত অন্য কোন কাজ চলে কি না ?

শি। কোলাকোলি করা, চুম্ব দেওয়া, কলিকা মর্দ্দন করা, ঘসাঘসি করা সমুদয় হারাম। কিন্তু প্রসবের পর, সমস্তই চলিতে পারে। (আ)

বা। যাহার দ্বারা জার-গর্ভ হয় সেই ব্যক্তি ঐ জার-গর্ভিনীকে বিবাহ করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে এবং বিবাহ করা মাত্র সহবাসও চলে। (আ)

বা। গর্ভবতী মেয়েলোককে তালাক দিলে কি উহার পতির মৃত্যু হইলে বিবাহ করা যায় কি না?

শি। তালাকের বর্ণনা স্থলে উহার বর্ণনা করা যাইবে।

বা। ১০ কি ২০ দিনের জন্য কিছু দিয়া চুক্তি করিয়া ঠিকা বিবাহ করা যায় কি না?

শি। না, উহাকে আরবী ভাষায় "মোতা বলে" মোতা করা শরাতে হারাম লিখিয়াছে। এইরূপ কেবল সময়ের চুক্তি করিয়া বিবাহ করাও হারাম, উহাকে মওক্কাৎ বলে। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার অলীর বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। অলী কি বুঝিলাম না?

শি। বিবাহ দেওয়ার স্বত্বাধিকারীকে বিবাহের অলী বলে।

বা। শরাতে বিবাহ দেওয়ার স্বত্বাধিকারী কে কে হইয়া থাকেন।

শি। ১ম, পুত্র, পুত্র অভাবে পৌত্রগণ যত নিম্নে হউক। ২য়, পিতা, পিতা অভাবে পিতার পিতা যত উর্দ্ধে হউক। ৩য়, সহোদর ভ্রাতা। ৪র্থ, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ৫ম, সহোদর ভ্রাতার পুত্রগণ যত নিম্নে হউক। ৬ষ্ঠ, বৈমাত্রের ভ্রাতার পুত্রগণ যত নিম্নে হউক। ৭ম, পিতার সহোদর ভ্রাতা। ৮ম, পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ৯ম, পিতার সহোদর ভ্রাতার পুত্রগণ যত নিম্নে হউক। ১০ম, পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রগণ যত নিম্নে হউক। ১১শ, পিতামহের সহোদর ভ্রাতা। ১২শ, পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ১৩শ, পিতামহের সহোদর ভ্রাতার পুত্রগণ যত নিম্নে হউক। ১৪শ, পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রগণ যত নিম্নে হউক

ইহাঁরাই প্রথম বিবাহ দেওয়ার স্বত্বাধিকারী থাকেন। উহাঁদিগকে "আছাবা বলে।" (আ)

বা। যদি আছাবা মধ্যে কেহই বর্ত্তমান না থাকেন তবে বিবাহদেওয়ার কর্ত্তা কে হইবেন?

শি। মাতা হইবেন। (স, দো)

বা। মাতা অভাবে বিবাহ দেওয়ার অলী কে হইবে?

শি। ১ম, পিতামহী। ২য়, কন্যা। ৩য়, পৌত্রী। ৪র্থ, দৌহিত্রী। ৫ম, পৌত্রীর কন্যা। ৬ষ্ঠ, দৌহিত্রীর কন্যা। ৭ম, মাতামহী। ৮ম, সহোদরা ভগিনী। ৯ম, বৈমাত্রের ভগিনী। ১০ম, বৈমাত্রের সন্তানগণ। ১১শ, উহাঁদের সন্তানগণ আপন ধারানুসারে ইহাঁরাই বিবাহ দেওয়ার স্বত্বাধিকারী হইবেন। হে বালক! এই রীতি তুমি সাবধানে মনে রাখিও। (দো)

বা। যদি উহাঁরাও বর্ত্তমান না থাকেন তবে বিবাহ দেওয়ার অলী কে হইবেন?

শি। ইহাদের অভাবে "জবেল আরহাম" যথা—
১ম, পিতার ভগিনী। ২য়, মাতুল। ৩য়, মাতার ভগিনী। ৪র্থ, পিতার ভগিনীর কন্যা। ৫ম, মাতুলের সন্তান। ৬ষ্ঠ, মাতার ভগিনীর সন্তান। ইহাঁরা বিবাহ দেওয়ার কর্ত্তা হইবেন। তৎপরে ইহাঁদের সন্তানেরা ঐ ধারামত বিবাহ দেওয়ার স্বত্বাধিকারী হইবেন।

বা। আছাব ও জবেল আরহামের বিবরণ স্থলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি যে শব্দ গুলা প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার অর্থ কি?

শি। উহার অর্থ এই যে, ১ম, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর। ২য়, দ্বিতীয় শ্রেণীর, ৩য়, তৃতীয় শ্রেণীর। এইরূপ সমুদয় বুঝিবে। অতএব ১ম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বর্ত্তমানে। ২য় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিবাহ দেওয়ার স্বত্বাধিকারী হইতে পারিবেন না। এইরূপে ২য় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান থাকিলে ৩য় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিবাহ দেওয়ার

কর্ত্তা হইবেন না। এই ধারা সমুদয় শ্রেণীর প্রতি খাটিবে। কিন্তু "অবেল আরহামের" নিকটবর্ত্তী অলী দূরদেশে বা প্রবাসে গেলে যদি বিবাহ পাত্র তাঁহার আসা পর্য্যন্ত কি অনুমতি লওয়া পর্য্যন্ত গৌণ না করেন, তবে দূরবর্ত্তীরাও বিবাহ দিতে পারিবেন। (আ)

বা। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, বালগা অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েলোকের বিবাহ দেওয়ার স্বত্বাধিকারী পিতা কি অন্য কোন ব্যক্তি হইতে পারে না। এইক্ষণে বলিতেছেন যে মাতার বিবাহ দেওয়ার স্বত্বাধিকারী তস্য সন্তান হইবেন, অতএব সন্তান জন্মিলেও কি মেয়েলোক নাবালগ থাকে?

শি। (হাস্য মুখে বলিলেন) বাপু হে! তোমার জড়বুদ্ধি একারণ বুঝিতে পার নাই, বল দেখি যদি কাহার মাতা পাগল হন, তবে তাঁহার বিবাহ দেওয়ার কর্ত্তা কে হইবে?

বা। (হাস্য করিয়া বলিলেন) হাঁ বুঝিলাম, এস্থলে সন্তানগণই অবশ্য কর্ত্তা হইবে, কেননা পাগলের কথায় বিশ্বাস নাই। (স, দো)

বা। কত বৎসরের বয়ঃক্রম হইলে "বালগ" অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হয়?

শি। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে বালক বালিকার ১৫ পোনর বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই শরাক্তে বালগ বলিয়া বলা যায়। (হে)

বা। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ কি?

শি। প্রথম স্বপ্নদোষ হওয়া, গর্ভ করা, এবং শুক্র অর্থাৎ আবেমনি নির্গত হওয়া এই তিনটী বালকের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ। দ্বিতীয় স্বপ্নদোষ হওয়া, ঋতু হওয়া, গর্ভ হওয়া এই তিনটী বালিকার প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালক স্বপ্নদোষ হওয়া কি গর্ভ করা কি শুক্র নির্গত হওয়ার আপত্তি করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এইরূপ নয় বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকা ঋতু কি স্বপ্নদোষ কি গর্ভ হওয়ার

দাবি করিলে প্রাপ্ত বয়স্কা বলিয়া শরাতে পরিগণিত হইবে না। (শা)

বা। আপনি যে সকল ব্যক্তিগণকে বিবাহের অলী বলিয়া বর্ণনা করিলেন উঁহারা যদি কেহই সংসারে না থাকেন, তবে বিবাহ দেওয়ার কর্ত্তা কে হইবেন?

শি। সেই দেশের রাজা। ২য়, তাঁহার কাজী। ৩য়, কাজী যাহাকে নিযুক্ত করেন। (শা, দো)

বা। অলী হইয়াও কোন্ কোন্ ব্যক্তি বিবাহ দিতে পারেন না?

শি। প্রথম অলী যদি বয়ঃপ্রাপ্ত না হন। দ্বিতীয় যদি উন্মাদ হন। তৃতীয় যদি কাফের অর্থাৎ বিধর্ম্মি হন, তবে বিবাহ দেওয়ার কর্ত্তা হইতে পারেন না। (শা)

বা। এক শ্রেণীর অলী যদি অনেক হন, যেমন একটা নাবালগা কন্যার দুইটী ভাই আছে, এস্থলে ঐ কন্যার বিবাহ দেওয়ার কর্ত্তা কে হইবেন?

শি। ঐ দুই জনার মধ্যে একজন বিবাহ দিলেই গ্রাহ্য হইবে, দ্বিতীয়ের আপত্তি খাটিবে না। (শা)

বা। যদি দুই ভাই দুইজনের নিকট বিবাহ দেন তবে কি হইবে?

শি। অগ্রে যিনি বিবাহ দিবেন তাঁহারই বিবাহ গ্রাহ্য হইবে। পরে যিনি বিবাহ দিবেন তাঁহার বিবাহ দেওয়া অগ্রাহ্য হইবে। (শা)

বা। যদি একত্র দুই জন দুই জনের নিকট বিবাহ দেন তবে কি হইবে?

শি। যদি বিবাহ দেওয়ার অগ্র পশ্চাৎ জানা না যায় তবে উভয়েরই বিবাহ দেওয়া অগ্রাহ্য হইবে। যদি জানা যায় তবে পূর্ব্ব নিয়ম খাটিবে। (শা)

বা। অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে তাহার কোনও অলী বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ ভগ্ন করা, কন্যার অধিকার আছে কি না?

শি। হাঁ, কন্যা যে সভায় প্রাপ্ত বয়স্কা হইবেন, ঐ সভায়বিবাহ ভঙ্গ

করার অধিকার আছে। কিন্তু সভা ভঙ্গ হইলে কিম্বা পিতা কি পিতামহ বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার নাই।

বা। যদি পাত্রী মূর্খ হওয়া বশতঃ ভঙ্গ করিতে না পারেন তবে কেন অধিকার থাকিবে না?

শি। না এই সম্বন্ধে মূর্খতা দোষ সরাতে গ্রাহ্য হইবেন না। কেননা বিদ্যা শিক্ষা করা সকলের প্রতিই করজ। (আ)

বা। বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েলোকের বিনা সম্মতিতে বিবাহ হইতে পারে কি না?

শি। না। (স; আ)

বা। সম্মত হওয়ার লক্ষণ কি?

শি। চুপ থাকা, হাস্য করা ও রোদন করা এই তিনটী সম্মতির লক্ষণ। পতির নাম লওয়াও সম্মতির লক্ষণ লিখিয়াছে। যেমন কোন ব্যক্তি 'খ, নাম্নী কন্যাকে বলিলেন যে তোমাকে 'ক, নামক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিতেছি তুমি সম্মত আছ কি না? ইহা শুনিয়া 'খ, নাম্নী মেয়েলোক সম্মত আছি, না বলিয়া যদি চুপ থাকে কি হাস্য করে কি রোদন করে তবে ইহাতে সম্মতি বোঝা যায়। (স)

বা। কিরূপে রোদন করিলে সম্মতি বোঝা যায়?

শি। চুপে চুপে রোদন করিলে সম্মতি বোঝা যায়। কিন্তু শব্দ করিয়া মরার কান্না কাঁদিলে অসম্মতি জানা যায়। (স আ)

বা। অলী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিবাহ দেওয়ার কথা বলিলে যদি চুপ থাকে, কি হাস্য করে কি রোদন করে, তবে তাহাতে কি সম্মতি সিদ্ধ হইবে?

শি। না, এস্থলে স্পষ্টরূপ মুখে না বলিলে সম্মতি সিদ্ধ হইবে না। (স)

বা। যদি পাত্র পাত্রী প্রাপ্ত বয়স্ক হন, আর বিবাহের সম্মতি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে কি হইবে?

শি। কোন কথায় বিবাদ উহার একটী উদাহরণ বল।

বা। যেমন 'ক, নামক পুরুষে 'খ, নাম্নী রমণীকে বলিলেন আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, 'খ, নাম্নী কন্যা বলিলেন কিরূপে? 'ক, ব্যক্তি উত্তর করিলেন তুমি কি বিবাহের কথা শুনিয়া চুপ ছিলে না? তাহাতে সম্মতি জানা গিয়াছে। 'খ, নাম্নী রমণী বলিলেন হাঁ ছিলাম বটে, কিন্তু আমার বিবাহ বসার ইচ্ছা ছিলনা একারণ চুপ ছিলাম। এস্থলে কাহার কথা গ্রাহ্য হইবে? এবং বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। 'খ, নাম্নী কন্যার কথা বিশ্বাস জনক হইবে। এবং বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। (স, জা, কান, আ)

বা। 'ক, নামক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য জনকই নয়?

শি। হাঁ যদি 'ক, নামক ব্যক্তি ঐ রমণীর সম্মতির বিষয় অন্য কোন বিশিষ্ঠ প্রমাণ দিতে পারে তবে গ্রাহ্য হইবে এবং বিবাহ সিদ্ধ হইবে, নচেৎ না। (স, হে, কান্)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার "কফু" অর্থাৎ তুল্য বংশের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। শরাতে কি বংশের তার তম্য আছে?

শি। হাঁ আছে। যেমন যদি কোন সদ্বংশ জাতা বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েলোক অলীর বিনাভিপ্রায়ে নীচবংশোদ্ভব কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ বসে, তবে তাহার অলীর ঐ বিবাহ অসিদ্ধ করার ক্ষমতা আছে। (স, গো, কা)

বা। যদি কোন সদ্বংশের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ কোন নীচ বংশ সম্ভুতা রমণীকে বিবাহ করেন, তবে ঐ পুরুষের অলীর ঐ বিবাহ অসিদ্ধ করার ক্ষমতা আছে কি না?

শি। না। বংশের তার তম্য কেবল পুরুষের হইয়া থাকে। (আ)

বা। এদেশের কোন্ কোন্ বিষয়ে বংশের উত্তমাধম জানা যায়?

শি। মুসলমানী, স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং ব্যবসা এই চারিটা বিষয়ে বংশের উত্তমাধম জানা যায়। (স)

বা। মুসলমান হওয়া ইহার অর্থ কি ?

শি। ইহার অর্থ এই যেমন 'ক, নামক এক ব্যক্তি তাহার পিতা কাফের অর্থাৎ বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, আর 'খ, নাম্নী এক রমণী তাহার পিতা মুসলমান ছিল, এস্থলে 'ক, নামক ব্যক্তি 'খ, নাম্নী রমণীর তুল্য বংশীয় হইবেনা এইরূপ যাহার কেবল পিতা মুসলমান সে ব্যক্তি যাহার পিতা পিতামহ মুসলমান তাহার তুল্য বংশোদ্ভব নয়। (স, হে, জা)

বা। যদি বহুকাল অতীত হয় এবং অনেক পুরুষ গত হইয়া থাকে তবেও কি ঐ ধারা প্রচলিত থাকিবে ?

শি। না, কেবল পিতা পিতামহ পর্য্যন্ত বর্ত্তিব্য হইবে। (হে)

বা। স্বাধীন শব্দের অর্থ কি ?

শি। মনে করিয়া দেখ উহার অর্থ পূর্ব্বে বলিয়াছি অর্থাৎ দাস, স্বাধীনা রমণীর তুল্য বংশীয় নয়। (স, হে, জা)

বা। গোলাম অর্থাৎ দাসকে সত্ব ত্যাগ করিয়া দিলে সে কি স্বাধীন হয় না ?

শি। হাঁ হয় বটে, কিন্তু সকল স্বাধীনের তুল্য বংশীয় হইবে না। (হে, জা)

বা। সে কেমন ?

শি। যেমন 'ক, নামক কোন ব্যক্তি 'খ, নাম্নী স্বস্ব দাসীকে সত্ত্ব ত্যাগ করিয়া দিলেন এবং 'গ, নামক এক ব্যক্তি 'চ, নামক তাহার কোন দাসকে স্বত্ত ত্যাগ করিলেন। এস্থলে 'খ, 'চ, অবশ্য তুল্য বংশোদ্ভব হইবে কিন্তু তোমার আমার নয়। (স, হে, জা)

বা। সম্পত্তি হওয়া ইহার অর্থ কি।

শি। যদি কোন ব্যক্তি মহর ময়াজ্জাল ও গ্রাসাচ্ছাদন দিতে অপারগ হন, তবে ঐ ব্যক্তি ফেরেশতার তুল্য বংশ হইলেও দীন হীন কাঙ্গালিনী মেয়েলোকের তুল্য বংশীয় হইবে না। ধনী মেয়েলোকের ত কথাই নাই। (দ, হে, আ)

বা। তবেত কাঙ্গাল হওয়া বড় দোষের কথা?

শি। ইহাতে সন্দেহ কি?

বা। যদি কেহ গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়ার শক্তি রাখে কিন্তু মহর ময়াজ্জাল দেওয়ার শক্তি না রাখে, কিম্বা মহর দিতে পারে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে না পারে, এমন ব্যক্তি কাঙ্গাল মেয়েলোকের তুল্য বংশীয় হইবে কি না?

শি। তাহাও না। কিন্তু উভয় দেওয়ার শক্তি হইলে বড় ধনাঢ্য মেয়েলোকেরও তুল্য বংশীয় হইবে। (দ, হে, আ)

বা। দিয়ানত হইয়া উহার অর্থ কি?

শি। ধার্ম্মিক হওয়া এই উহার অর্থ, যেমন—ক নামক কোনও যুবক মদিরা পান, পরনারী হরণ প্রভৃতি অসৎ কর্ম্ম করেন, খ নাম্নী কোনও যুবতীর পিতা নমাজ রোজা প্রভৃতি সৎকার্য্য করেন এস্থলে ক নামক যুবক খ, নাম্নী যুবতীর তুল্য বংশীয় হইবে না। (দ, হে, আ)

বা। ব্যবসাতে তুল্য হওয়া কেমন?

শি। যেমন—জোলা, হাজাম, কোরাছ, দাব্বাগ ইহারা আত্তার, বাজ্জাজ, ছাররাফের তুল্য বংশীয় হইবে না। (দ, হে আ)।

বা। জোলা শব্দটা ব্যতীত কোন একটা শব্দও বুঝিলাম না?

শি। বলিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা শিরাদিতে অস্ত্র করিয়া রক্ত নির্গত করেন তাঁহাদিগকে হাজাম বলে। যাঁহারা আঙ্গিনাদি পরিষ্কার করেন তাঁহাদিগকে কোরাছ বলে। যাঁহারা চর্ম্মে রঙ্গ করেন তাঁহাদিগকে দাব্বাগ বলে। যাঁহারা আতরাদি সুগন্ধি দ্রব্য বিক্রয়

করেন তাঁহাদিগকে আত্তার বলে। যাঁহারা বস্ত্র বিক্রয় করেন তাঁহাদিগকে বাজ্জাজ বলে। যাঁহারা মুদ্রা পরীক্ষা করেন তাঁহাদিগকে ছার্‌রাফ বলে। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার মহরের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। মহর কাহাকে বলে?

শি। বিবাহ স্বত্বে সঙ্গম-পরিবর্ত্তে পতি যাহা দেন তাহাকে মহর বলে। উহা বিবাহ কালে নিরূপণ হয়, এবং উহা দেওয়া ওয়াজেব। (আ)

বা। ঐ মহর না দিলে কি হইবে?

শি। ইহকালে ও পরকালে ঋণী থাকিতে হইবে। (স)

বা। মহরের পরিমাণ আছে কি না?

শি। হাঁ দশ দেরেম্ কি উহার অধিক যত হয়। কিন্তু দশ দেরেমের ন্যূন হইলে ঐ দশ দেরেম দিতে হইবে। (স, আ)

বা। দশ দেরেম এ দেশে কত হইবে?

শি। দুই তোলা সাত আনা রূপা হইবে।

বা। যদি কেহ বিবাহ সময় মহরের কথা উল্লেখ না করেন কিম্বা মহর না দেওয়া শর্ত্তে বিবাহ করেন তবে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না? যদি সিদ্ধ হয়, তবে মহর দিতে হইবে কি না? যদি দিতে হয় তবে কি পরিমাণ দিতে হইবে?

শি। হাঁ বিবাহ সিদ্ধ হইবে। যদি পতি সঙ্গম করিয়া থাকেন কিম্বা উভয় মধ্যে কেহ মৃত্যু হইয়া থাকেন তবে মহরের মেছেল দিতে হইবে। নচেৎ "মোতা" দিতে হইবে।

বা। মোতা কি বুঝিলাম না?

শি। একখানা মাথা বাঁধা রুমাল, একটা কোর্ত্তা ও এক খানা চাদর এই তিনটীকে মোতা বলে। কিন্তু উহার মূল্য পাঁচ দেরেমের কম না হয় এবং মহরে মেছেলের অধিক না হয়। (স, কে)

বা। মহরে মেছেল কি ?

শি। পৈত্রিক বংশজাতা যে মেয়েলোক বয়স, সৌন্দর্য্য, সম্পত্তি, বুদ্ধি, ধর্ম্মাচরণ, সহব, ছাইবা এবং বাকারা এই দশগুণে তুল্য হইবেন তাঁহার যে মহর হইবে তাহাই পাইবেন ইহারই নাম মহরে মেছেল। (স)

বা। বাকেরা ও ছাইবা কাহাকে বলে ?

শি। যে রমণী পতি সঙ্গে সঙ্গম করেন নাই তাঁহাকে বাকেরা বলে। যিনি সঙ্গম করিয়াছেন তাঁহাকে ছাইবা বলে। (স)

বা। যদি পৈত্রিক বংশজাতা এরূপ মেয়েলোক না পাওয়া যায়, তবে কি হইবে ?

শি। লিখিত দশ গুণ বিশিষ্ঠ অন্য রমণীর যে মহর হইবে তাহাই পাইবে। (স, হে)

বা। পিতার কি মাতার ভগিনীর মহর গণ্য হইতে পারে কি না ও কি কি মহর হইতে পারে ?

শি। হাঁ পারে, যেমন গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ, ধান্য, বস্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু কি বয়সের, কতমন, কি ওজনের, কত হাত কি কাপড় ইত্যাদি বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করিতে হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ মহরের পরিবর্ত্তে বিবাহ করেন যেমন 'ক, 'গ, এর ভগিনীকে 'গ, 'কএর ভগিনীকে, তবে এই বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ? যদি সিদ্ধ হয় তবে মহর দিতে হইবে কি না ?

শি। হাঁ বিবাহ সিদ্ধ হইবে, এবং সঙ্গম করিয়া থাকিলে কিম্বা উভয় মধ্যে কেহ মৃত্যু হইলে মহরে মেছল দিতে হইবে। নচেৎ মোতা। (স, হে)

বা। যদি কেহ বস্ত্র কি চতুষ্পদ জন্তু মহর দেওয়া শর্ত্তে বিবাহ করেন কিন্তু কি বস্ত্র কি জন্তু কিছুই নির্ণয় না করেন, তবে কি মহর দিতে হইবে ?

শি। সঙ্গম করিয়া থাকিলে কি উভয় মধ্যে একজন লোকান্তর পাইলে মহরে মেছেল দিতে হইবে, নচেৎ মোতা। (আ)

বা। পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে যদি কেহ দুটী ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করে তবে অসিদ্ধ হইবে, কিন্তু যদি কেহ ঐরূপ বিবাহ করে তবে তাহাদের মহর দিতে হইবে কি না?

শি। না. কিন্তু যদি অগ্র পশ্চাৎ করিয়া থাকে তবে পূর্ব্বের টীর মহর অবশ্য দিতে হইবে। (স, আ)

বা। কোনটি অগ্রে করিয়াছে যদি স্মরণ না থাকে, তবে কি করিতে হইবে?

শি। অর্দ্ধেক মহর উভয়কে দিতে হইবে এবং উভয় হইতে পৃথক হইবে। (স, আ)

বা। পত্নির প্রতি কোন্ সময় সমুদয় মহর দেওয়া ওয়াজেব অর্থাৎ আবশ্যক হয়?

শি। খেলওয়াতে সহিহা করিলে কি উভয় মধ্যে কেহ মৃত্যু হইলে সেই সময় সমুদয় মহর দেওয়া আবশ্যক হয়। (স, আ)

বা। বিবাহ কালে যে মহর নিরূপণ হয়, প:র উহা হইতে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ দেওয়া যায়।

বা। নিরূপিত মহরের কম দেওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ খেলওয়াতে সহিহার পূর্ব্বে তালাক দিলে অর্দ্ধেক মহর দিতে হইবে, নচেৎ সমুদয় মহর গলায় পড়িবে। (স)

বা। যদি মেয়েলোক সমুদয় মহর কি তাহার কোন অংশ পতিকে ক্ষমা করেন, তবে তাহা শরাতে গ্রাহ্য হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। খেলওয়াতে সহিহা কাহাকে বলে?

শি। যে নির্জ্জন স্থান এরূপ হয় যে, সঙ্গমের কোন বাধা না জন্মে এরূপ স্থানে দম্পতি অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ একত্র হওয়াকে "খেলওয়াতে সহিহা" বলে। (স, আ)

বা। বাধা কয় প্রকার ?

শি। শক্তি, শরা, স্বভাব এই তিন প্রকার। (স, আ)

বা। উহার প্রত্যেকের উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেউন।

শি। ১ম পীড়িত থাকা বশতঃ সঙ্গমে অপারগ হওয়া ইহারই নাম শক্তির বাধা। ২য় রমজানের রোজা থাকা বশতঃ সহবাসের বাধা হওয়া ইহার নাম শরায় বাধা। ৩য় স্ত্রীর ঋতু কি নেফাস হইলে যে সঙ্গমের বাধা জন্মে উহার নাম স্বভাবের বাধা। (স)

বা। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদিত, কামভাব রহিত, কি কেবল অণ্ডকোষ ছেদিত এই তিন জন বিবাহ করিলে কত মহর দিতে হইবে ?

শি। খেলাওয়াতে সহিহা হইয়া থাকিলে সমুদয় মহর দিতে হইবে। এইরূপ যদি কোন রমণীকে বাকেরা শর্ত্ত বলিয়া বিবাহ করে পরে ছাইবা পায় তবেও সমুদয় মহর দিতে হইবে। (স)

বা। আপনে খেলাওয়াতে সহিহার এই অর্থ বলিয়াছেন যে, "যে নির্জ্জন স্থানে সঙ্গম করার কোনও বাধা না জন্মে এমত স্থানে স্ত্রীপুরুষ একত্র হওয়া" এইরূপ আপনার কথার আভাষে বোঝা যায় যে, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ কাটা, কামভাব রহিত, কি কেবল অণ্ডকোষ ছেদিত ব্যক্তিরও খেলাওয়াতে সহিহা হয়। ভাল বলুন দেখি ঐ সকল ব্যক্তি কি সঙ্গম করিতে পারে যে খেলাওয়াতে সহিহা হইবে ?

শি। এরূপ অপারগ হওয়া মেয়েলোকের দোষ নয়, সুতরাং উহাতে কোন দোষ ঘটিতে পারে না। এই নিয়ম রমজানের রোজা কারকের প্রতিও খাটিবে। (স)

বা। মহর কয় প্রকার ?

শি। দুই প্রকার যথা—ময়াজ্জল ও মওয়াজ্জল। (স, আ)

বা। উহা কিছুই বুঝিলাম না ?

শি। পাত্রী চাওয়া মাত্র যাহা দেওয়া যায় তাহাকে ময়াজ্জাল বলে। এবং বিবাহ স্বত্ব স্থিরতর থাকা পর্য্যন্ত যাহা ক্রমাগত পরিশোধ করা হয় তাহাকে মওয়াজ্জাল বলে। (আ)

বা। উঃ কিছুই বুঝিলাম না ?

শি। পাত্রী চাওয়া মাত্র যাহা দেওয়া যায় তাহাকে মায়াজ্জাল এবং বিবাহ স্বত্ব স্থিরতর থাকা পর্য্যন্ত যাহা ক্রমাগত পরিশোধ করা হয় তাহাকে মওয়াজ্জাল বলে। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি মহরের অর্দ্ধেক মায়াজ্জাল ও বক্রী অর্দ্ধেক মওয়াজ্জাল শর্ত্তে বিবাহ করেন, তবে তাঁহার স্ত্রী মায়াজ্জালের সমুদয় না পাওয়া পর্য্যন্ত সঙ্গম করিতে না দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না ?

শি। হাঁ আছে, এবং ইচ্ছা হইলে পতির বিনানুমতিতে কুটুম্ব বাড়ীতেও যাইতে পারেন, কিন্তু উহা দিলে স্বামীর বিনানুমতিতে ঘরের বাহিরেও পা রাখিতে পারিবেন না। (স)

বা। যদি মায়াজ্জাল কি মওয়াজ্জাল কিছুই শর্ত্ত না করেন, তবে সমুদয় মহর না পাওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীর ঐ ক্ষমতা খাটিবে কি না ?

শি। না। (আ)

বা। স্ত্রী পুরুষ মধ্যে মহরের বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে কি হইবে

শি। তোমার কথা কিছুই বোঝা যায় না, বল দেখি কোন কথায় বিবাদ

বা। যদি পতি বলেন যে, মহর দশ টাকা ছিল, স্ত্রী বলেন, না আমার মহর কুড়ি টাকা ছিল, এস্থলে কাহার কথা বিশ্বাস যোগ্য হইবে ?

শি। যিনি আপন কথার পোষকতায় প্রমাণ দিতে পারিবেন, তাঁহারই কথা গ্রাহ্য হইবে। (স, আ)

বা। যদি উভয়েই আপন আপন কথার প্রমাণ দেন, তবে কি হইবে ?

শি। কাহারই কথা বিশ্বাস জনক হইবে না। মহরে মেছেল দিতে হইবে, এইরূপ যদি কেহই প্রমাণ দিতে না পারেন তবেও মহরে মেছেল দিতে হইবে। (স)

বা। যদি পতি বলেন তোমাকে যে বিবাহ করিয়াছি, তাহাতে মহরের কথাই ছিলনা, স্ত্রী বলেন হাঁ ছিল, এবং কেহই আপন আপন কথার প্রমাণ দিতে না পারেন তবে কি হইবে ?

শি। ইহাতেও মহরে মেছেল দিতে হইবে। এইরূপ উভয়ে প্রমাণ দিলেও মহরে মেছেল দিতে হইবে। (স)

বা। অপ্রাপ্ত বয়স্কা অর্থাৎ নাবালগার মহর কে লইবেন?

শি। তাঁহার বিবাহ দেওয়ার কর্ত্তা অর্থাৎ অলী লইবেন। কিন্তু নাবালগার গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থাৎ নান্ নফকার দাবি পতির প্রতি করিতে পারিবেন না। (স, দো)

বা। তবে কোন্ সময় গ্রাসাচ্ছাদনের দাবি করিতে পারিবেন?

শি। স্ত্রী যে সময় সহবাস যোগ্যা হইবেন, সেই অবধি পতির নিকট দাবি করিতে পারিবেন। (স, দো)

বা। যদি পতি অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ নাবালগ হন, অথবা স্ত্রী মহরের কারণ সহবাস করিতে না দেন, তবেও কি পতির গ্রাসাচ্ছাদন দিতে হইবে?

শি। হাঁ দিতে হইবে, কেমনা ইনি ত প্রস্তুতই আছেন। (আ)

বা। ভবিষ্যতে মহরের টাকা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কায় কোন নিদর্শন পত্র লেখা কর্ত্তব্য কি না?

শি। হাঁ অবশ্য কর্ত্তব্য, ঐ নিদর্শন পত্রকে লোকে কাবিন বলে (আহা)

কাবিন।

"পরম পবিত্রা সচ্চরিত্রা নুর জাহান বিবী দোখ্তরে সুলতান মাহমুদ সাহেব, নিবাস জাহাঁগীর নগর বরাবরেষু।

লিখিতং শাজাহান, পিছরে আলম জাহান, নিবাস মোগল টোলা, পরগণে হাজারীবাগ, ষ্টেশন বাহাদুর পুর, ডিষ্ট্রীক বাখরগঞ্জ; কাবিন নামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে, আমি স্বীয়ভাব বুদ্ধিতে, সুস্থ শরীরে, হাজিরান মজলিসে, মুসলমানী শরামতে, উক্ত সাকিনের মুফি বাহাদুর আলী ও মুফি হয়দর আলী দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যতায় উক্ত সাকিনের সেখ সফি উল্লা আপনার পক্ষের উকীল নিযুক্ত হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ হওয়ায় মং ২০০০৲ দুই হাজার

টাকা কম্পানি সিক্কা দেন মহর নিধার্য্য করিয়া প্রশংসিত উকীলের ইজাব অর্থাৎ উক্তি ক্রমে কবুল অর্থাৎ স্বীকার করিয়া আপনাকে বিবাহ করিলাম। নিরূপিত মহরের অর্দ্ধ মায়াজ্জাল অর্থাৎ নগদ দেওয়া, বক্রী অর্দ্ধ মওয়াজ্জাল অর্থাৎ বিবাহ স্থিরতর থাকা পর্য্যন্ত ক্রমে পরিশোধ করা, তাহাতে ময়াজ্জালের ১০০০ এক হাজার টাকা নগদ দিতে না পারিয়া তৎপরিবর্ত্তে আমার নিজ কৃত দৌলতপুর তালুকের তের আনা, রামপুর তালুকের বার আনা, স্বেচ্ছা ক্রমে লিখিয়া দিলাম। আপনে ওয়ারিসান ক্রমে উক্ত তালুকদ্বয়ের দান বিক্রীর স্বত্বাধিকারিণী হইয়া ভোগ তোসরুফ করিতে থাকুন। কখনও আমি কি আমার ওয়ারিসান দাবি দাওয়া করিলে তাহা না মঞ্জুর। এতদর্থে কাবিন পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩০২ সাল তাং ২১শে পৌষ।

লিঃ খোদ।	ইসাদি।	ইসাদি।
সুফি কয়েজুদ্দীন।	হাজি মহি উদ্দীন	মির মতি উল্লা।
নিং মতিপুর।	নিং আজিম নগর।	নিং এসলামপুর।
পং হাসানা বাদ।	পং বিরভোম।	পং কাজি পুর।

বা। শ্বশুরালয়ে আজীবন কি কিছু কালের জন্য বাস করা, এইরূপ কোন শর্ত্ত লেখা যায় কি না?

শি। হাঁ শরার অন্যথা ব্যতীত যে শর্ত্তই লিখিবে সিদ্ধ হইবে। (স)

বা। বিবাহ সম্বন্ধে অতিরিক্তআরও কয়েকটা কথা জানিতে ইচ্ছা করি।

শি। কি কথা বল?

বা। বিবাহে রাগ, রঙ্গ, নাচ, বাদ্য প্রভৃতি করা যায় কি না?

শি। না, শরাতে হারাম লিখিয়াছে। (হে)

বা। ঘোড়াতে কি পালকিতে কি হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া বিবাহ করিতে যাওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ যদি পাত্রীর বাড়ী দূরবর্ত্তী হয় তবে যাওয়া যায়। কিন্তু বাজি বন্দুক নিষেধ, এ বিষয় মৌলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব আপন গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

বা। তবে যে কেহ কেহ পালকি, ঘোড়া নিষেধ করিয়া থাকেন?

শি। তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য যোগ্য নয়, নিষেধের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না।

বা। বিবাহের দিবস পাত্রীর বাড়ী পাত্রের সঙ্গীয় লোকেরা বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে আহার করিতে পারেন কি না?

শি। হাঁ নিঃসন্দেহ পারেন, বরং দাওত করিলে মোস্তত। (শরেমোদ)

বা। শুনিয়াছি উহা নাকি নিষেধ?

শি। না, যাঁহারা নিষেধ বলেন তাঁহাদের ভ্রম বলিতে হইবে।

বা। এ দেশে পাত্রীর মাতা পিতা কি অন্য কোন কুটম্বগণ পণ বলিয়া যাহা কিছু লন, উহা লওয়া যায় কি না?

শি। না। উহা দেওয়াও বিধি নয়। এমন কি যদি লইয়া থাকেন তবে তাহা ফেরত দিবেন। (আ)

বা। বোধ করি এখন উচিত কথা বলিলে বিরক্ত হইবেন?

শি। কি উচিত কথা বল।

বা। শুনিয়াছি আপনে কতগুলি টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়াছেন?

শি। হাঁ, টাকা দিয়াছি বটে, কিন্তু পণ বলিয়া দেই নাই।

বা। কি বলিয়া দিয়াছেন?

শি। শ্বশুর হীনাবস্থায় থাকা বিধায় "ফি সবিলেল্লা, অর্থাৎ ধর্ম্মপথে দান করিয়াছি।

বা। বিবাহ না করিলে তাঁহাকে কত টাকা দান করিতেন?

শি। (নত শির হইয়া বলিলেন) দুই টাকা বা চারি টাকা।

বা। আমার বিবেচনায় কেবল চারি টাকা ধর্ম্ম পথে দান হইয়াছে,বক্রি সমুদয় টাকা পরকালে এসূরাফ অর্থাৎ অপব্যয়ে পরিগণিত হইবে।

শি। (লজ্জিত হইয়া বলিলেন,) হাঁ বাপু, যাহা বলিলে যথার্থ।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহারের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। একাধিক স্ত্রী হইলে পতি কিরূপে ব্যবহার করিবেন?

শি। ভরণ,পোষণ ও রাত্রিবাস করা এই তিন বিষয়ে স্ত্রীদের প্রতি তুল্য ভাগ করিতে হইবে। (আ, জ)

বা। সঙ্গম করাও তুল্য মত উচিত কি না?

শি। না, কেননা মনে যাহাকে ভাল বাসে তাহারই সঙ্গে রুচি হয়, এবং মনের প্রতি কাহারও ক্ষমতা খাটে না। (আ)

বা। যুবতী ও বৃদ্ধা বিবেচনায় তারতম্য করা যায় কি না?

শি। না। এইরূপ বাকেরা ও ছাইবাতেও কোনরূপ কম বেশ করিতে পারিবে না। এই তুল্য ভাগ করা ওয়াজেব। (স)

বা। কোন্ সময় তুল্য ভাগ করিতে হয় না?

শি। পতি প্রবাসে যাইবার সময় যে স্ত্রীকে ইচ্ছা হয় সঙ্গে লইবেন তাহাতে দ্বিতীয়ার আপত্তি খাটিবে না। (আ)

বা। যদি কেহ আপনার ভাগ সতিনীকে দান করেন,তবে তাহা শরাতে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, কিন্তু উহা পুনর্ব্বার ফিরাইয়াও লওয়া যায়। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার দুগ্ধ পানের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। দুগ্ধ পান কিরূপ, ভাল রূপ বুঝিলাম না?

শি। শরাতে লিখিত আছে আড়াই বৎসরের বয়ক্রম মধ্যে কোন রমণীর দুগ্ধ পান করিলে সেই রমণীর সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আরবী ভাষায় ঐ দুগ্ধ পানকে রাজায়াৎ বলে। (স, আ)

বা। সেই রমণীর সঙ্গে কি সম্বন্ধ হয়?

শি। যিনি দুগ্ধ দেন তিনি দুগ্ধ মাতা হন, তাঁহার পতি দুগ্ধ পিতা হন, যিনি পান করেন তিনি দুগ্ধ সন্তান হন। আদৌ মাতৃ ও পিতৃ বংশোদ্ভব যে সকল মেয়েলোককে বিবাহ করা শরাতে নিষেধ লিখিয়াছে, দুগ্ধ মাতা পিতার বংশসম্ভূত সেই সকল রমণীকেও বিবাহ করা নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে। মনে করিয়া দেখ পূর্ব্বে উহার বর্ণনা করিয়াছি কিন্তু দুগ্ধ, ভাই ভগিনীর মাতাকে ও দুগ্ধ ভাই ভগিনীর দুগ্ধ মাতাকে ও সহোদর ভাই ভাগিনীর দুগ্ধ মাতাকে বিবাহ করায় নিষেধ নাই। (স, হে)

বা। (কিছু কাল চুপ থাকিয়া বলিল) আপনি শেষে যে তিনটী কথা বলিলেন উহার কিছুই বুঝিলাম না। উহার প্রত্যেকের উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেউন।

শি। (হাস্য মুখে বলিলেন) বাপু হে! তোমার জড় বুদ্ধি একারণ বুঝিতে পার নাই। বলীতেছি যথা—

১। দুগ্ধ ভাই ভগিনীর মাতাকে। ইহার অর্থ এই যেমন 'ক, 'গ, নামক দুই ব্যক্তি খ, নাম্নী রমণীর দুগ্ধপান করিয়াছে, এস্থলে উহারা উভয়ে দুগ্ধ ভাই, কিন্তু 'ক, নামক ব্যক্তি ছ, নাম্নী রমণীর গর্ভে জন্মে এবং 'গ, নামক ব্যক্তি 'ঝ, নাম্নী রমণীর গর্ভ জাত, এস্থলে 'ক, নামক ব্যক্তি 'ঝ, নাম্নী যুবতীকে ও 'গ, নামক ব্যক্তি 'ছ, নাম্নী রমণীকে বিবাহ করিলে শরার অন্যথা হইবে না। (স, হে)

২। সহোদর ও দুগ্ধ ভাই ভগিনীর মাতাকে। ইহার অর্থ এই যেমন 'চ, 'জ, দুইজন 'ঝ, নাম্নী রমণীর দুগ্ধ পান করিয়া ছিলেন একারণ উহারা উভয়ে দুগ্ধ ভাই, পরে 'চ, নামক ব্যক্তি 'ছ, নাম্নী কোন মেয়েলোকের দুগ্ধপান করেন; এস্থলে 'জ, নামক ব্যক্তি 'ছ, নাম্নী রমণীকে বিবাহ করিতে নিষেধ নাই। (স, হে)

৩। সহোদর ভাই ভগিনীর দুগ্ধ মাতাকে। ইহার অর্থ এই যেমন ট, ঠ, দুই জন সহোদর ভ্রাতা, কিন্তু ট, নামক ব্যক্তি 'চ, নাম্নী কোন রমণীর দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, এস্থলে 'ঠ, নামক ব্যক্তি

ঢ,নাম্নী রমণীকে বিবাহ করিলে শরা্ ব্যবস্থার অন্যথা হইবে না।
এইরূপ সহোদর ভ্রাতার দুগ্ধ ভগিনীকে,দুগ্ধ ভ্রাতার দুগ্ধ ভগিনীকে
ও দুগ্ধ ভ্রাতার সহোদর ভগিনীকে বিবাহ করায় নিষেধ নাই। দুগ্ধ
পুত্রের ভগিনীকেও দুগ্ধ পুত্রের দুগ্ধ ভগিনীকেও ঔরষজাত পুত্রের
দুগ্ধভ্রাতার ভগিনীকে বিবাহ করায় নিষেধনাই।দুধ পুত্রের মাতার
মাতা কি পিতার মাতাকে ও দুধ পুত্রের দুধ ভ্রাতার মাতার
মাতা কি পিতার মাতাকে ও ঔরষজাত পুত্রের দুধ ভ্রাতার মাতার
মাতা কি পিতার মাতাকে বিবাহ করা নিষেধ নাই। (স, হে)

বা। কতদিন দুধ পান করিলে রাজায়াৎ অর্থাৎ দুধ পান গণ্য হইবে?

শি। এক চুষণ পান করিলেই রাজায়াৎ গণ্য হইবে, অধিকেরত কথাই নাই। কিন্তু আড়াই বৎসরের অধিক বয়সে দুধ পান করিলে দুধ পান গণ্য হইবে না এবং কোনও সম্বন্ধ হইবে না। এইরূপ পতি আড়াই বৎসরের অধিক বয়সে কোন গতিকে স্বীয় ভার্য্যার অর্থাৎ স্ত্রীর দুধ পান করিলেও কোন দোষ ঘটিবে না। (স, আ)

বা। স্ত্রীর দুধ কি পান করা যায়?

শি। না, কিন্তু কোন গতিকে মুখেগেলে যদি অমনি টপ করিয়া গিলিয়া ফেলে, তবে তাহাতে কোন অপরাধ হইবে না। (স, আ)

বা। আপনে এরূপ অসঙ্গত কথা বলেন কেন? স্ত্রীর দুধ কি মুখে যাইতে পারে?

শি। (হাস্য করিয়া বলিলেন) যাইতে পারে কি না বিবাহ করিলেই টের পাইবে।

বা। যদি কেহ মেয়েলোকের দুধ জলেতে কি ঔষধে কি ছাগ-দুধে মিশ্রিত করিয়া সন্তানকে পান করান, তবে "রাজায়াৎ" গণ্য হইবে না?

শি। এস্থলে দেখিতে হইবে দুধ অধিক কি জল অধিক, যদি মেয়ে-লোকের দুধ অধিক হয়, তবে দুধ পান গণ্য হইবে। নচেৎ কিছুই হইবে না। এই নিয়ম ঔষধে ও ছাগ দুধেও খাটিবে।

বা। বাকেরা মেয়েলোকের কি মৃতা মেয়েলোকের দুধ পান করিলে দুধ পান বলিয়া গণ্য হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে (স, আ)

বা। যদি কোন মেয়েলোক কোন সন্তানের নাসিকার মধ্যে দুধ দেন তবেও কি দুধ পান গণ্য হইবে?

শি। হাঁ হইবে। নাসিকায় ঢালিয়া দিলে কিছু উদরে যায় না। কিন্তু যদি কোন পুরুষের দুধ হয়, এবং উহা সন্তানকে পান করায়, তবে দুধ পান গণ্য হইবে না।

বা। গতকল্য পিতা আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও কোন্ একজন মেয়েলোক অন্য একজন মেয়েলোককে দুধ দেওয়ায় উভয়ে তাহাদের পতির জন্য হারাম হয়?

শি। (হাস্য মুখে) তাঁহার নিকট আমার সেলাম বলিয়া, বলিও যে, আড়াই বৎসরের ন্যূন বয়ঃপ্রাপ্তা সতিনীকে দুধ দিলে, উভয়ে তাহাদের পতির জন্য হারাম হইবে। (স)

বা। কেন হারাম হইবে?

শি। উহাদের একজন দুধ মাতা দ্বিতীয় দুধ কন্যা হইবেন, এবং মাতা ও কন্যাকে বিবাহ করা শরাতে হারাম লিখিয়াছে। (স)

বা। একটী ছেড়ে দিলেই হয়?

শি। ছেড়ে দিলে কি সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়?

বা। দুধ পিতার ভগিনীকে বিবাহ করা যায় কি না?

শি। না। এইরূপ যে বালক দুধ পান করে তাহার স্ত্রী ও কন্যাগণকে দুধ পিতা বিবাহ করিতে পারিবেন না। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি আড়াই বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ঐ কন্যাকে তাঁহার মাতা, কি ভগিনী, কি কন্যা দুধ দেন, তবে কি হইবে?

শি। হারাম হইয়া যাইবে, অর্থাৎ বিবাহ ভগ্ন হইবে। (কা)

(লিখক বলেন, আমি নাটোর অঞ্চলে এইরূপ অনেক দেখিয়াছি,

উহারা ছয়মাসের সন্তানকেও বিবাহ দিয়া থাকে, কেবল গর্ভস্থ সন্তানকেই বিবাহ দেয় না।)

বা। কেবল মেয়েলোকে দুগ্ধ পানের সাক্ষী দিলে শরাতে গ্রাহ্য হইবে কি না?

শি। না। দুইজন পুরুষে কি একজন পুরুষ আর দুইজন মেয়েলোকে বলিলে গ্রাহ্য হইবে। (কান, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার তালাকের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। তালাক কাহাকে বলে?

শি। কোন নিরূপিত কথা দ্বারা বিবাহ ভগ্ন করাকে তালাক বলে (আ)

বা। তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আছে কি না?

শি। না। কেবল পুরুষের আছে। (স, হে, আ)

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তি তালাক দিলে গ্রাহ্য হইবে?

শি। বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ বালগ, ইহাদের তালাক শরাতে গ্রাহ্য হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক, উন্মাদ, নির্ব্বোধ এই কয়েকজনের তালাক শরাতে গ্রাহ্য হইবে না। এইরূপ নিদ্রিতাবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হইবে না। (স, হে, আ)

বা। কোন প্রকারের নেশা খাইয়া অচেতন হইয়া তালাকদিলে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। এইরূপ ঋতুবতীকে তালাক দিলেও তালাক হইবে। (স, হে, আ)

বা। ইহার কারণ কি? অচেতন হইলে কি নির্ব্বোধ হয় না?

শি। উহার কারণ এই, নেশা পান অথবা আহার করা শরাতে হারাম লিখিয়াছে, অতএব এই ভয়ে যেন কেহ নেশা পান না করে এজন্য তালাক হইবে। হে বালক! যদি কেহ হাসিতে হাসিতে কি কৌতুক করিতে করিতে তালাক দেয় তবেও তালাক হইবে।

বা। আপনি বলিলেন কথা দ্বারা তালাক দিতে হয়,তবে বোবা কিরূপে তালাক দিবে ?

শি। যেরূপে বিবাহ করিয়াছিল সেইরূপে তালাক দিবে। মনে করিয়া দেখ উহা বিবাহের স্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে। (স, হে, আ)

বা। তালাক কয় প্রকার ?

শি। দুইপ্রকার যথা—তালাকে ছরিহ ওতালাকে কেনায়া,উহাপ্রত্যেকে তিন তিন প্রকার যথা—রাজাই, বায়েন, ছালাছ। (আ, হে)

বা। ছরিহ ও কেনায়া কাহাকে বলে বুঝিলাম না ?

শি। স্পষ্টরূপ তালাকের শব্দ বলিয়া বিবাহভঙ্গ করাকে তালাকে ছরিহ বলে। কেনায়া পরে বলিতেছি। (স, হে, আ)

শি। যেরূপ তালাক দিলে তালাকের নিয়মিত কাল মধ্যে পুনর্ব্বার বিনা বিবাহে ঐ রমণীকে আনা যায়, তাহাকে তালাকে "রাজাই" বলে। যেরূপ তালাক দিলে ঐ ক্ষমতা রহিত হয়, কিন্তু নিয়মিত কাল মধ্যে কি পরে বিবাহ করা যায়, তাহাকে তালাকে "বায়েন" বলে। যেরূপ তালাক দিলে উহাও পারে না তাহাকে তালাকে "ছালাছ" বলে, অর্থাৎ তিন তালাক, উহার বিবরণ বিস্তার করিয়া পরে বলিতেছি। (স, হে)

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন, তোমাকে তালাক দিলাম, তবে ইহাতে কোন্ তালাক হইবে ?

শি। রাজাই তালাক হইবে। এইরূপ যদি বলেন, এক তালাক দিলাম কি দুই তালাক দিলাম তবেও রাজাই তালাক হইবে। (স, হে)

বা। যদি কেবল তালাকের কথা মুখে বলে, কিন্তু কিছুই মনন না করে কি এক কি দুই তালাকের মনন করে, তবে কোন্ তালাক হইবে?

শি। এক তালাক রাজাই হইবে, তাহার মনন শরাতে গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু তিন তালাকের মনন করিয়া থাকিলে তিন তালাক হইবে। এইরূপ যদি তিন তালাক দিলাম স্পষ্ট বলেন, কিন্তু

মনে মনে এক তালাক কি দুই তালাকের মনন করেন, তবেও তিন তালাক হইবে। মনন করা সিদ্ধ হইবে না। (দো, আ)

বা। যদি কেহ ভার্য্যাকে বলে, তোমার সমুদয় শরীর কি মস্তক কি গলা কি প্রাণ কি মুখ কি ভগ স্থানকে তালাক দিলাম, তবে কয় তালাক হইবে?

শি। এক তালাক রাজাই হইবে। এইরূপ স্বীয় স্ত্রীর অর্দ্ধেক কি তৃতীয়াংশ তালাক দিলেও এক তালাক রাজাই হইবে। (স, হে)

বা। যদি কেহ এক তালাকের অর্দ্ধেক কি তৃতীয়াংশ তালাক দেন, তবে কি হইবে?

শি। এক তালাক হইবে। এইরূপ যদি কেহ স্বীয় ভার্য্যাকে এক তালাক হইতে দুই তালাক পর্য্যন্ত কি এক তালাকের মধ্যে দুই তালাকাবধি তালাক দেয়, তবেও এক তালাক হইবে। (স, হে)

বা। যদি কেহ স্ত্রীর কেবল হাত পা খানি তালাক দেন, তবে তালাক হইবে কি না?

শি। না। এইরূপ পৃষ্ঠ, উদর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা তালাক দিলেও তালাক হইবে না। (স, হে)

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন কল্য তোমার প্রতি তালাক, তবে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ, কল্যপ্রাতঃকালে হওয়ামাত্র তালাক হইবে. কিন্তু কোনসময় নিরূপণ করিয়া তালাক দিলে সেই নিরূপিত সময়ে তালাক হইবে (স)

বা। যদি কোনও ব্যক্তি কোনও মেয়েলোককে বলেন "তোমাকে বিবাহ করার অগ্রে তোমার প্রতি তালাক" পরে ঐ রমনীকে বিবাহ করিলে তালাক হইবে কি না?

শি। না। কারণ স্ত্রী না হইলে তালাক হইতে পারে না। (স, দো)

বা। যদি কেহ ভিন্ন মেয়েলোককে বলেন যে, যে দিন তোমাকে বিবাহ করি সেই দিন তোমার প্রতি তালাক, পরে ঐ রমণীকে বিবাহ করিলে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ, তালাক হইবে। (আ)

বা। পূর্ব্বে বলিলেন স্ত্রী না হইলে তালাক হইতে পারে না, আবার এখানে বলেন তালাক হইবে, এখানে তালাক দেওয়া কালে কি উহার স্ত্রী ছিল?

শি। স্ত্রী ছিলনা বটে, কিন্তু স্ত্রী হওয়ার পরে তালাক হইবে, এমত বলিয়াছে এই জন্য তালাক হইবে। কিন্তু যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন তোমার প্রতি তালাক কি না? কিম্বা তোমার আমার মরণের সহিত তালাক। কি তোমা হইতে আমি তালাক। এই সকল কথায় তালাক হইবে না। (আ)

বা। যদি কেহ "তোমার প্রতি তালাক" ইহা স্বীয় ভার্য্যাকে বলিয়া অঙ্গুলি দেখায় তবে উহাতে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, কিন্তু উহার মধ্যে বিভিন্ন আছে। (স)

বা। কি বিভিন্ন?

শি। যদি অঙ্গুলির উদরের দিক দেখাইয়া থাকেন, তবে যতগুলি অঙ্গুলি ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে তত তালাক হইবে, আর যদি অঙ্গুলির পৃষ্ঠ দেখাইয়া থাকেন, তবে যতগুলি অঙ্গুলি মিলিত থাকিবে তত তালাক হইবে। (স)

বা। চারি পাঁচ অঙ্গুলি দেখাইলে কয় তালাক হইবে?

শি। তাহাতেও তিন তালাক হইবে। (স)

বা। আপনি এই মাত্র বলিলেন, যত অঙ্গুলি তত তালাক আবার বলেন চারি পাঁচ অঙ্গুলিতে তিন তালাক, ইহার কারণ কি?

শি। তিন তালাকের অধিক তালাক হয় না, একারণ লক্ষ তালাক দিলেও তিন তালাক হইবে। (স, আ)

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন তোমার প্রতি "তালাকে বায়েন" কি শক্ত তালাক, কি মন্দ তালাক, কি শয়তানের তালাক, কি ঘর ভরা তালাক, কি দীর্ঘ তালাক, কি প্রস্থ তালাক, তবে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ, এক তালাক বায়েন হইবে, কিন্তু তিন তালাকের মনন করিয়া থাকিলে তিন তালাক হইবে। (স)

বা। এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল কিন্তু কাহারই সঙ্গে সংবাস করেন নাই, এস্থলে যদি ঐ ব্যক্তি বলে "আমার স্ত্রী তালাক, আমার স্ত্রী তালাক," তবে কি হইবে?

শি। উভয় স্ত্রীর প্রতি তালাকে বায়েন হইবে। (আ)

বা। এক জনের দুই স্ত্রী ছিল একজনের নাম 'ক, দ্বিতীয়ার নাম 'খ, ঐ ব্যক্তি 'ক, বলিয়া ডাক দিলেন, কিন্তু 'খ,নাম্নী স্ত্রী উত্তর করিল, তাহাতে তিনি বলিলেন, তোমাকে তিন তালাক দিলাম। এস্থলে কোন্ স্ত্রীর প্রতি তালাক হইবে?

শি। যিনি উত্তর দিয়াছেন তাঁহার প্রতি তালাক হইবে। (আ)

বা। কিন্তু তালাক দেওয়ার ইচ্ছা 'ক'এর প্রতি ছিল?

শি। পরে যদি বলেন যে আমি যাহাকে ডাক দিয়াছি তাহার প্রতি তালাকের ইচ্ছা ছিল, তবে অবশ্য গ্রাহ্য হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন যে শয়তানের গায়ে যত লোম তোর প্রতি তত তালাক, তবে কয় তালাক হইবে?

শি। এক তালাক হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ রাগান্বিত হইয়া স্ত্রীকে বলে তোমাকে তালাক দেওয়া হইয়াছে তুমি বাড়ী হইতে বাহির হও,এস্থলে কয় তালাক হইবে?

শি। তিন তালাক হইবে। এইরূপ যদি বলেন, তোমাকে তিন তালাক দেওয়া হইয়াছে, তবে ইহাতেও তিন তালাক হইবে। এইরূপ যে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা গিয়াছে যদি তাহাকে তিনবার বলেন "তোমাকে তালাক দিলাম" তবে উহাতেও তিন তালাক হইবে, কিন্তু সঙ্গম করিয়া না থাকিলে এক তালাক বায়েন হইবে। (আ)

বা। যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হয় নাই যদি তাহাকে বলেন "তোমাকে তিন্ তালাক দিলাম" তবে কয় তালাক হইবে?

শি। তিন তালাক হইবে। এইরূপ যে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা গিয়াছে তাহাকে বলিলেও তিন তালাক হইবে। (আ)

বা। যদি স্ত্রী পুরুষে বিবাদ হয় কিম্বা স্ত্রী ঘর হইতে বাহিরে যাইতে চায়, তাহাতে তাহার পতি বলেন, "যাও তিন তালাক সাথে নিয়ে যাও" তবে কয় তালাক হইবে?

শি। তিন তালাক হইবে। (আ)

বা। ঋতুকাল মধ্যে তালাক দিলে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। এইরূপ বলপূর্ব্বক তালাক দেওয়াইলেও তালাক হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ আরবী ভাষায় বলে "আন্তে তালেকোন্" আর উহার অর্থ না বোঝে, তবে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। গাঁজা, ভাঙ্গ কি ঘোড়ার দুগ্ধ খাইয়া অচেতন হইয়া তালাক দিলে তালাক হইবে কি না?

শি। উহার উত্তর পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ বলেন, "আমি যে স্ত্রীকে বিবাহ করি সে আর আমার স্ত্রীর প্রতি তালাক" এস্থলে উহার যে স্ত্রী বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার প্রতি তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ

বা। তালাক দেওয়ার কোন নিয়ম আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। উহা তিন প্রকার যথা—আহসান, হাসান, বেদয়ী।

বা। উহার কিছুই বুঝিলাম না?

শি। ১। যে তোহরে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হয় নাই সেই তোহরে এক তালাক দেওয়া এবং ঐ অবস্থায় ইদ্দত অতীত হওয়া, ইহাকে "আহসান" বলে। ২। যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হয় নাই সেই রমণীকে ঋতুর মধ্যে কি তোহরের মধ্যে এক তালাক দেওয়া কিম্বা যে রমণীর সঙ্গে সহবাস করা হইয়াছে তাহাকে পৃথক

তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়া,(যদি ঋতুবতী হইয়া থাকেন) ইহাকে "হাসান" বলে। ৩। তিন তালাক কি দুই তালাক একেবারে কি দুই বারে দেওয়া এবং রাজাত না করা ইহাকে তালাক "বেদয়ী" বলে। অর্থাৎ তালাক হইবে কিন্তু তালাকদাতা পাপী। (স, হে, দো, কান, আ)

বা। যদি গুণাই হইল তবে তালাক কিরূপে হইবে ?যে কাজে গুণা হয় সে কাজ কিরূপে হয় ?

শি। (হাস্য মুখে বলিলেন) তোমার এরূপ বুদ্ধির প্রতি আক্ষেপ অর্থাৎ আফ্সোস বোধ হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, যদি অকারণে কেহ তোমার ঘাড়ে কয়েকটা কিল দেয়, তবে তাহার গুণা হইবে কি না ? তুমি তাহার নামে নালিশ করিবে কি না ?

বা। হাঁ অবশ্য তাহার গুণা হইবে। আমিও নালিশ করিব।

শি। কিল দিয়া গুণা করিয়াছে সে করিয়াছে, কিল ত হয় নাই ? কেন নালিশ কর ? কেননা এখনই বলিলে যেরূপ তালাকে গুণা হয় সে তালাক হয় না। আমিও বলি যদি উহাই সত্য হয়, তবে যে কিলে গুণা হয় সে কিল হয় না। এ সকল তর্ক মুর্খের মুখেই শোভা পায়।

বা। যদি এখন কেহ এই ফতওয়া দেন যে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হইবে না। উঁহাদের প্রতি শরার ফতওয়া কি ?

শি। যদি ভ্রমে বলিয়া থাকেন তবে তৌবা করুন, লোক মাত্রেরই ভ্রম আছে আর এমন কথা মুখে না আনেন। যেহেতু ঐরূপ তালাক দিলে শত শত কেতাবের মতে তালাক হয় এবং সেই স্ত্রী হারাম হয়, অতএব যিনি হারামকে হালাল করিবেন তিনি শরার ফতওয়া মতে কাফের হইবেন। (আ)

বা। কোরাণ কেতাব পড়িয়া কিরূপে কাফের হইবে ? একথা বিশ্বাস হয় না, এমন নমাজী,এমন মুত্তকি ব্যক্তি কাফের হইতে পারে না।

শি। বাপু হে ! তুমি আমাকে বকাইওনা; আরবের ইতিহাস পড় নাই

পয়গম্বর সাহেবকে কতজন দেখিয়া শুনিয়া কাফের হইয়া গিয়াছে তুমি ত তের শত বৎসরের দূরে। দেখ দেখি এজিদ৷ মুসলমান ছিল, তবে কেন এমামের প্রাণ মারিল? মনে করিয়া দেখ কারবালার মাঠে এজিদার সৈন্তেরা কি কি ঘটনা করিয়া ছিল? শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। তাহারাও ত মুসলমান বেশধারি নমাজি ছিল, অন্য কাফেরের সঙ্গে পারা যায়, কিন্তু নমাজি ও মুত্তকি বেশধারী কাফেরের সঙ্গে পারা ভার।

বা। এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে যে তিন তালাক হয় না, তাহা স্পষ্টরূপ আবুদাউদের হদিসে লেখা আছে, আপনারা বলেন "ফেকা" দিয়া।

শি। বাপু হে! তোমার এ সকল কথা শুনিয়া হাঁসি আসে, দেখ দেখি এমাম আবু দাউদ ঐ হদিসকে কি বলিয়া লিখিয়াছেন, এবং উহাতে আরও কিছু লেখা আছে কি না? তাহা বুঝি দেখিয়াও দেখ না "মওয়াত্তা" শরিফে এমাম মালেক সাহেব যে হদিস বর্ণনা করিয়াছেন ও "দারকুৎনিতে" যে হদিছ লিখিত আছে, তাহা বুঝি চক্ষে পড়ে না। আরও দেখ ছাহাবা তাবেইন, এমাম নখই, এমাম ছুরী, এমাম আবুহানিফা, এমাম মালেক, এমাম সাফাই, এমাম আহম্মদে হাম্বল, এমাম এছহাক, এমাম আবুছুর প্রভৃতি এমামের এই কথার প্রতি ফতওয়া দিয়া গিয়াছেন। আইনী দেখিতে বুঝি অনিচ্ছা হয়? উহা কি একেবারে তুচ্ছ হইল? ফতেহাল কদির কি চক্ষে পড়ে না? কাফেরীর কূপে কি এমনি ঝুকিয়া পড়িতে হয় যে কেহ হাত ধরিয়া টানিলেও আসিতে চাও না? তোমাদের এ অবস্থা ও বুদ্ধি দেখিয়া আক্ষেপ বোধ হয়। মদিনা, রোম, স্যাম, মেছের, এমন, কাবুল, কান্দাহার, বোখারা, হিন্দুস্থান, বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল দেশর লোকের এক কথা এক চলন, তোমাদেরই এক কথা এক চলন, এদেশীয় আলেমের কথা ত মানই না, হিন্দুস্থানের আলেমেরাও

বুঝেই না, মক্কা মদিনাতে ত বেদাতে ভরা, এমামেরাত খালাতো ভাইর বেটা অর্থাৎ তাহাদের হইতে তোমারই বেশী বুঝ, তাবেইন তাবে তাবেইনের কথাতো দলিলই না, হজরত ওমোরতো বেদাতী ছিলেন, বাকী ছিলেন পয়গম্বর সাহেব তাঁহাকেও ধরিয়াছ।সেরপুর অঞ্চলে তিন তালাকী মেয়েলোককে দ্বিতীয় পতির বিনা সহবাসে পূর্ব্ব স্বামীর জন্য হালাল করিতেছে, এখন সহি বোখারী ও সহি মোসলেমের হদিস কোথায় রহিল ? এবং হদিস কোথায় মানিলে ? কাজ কর শয়তানের নাম লও হদিসের আর কি কাফেরী গাছে ধরে। কাফেরী কর নিজেই কর আহা! যে সকল মুসলমানেরা কিছুই জানেনা অকারণে সেই বেচারা দিগকে কেন কাফের বানাও, তাহারা তোমাদের কি ক্ষতি করিয়াছে ? আর বাকি নাই, মোকাম মঞ্জিল সব তামাম করিয়াছ, ইমানের দফাত কাপাস। যদি এই সময় হজরত ওমর থাকিতেন তবে দোর্‌রার পটাপটির পরিসীমা থাকিত না। কোন্ জঙ্গলে কোন্ গর্ত্তে লুকাইতে কেহ খুজিয়াও পাইত না। আল্লা তোমাদিগকে হেদায়েত করুন।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমাকে কেনায়া তালাকের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কেনায়া তালাক কাহাকে বলে ?

শি। তালাকের শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ বলিয়া তালাক দেওয়া ইহারই নাম "তালাকে কেনায়া" উহা দুই প্রকার ?

বা। কি কি দুই প্রকার ?

শি। প্রথম। এদ্দতে বস, রেহেম শুদ্ধ কর, তুমি একা এই সকল শব্দের কোন শব্দ স্ত্রীকে বলিলে এক তালাক রাজাই হইবে। (স)

দ্বিতীয়। তুই পৃথক, তুই হারাম, তুই পতি হইতে খালি, তুই নারাজ আছিস, তুই আজাদ, তুই চাদর পরিধান কর, তোর দড়ি

তোর ঘাড়ে, তুই তোর মালিকের সাতে মিলিয়া যা, তোর কর্ত্তার জন্য তোকে হেবা দিয়াছি, তোকে বিদায় দিলাম, তুই হইতে আমি পৃথক, তোকে আমি ছেড়ে দিয়াছি, তোর কাম তোর হাতে, তোর পত্নিকে তুই স্বাধীন কর, তুই দূর হ, তুই তোর পতির চেষ্টা কর, এই সকল শব্দের কোন শব্দ বলিলে যদি এক তালাকের মনম করিয়া থাকে তবে এক তালাক বায়েন হইবে। দুই তালাক মনন করিয়া থাকিলে দুই তালাক বায়েন হুইবে এবং তিন তালাকের মনন করিলে তিন তালাক হইবে। (স)

বা। যদি কিছুই মনন না করে তবে কি হইবে?

শি। কিছুই হইবে না বৃথা যাইবে। (স)

বা। তালাকের কথা আন্দোলন হইতে ছিল ইহার মধ্যে ঐ দ্বিতীয় প্রকারের শব্দ গুলার কোন একশব্দ বলিলে তালাক হইবে কিনা?

শি। হাঁ তালাক হইবে। এখানে মনন অর্থাৎ নিয়তের আবশ্যক রাখে না উহাকে আরবী ভাষায় "মোজাকেরাৎ তালাক" বলে। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমাকে ভারার্পিততালাকের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ভারার্পিত তালাক কাহাকে বলে?

শি। তালাকেরভার কাহাকেদেওয়াকেই ভারার্পিত তালাকবলে,আরবী ভাষায় উহা "তফ্‌বিজ" তালাক বলিয়া বর্ণনা আছে। (স, আ)

বা। স্ত্রীকে ঐ ভার অর্পণ করা যায় কিনা?

শি। হাঁ করা যায়। (স, আ)

বা। তবেত ভালুকের হাতে খন্তা দেওয়া হয়।

শি। ইহাতে সন্দেহ কি,কিন্তু সকল মেয়েলোক একরূপ হয় না। আদৌ তোমাকে সতর্ক করিতেছি সকল কর্ম্মই ভাবিয়া করিও, করিয়া ভাবিও না।

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন তোমাকে তুমি তালাক দাও এই কথা

বলিবা মাত্র সে বলিল "তালাক দিলাম" তবে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু সভা ভঙ্গের পর বলিলে হইবে না। (স)

বা। কিরূপে সভা ভঙ্গ হয়?

শি। মনে করিয়া দেখ পূর্ব্বে উহার বর্ণনা করিয়াছি।

বা। যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে বলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তালাক দিলাম, স্ত্রী বলিলেন যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আমারও ইচ্ছা, পতি বলিলেন হাঁ আমার ইচ্ছা আছে, এমতাবস্থায় তালাক হইবে কি না?

শি। না। কেননা ইচ্ছা ইচ্ছাতেই কথা সমাপন হইল। কিন্তু যদি পতি পরে বলিতেন হাঁ তোমাকে তালাক দেওয়া আমার ইচ্ছা তবে তালাক হইত। (স, হে)

বা। যদি তালাকের মনন করিয়া থাকেন, তবে তালাক হইবে কি না?

শি। না। (স, হে)

বা। যাহা হউক। কথার আভাষে তালাক দেওয়া প্রকাশ পায় কি না?

শি। হাঁ প্রকাশ পায় বটে। কিন্তু শরাতে যে থানের যে নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে তাহাতে কথা চলে না।

বা। এক জন মেয়েলোকের পিতা ও কুটুম্বগণ একত্র হইয়া তাঁহার পতিকে বলিলেন তুমি তালাক দাও, তাহাতে পতি বলিলেন দিব না, এই কথায় ঘোরতর বিবাদ হয়। পরিশেষে পতি অপারগ হইয়া শ্বশুরকে বলিলেন "আপনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন করুন" ইহা বলিবামাত্র তিনি বলিলেন, "তালাক দিলাম" এমতাবস্থায় তালাক হইবে কি না?

শি। না। (স, হে)

বা। যদি তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করা যায়, এবং ঐ উকীলে তালাক দেয় তবে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। যদি রাজাই এক তালাক দেওয়ার জন্য উকীলকে বলিয়া দেওয়া যায়, এবং ঐ উকীলে এক তালাক বায়েন দেয়, তবে কোন্ তালাক হইবে ?

শি। যাহা বলিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহাই হইবে উকীলের অন্যথা করা খাটিবে না। এইরূপ এক তালাক বায়েন দেওয়ার কথা বলিয়া দিলে উকীল যদি রাজাই এক তালাক দেন তবেও এক তালাক বায়েন হইবে, উকীলের অন্যথা করায় কোন দোষ ঘটিবে না। (আ)

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন, তোমার তালাকের কর্ম্ম তোমার হাতে আর তিন তালাকের মনন করেন, ইহা বলিবামাত্র স্ত্রী বলিলেন, "আমি আমাকে এক তালাক দিলাম" তবে কয় তালাক হইবে ?

শি। তিন তালাক হইবে। (স)

বা। যদি কেহ আপন ভার্য্যাকে বলে তুমি তোমাকে এক তালাক দাও তাহাতে তাহার স্ত্রী তিন তালাক দিলেন, এস্থলে কয় তালাক হইবে ?

শি। এমাম আবু হানিফা বলেন, এক তালাকও হইবে না, কিন্তু তাঁহার প্রধান দুই জন শিষ্য বলেন, এক তালাক হইবে। (স)

বা। সে দুইজন কে কে ?

শি। এমাম আবু ইউসফ ও এমাম মহম্মদ।

বা। যদি কেহ স্বীয় রমণীকে বলে, তুমি আমাকে তিন তালাক দাও তাহাতে এক তালাক দিলে তিন তালাক হইবে কি না ?

শি। না। এক তালাক হইবে। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমাকে আবদ্ধ তালাকের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। আবদ্ধ তালাক কাহাকে বলে ?

শি। কোন বস্তুর সহিত আবদ্ধ করিয়া তালাক দেওয়াকে আবদ্ধ তালাক বলে, আরবী ভাষায় উহাকে তালাকে মুয়াল্লাক বলে।

বা। সে কেমন?

শি। যেমন কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে বলিলেন, যদি তুমি অমুক কর্ম্ম কর, তবে তোমার প্রতি তালাক, এস্থলে ঐ রমণী সেই কর্ম্ম করিলে তালাক হইবে। (স)

বা। যদি কেহ ভিন্ন মেয়েলোককে বলেন, যদি তোমার সঙ্গে কথা বলি তবে তোমার প্রতি তালাক, এস্থলে সেই রমণীকে বিবাহ করিয়া কথা বলিলে তালাক হইবে কি না?

শি। না। কেননা বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন নাই একারণ হইবে না। (আ)

বা। যদি কেহ কোন মেয়েলোককে বলেন, যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে তোমার প্রতি তালাক, এস্থলে বিবাহ করিলে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। এইরূপ যদি কেহ বিবাহ সময় এই শর্ত্ত করেন যে তুমি বর্ত্তমান থাকিতে আর বিবাহ করিতে পারিব না, যদি বিবাহ করি তবে সেই স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক হইবে, এস্থলে পরে বিবাহ করিলে তিন তালাক হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ ভার্য্যাকে বলেন, যদি তুমি ঘরে যাও তবে তোমার প্রতি তিন তালাক, পরে ঐ ঘরে গেলে তিন তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। ঐরূপ শর্ত্ত করিয়া তিন তালাক দিলে উহাকে দ্বিতীয় জন বিবাহ করার অগ্রে পুনর্ব্বার বিবাহ করা যায় কি না?

শি। না। কিন্তু একটী ছল অবলম্বন করিলে বিবাহ করিতে পারা যায়। (আ)

বা। শরাতেও কি ছল আছে?

শি। না ছল নয় একটী হেতু অবলম্বন করিতে হইবে।

বা। কি হেতু ?

শি। ঘরে যাওয়ার অগ্রে ঐ ভার্য্যাকে এক তালাক দেন এবং উহাকে "রাজায়াৎ" না করেন। পরে তালাকের নিয়মিত কাল অতীত হইলে ঐ রমনী ঘরে যান, তৎপর ঐ রমণীকে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, এইরূপ করিলে তিন তালাক হইবে না। (আ)

বা। রাজায়াৎ কি বুঝিলাম না ?

শি। কয়েকটা কথার পরে উহার বর্ণনা করিতেছি।

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি রোজা রাখ তবে তোমার প্রতি তালাক, এস্থলে ঐ রমনী রোজা রাখিলে তালাক হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। (আ, স)

বা। যদি দুই চারি দণ্ড রোজা রাখিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে কি হইবে ?

শি। তবেও তালাক হইবে। কিন্তু যদি বলিত তুমি এক দিবস রোজা রাখিলে তোমার প্রতি তালাক, তবে সূর্য্যাস্ত না হইলে তালাক হইত না। (আ,,স)

বা। যদি কেহ গর্ভবতী ভার্য্যাকে বলেন, যদি এবার তোমার পুত্র হয় তবে তোমার প্রতি এক তালাক, এবং কন্যা হইলে দুই তালাক হইবে। দৈব ঘটনা ক্রমে একটী পুত্র ও একটী কন্যা যময প্রসব করিলেন, এস্থলে কয় তালাক হইবে ?

শি। যদি পুত্র অগ্রে জন্মিয়া থাকে, তবে এক তালাক হইবে। এবং কন্যা অগ্রে প্রসব করিয়া থাকিলে দুই তালাক হইবে। (স)

বা। যদি অগ্র পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে না পারা যায়, তবে কি হইবে ?

শি। এক তালাক হইবে কিন্তু "তন্‌জিহান" অর্থাৎ নির্ম্মল হওয়ার জন্য দুই তালাক হইবে। আর একটী কথা তোমাকে এই বলি অসম্ভব কথার সহিত আবদ্ধ করিয়া তালাক দিলে তালাক হইবে না। (আ)

বা। সে কেমন ?

শি। যেমন কেহ আপন ভার্য্যাকে বলিলেন, যদি সুচিকার মার্গ দিয়া

হাতী যায় তবে তোমার প্রতি তালাক, এই কথাতে তালাক হইবে না। (আ)

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি বাপের ঘরে যাও তবে তোমার প্রতি তালাক, এস্থলে বাপের ঘরে গেলে তালাক হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত গেলে তালাক হইবে না। (আ)

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন যদি তোমাকে "বৈতাল" অর্থাৎ কুলটা বলি তবে তোমার প্রতি তালাক, পরে উহাকে বৈতাল না বলিয়া উহার পুত্রকে বৈতালির পুত্র বলিলে তালাক হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। (আই)

বা। যদি কোন পুরুষ মরণাপন্ন সময় রাজাই কি বায়েন তালাক দিয়া তালাকের নিয়মিত কালমধ্যে পরলোক প্রাপ্তহন তবে ঐ তালাকি স্ত্রী তাঁহার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। নিয়মিত কালান্তে মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকিবে না। (স, হে)

বা। যদি কোন রমণীর শয্যাগত পীড়িতাবস্থায় তাঁহার স্বামী তাঁহাকে রাজাই তালাক দেন এবং নিয়মিত কাল মধ্যে ঐ রমণীর মরণ হয় তবে পতি স্ত্রীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারি হইবেন কি না ?

শি। হাঁ হইবেন। (স, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ তোমাকে রাজাতের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। রাজাৎ কাহাকে বলে ?

শি। এক তালাক অথবা দুই তালাক রাজাই প্রদান করিলে তালাকের নিয়মিত কাল মধ্যে পুনর্ব্বার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করাকে "রাজাৎ" বলে। (স, হে, আ)

বা। তালাকের নিয়মিত কাল কত দিনের হয় ?

শি। কিছু পরে উহা বর্ণনা করা যাইবে।

বা। কোন্ প্রকারের তালাক দিলে স্ত্রীকে আনিতে পারা যায় না ?

শি। তিন তালাক কি তালাকের বায়েন দিলে তালাকের নিয়মিত কাল মধ্যে কি পরে আবার বিবাহ করিয়া আনিতে পারে। (স, হে, আ)

বা। শ্বশুর সাহেব আমার শ্বাশুড়ীকে তালাক দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি ?

শি। যাঁর কথা তাঁর মুখে না শুনিলে কিছু বলা যায় না তুমি যাইয়া তোমার শ্বশুরকে পাঠাইয়া দাও।

বালকের গমন ও তস্য শ্বশুর মুছার আগমন।

মু। আস্সালাম আলায় কোম্।

শি। ও আলায়কোম আস্সালাম রহম তোল্লাহে। মিঞা আপনে কে ? নাম কি ? বাড়ী কোথায় ? কি জন্যে এখানে আসা হইয়াছে ?

মু। সাহেব। আমাকে চেনেন না ? আমার নাম মুছা বাড়ী এই গ্রামেই, আপনার নিকট কোন বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি, আমারই জামতা সাহেবের নিকট পড়েন সে সম্বন্ধে সাহেব আমার বেহাই হন।

শি। (হাস্য করিয়া বলিলেন) বেহাই। কি বিপদে ঠেকিয়াছেন ?

মু। সাহেব ! শুনিয়া থাকিবেন আমি সেই অভাগিনীকে তিন তালাক দিয়াছি, এখন কি করি লোকেও মন্দ বলে, ছেলেয়াও লজ্জা পায়, মনেও মানে না, দেখিলে সেও কাঁদে আমিও কাঁদি, দেখুন দেখি কোন রূপে তাহাকে পুনরায় আনা যায় কি ?

শি। না, কিন্তু যদি কেহ ঐ রমণীকে বিবাহ করিয়া সঙ্গম করতঃ তালাক দেন কি মৃত্যু হন, তবে তাঁহার তালাকের কি মৃত্যুর নিয়মিত কাল অতীত হইলে আপনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন। (স, হে, আ)

মু। যদি কোন ব্যক্তি আমার কাঁদা কাটী দেখিয়া দয়া করতঃ বিবাহ

করিয়া তালাক দেন, তবে আমি বিবাহ করিতে পারি কি না? এবং আবার অন্ত হালাল হইবে কি না।

শি। হাঁ যদি সহবাস হয় তবে পারেন নচেৎ না। আদৌ এরূপ দয়াবান হইয়া ঐ মানসটী মনে রাখিয়া বিবাহ করিয়া সঙ্গম করতঃ তালাক দেওয়া অধিক পুণ্যের বিষয়।

মু। তবে বিবাহ করিয়া ছেড়ে দেওয়া, চুকাইয়া লইতে পারি কি না?

শি। হাঁ পারেন কিন্তু মকরুহ হইবে। (স)

মু। মকরুহ ত হইবে কিন্তু কাজতো সিদ্ধ হইল আবার ইহাতেও একটু দোষ দেখি, মেয়েলোকটার চিকনা চাকনা রঙ ঢঙ দেখিয়া যদি পরে তালাক না দেয়, তখন উপায়?

শি। একটা হেতু আছে সে মত করিলে কাহারই চাতুরী খাটিবে না।

মু। সাহেব তবে আপনার পায়ে পড়ি সেই হেতুটার কথা আমাকে বলিয়া দিন, তা হলে আমি রক্ষা পাই।

শি। বলিতেছি শুনুন, যাহার সঙ্গে বিবাহ দিবেন, ইজাব করা কালে এইরূপ যেন শর্ত্ত করেন যে, "বিবাহের পর সঙ্গম করা মাত্র ৫০০০০ টাকার মোহর দিব। যদি দিতে না পারি তবে তোমার প্রতি তিন তালাক"। তবে সহবাস হওয়া মাত্রই তালাক হইবে। কেননা কখনই এত টাকার মোহর দিতে পারিবে না। (দৈ)

মু। যদি দেয়।

শি। যে পরিমাণ দিতে না পারে সেই পরিমাণ ধার্য্য করিয়া শর্ত্ত করিবেন তবেই আশা পূর্ণ হইবে।

মু। সাহেব! যাহা বলিলেন ইহাতেও মনটা ভাল লাগেনা দেখুনতো যুবার নিকট বিবাহ না দিয়া বুড়া থুড়া কি ছেলে পেলের নিকট বিবাহ দিলে হইতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে যদি সঙ্গম করার শক্তি রাখে, এবং রস বোধ হয় এনজাল হউক বা না হউক। (স, হে, আ)

মু। সাহেব! সকলই শুনিলাম আমি এখন বিদায় হই, যা পারি

একটা করিতে হইবেই হইবে। জামতাকে যাইয়া পাঠাইয়া দেই।

মুছার গমন ও বালকের আগমন।

বা। স্ত্রীকে "রাজাৎ" করা সময় কি কি কর্ম্ম করিতে হইবে?

শি। স্ত্রীকে জানাইতে হইবে এবং দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী করিতে হইবে। শরাতে উহাকে মস্তহাব বলিয়াছে। (স)

বা। স্ত্রীর অজ্ঞাতে কি বিনা সাক্ষীতে রাজাৎ করিতে অর্থাৎ বিবাহ মধ্যে আনিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। (আ)

বা। রাজাৎ করা সময় কিছু বলিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ "স্ত্রীকে রাজাৎ করিলাম" ইহাই বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সঙ্গম করিলে, কি কামভাবে চুম্ব দিলে, অথবা স্পর্শ করিলে, কি ভগ স্থান দৃষ্টি করিলেও রাজাৎ হইবে। মুখে বলার আবশ্যক নাই, কিন্তু কামভাব ব্যতীত চুম্ব দিলে কি স্পর্শ করিলে, কি যোনি স্থান দৃষ্টি করিলে রাজাৎ হইবে না। (স, হে)

বা। যদি পতি বলেন তোমাকে নিয়মিত কাল মধ্যে রাজাত করিয়াছি, এস্থলে রাজাৎ হইবে কি না?

শি। না, কিন্তু ঐ রমণী স্বীকার পাইলে রাজাৎ হইবে। (স, হে)

বা। তিন তালাক বায়েন দিলে বিবাহ করিতে পারে কি না?

শি। না, কেবল এক তালাক কি দুই তালাক বায়েন দিলে বিবাহ করিতে পারিবে। (স, আ)

বা। নিয়মিত কাল লইয়া দম্পতি অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে স্ত্রীকে শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় কি না?

শি। না, কেননা এ বিষয় শপথ দেওয়া নিষেধ লিখিয়াছে। (স, আ)

বা। যে স্ত্রীকে রাজাই তালাক দেওয়া যায় সে রমণী বেশ ভূষা করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। কেননা পতি বেশ ভূষা দেখিলে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন। (স, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ইলার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ইলা কাহাকে বলে?

শি। ভার্য্যা-সঙ্গে কোন কাল পর্য্যন্ত সঙ্গম না করা, এই শর্ত্তে শপথ করাকে শরাতে "ইলা" বলে। ঐ কাল চারি মাস কি চারি মাসের অধিক হয়। কিন্তু চারি মাসের এক দিবস ন্যুন হইলে ইলা হইবে না। (স, হে)

বা। কেমন করিয়া শপথ করিলে ইলা হইবে?

শি। যেমন—পতি তন্ত স্ত্রীকে বলিলেন, আমি আল্লার কসম অর্থাৎ শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার নিকট যাইব না, কি তোমার সঙ্গে চারি মাস সঙ্গম করিব না। (স)

বা। যদি কেহ চারি মাসের ন্যুন কালের শপথ করিয়া ঐ রমণীর সঙ্গে শপথের কাল মধ্যে সঙ্গম করেন, তবে কি হইবে এবং না করিলে কি হইবে?

শি। সঙ্গম করিলে শপথ ভঙ্গ হইবে এবং কাফারা অর্থাৎ দণ্ড দিতে হইবে। সঙ্গম না করিলে কিছুই দিতে হইবে না। কিন্তু এক তালাক বায়েন হইবে। (স, হে, কান, দো)

বা। শরাতে ইলা ভঙ্গের কি দণ্ড নিরূপণ আছে।

শি। শপথ ভঙ্গের যে দণ্ড তাহা দিতে হইবে। উহার বিবরণ কিছু পরে বলিব। (স, আ)

বা। যদি কেহ রাগান্বিত হইয়া স্ত্রীকে বলেন "তুমি আমার প্রতি হারাম" তবে কি হইবে?

শি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তুমি কি মানসে ইহা বলিলে? যদি বলে তালাকের মানসে তবে এক তালাক বায়েন হইবে, যদি বলে

জেহারের অভিপ্রায়ে তবে জেহার হইবে,যদি বলে মিথ্যা বলিয়াছি তবে কিছুই হইবে না। যদি হারাম করার মানসে বলে কি কিছুই মানস না করে, এই দুই অবস্থায় ইলা হইবে। (স, হে, কাম, দো,)

বা। জেহার কাহাকে বলে ?

শি। কিছু পরে উহার বিবরণ বলিতেছি।

বা। আপনি বলিলেন সঙ্গম করিলে উহা ভঙ্গ হয়। যদি স্ত্রীপুরুষ মধ্যে কেহ পীড়িত থাকা বশতঃ কি স্ত্রী নাবালগা বিধায় কি স্ত্রী সঙ্গম করিতে অস্বীকার হওয়ায়, কি প্রবাসে থাকা কারণে ইলার নিরূপিত কাল মধ্যে সঙ্গম করিতে না পারেন, তবে কিরূপে ইলা ভঙ্গ করিবেন।

শি। কেবল মুখেমুখে রুজু করিলে অর্থাৎ বিবাহ পথে আনিলে ইলা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু যদি ঐ সকল দোষ ইলার নিরূপিত কাল মধ্যে দূরিকৃত হয়, তবে সঙ্গম করিয়া ইলা ভঙ্গ করিতে হইবে। মুখে মুখে যে বলিয়াছিল তাহাতে কাম চলিবে না। (স, হে, কান, দা।)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার খোলার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। খোলা কাহাকে বলে।

শি। দম্পতিরমধ্যে কলহউপস্থিত হইলে যদি পৃথক হওয়া ব্যতীত বিবাদ নিবারণের অন্যকোন উপায় নাথাকে তবেপতিকে কিছুদিয়া তালাক লওয়াকে "খোলা" বলে। যদি কলহ মেয়েলোক হইতে হইয়া থাকে তবে যে পরিমাণ মহর দেওয়া হইয়াছে, তাহা লওয়া বাধা নাই, বেশী লওয়া মকরুহ, কিন্তু পুরুষ হইতে, কলহ হইয়া থাকিলে খোলার পরিবর্তে স্ত্রী হইতে কিছু লওয়া মকরুহ। (স, দো।

বা। খোলাতে কয় তালাক হইবে ?

শি। এক তালাক বায়েন হইবে এবং যাহা দেওয়া স্বীকার পাইয়াছে তাহা পতিকে দিতে হইবে। কিন্তু শূকর কি শরাব দেওয়া পরি-

বর্ত্তে খোলা করিলে, কি তালাক লইলে, কিছুই দিতে হইবে না এবং খোলাতে তালাক বায়েন হইবে ও তালাকে রাজাই তালাক হইবে। (স. কানু)

বা। যদি কোন মেয়েলোক পতিকে বলেন, আমার হাতে যাহা আছে তাহা সমুদয় আপনাকে দিব, আপনি আমাকে তালাক দেন, ফলিতার্থে ঐ স্ত্রীর হাতে কিছুই ছিলনা, ইহাতে যদি পতি স্বীকার পাইয়া তালাক দেন, তবে তালাক হইবে কি না? এবং পতি কিছু পাইবেন কি না?

শি। এক তালাক বায়েন হইবে। এবং পতি কিছুই পাইবেন না। (দো, তাতা)

হে বালক! যদি কোন মেয়েলোকে তস্য পতিকে বলেন, আমাকে তিন তালাক দেন আমি এক শত টাকা দিব। যদি পতি স্বীকার পাইয়া তালাক দেন, তবে তিন তালাক হইবে। এবং ঐ টাকাও দিতে হইবে। যদি চাতুর্য্য করিয়া এক তালাক দেন, তবে ঐ টাকার তৃতীয়াংশ দিতে হইবে। (স. হে)

বা। যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার সম্পত্তি দেওয়া পরিবর্ত্তে তাঁহার পিতা তালাক লন তবে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ তালাক হইবে এবং মহরও দিতে হইবে কিন্তু স্বামী কিছুই পাইবেন না। আদৌ পিতা যদি উহা দেওয়ায় জামিন হইয়া থাকেন, তবে নিজ সম্পত্তি দ্বারা পরিশোধ করিবেন মহরের কোন অংশ ধ্বংশ হইতে পারিবে না। (স, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার জেহারের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। জেহার কাহাকে বলে?

শি। মাতৃ ও পিতৃ বংশজাতা ও দুগ্ধ দাতা পিতার বংশজাতা যে সকল মেয়েলোককে বিবাহ করা শরাতে হারাম লিখিয়াছে,

তাহাদের শরীরেরসহিত স্বীয় রমণীর শরীরের তুলনাদিলে উহাকে "জেহার" বলে। (স, হে)

বা। এরূপ তুলনা দিলে কি হইবে?

শি। কাফ্ফারা অর্থাৎ রোজা ভঙ্গের যে দণ্ড তাহাই দিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত উহা পরিশোধ না করিবেন সে পর্য্যন্ত সঙ্গম করা, চুম্ব দেওয়া, স্পর্শ করা হারাম, কিন্তু যদি দৈবাৎ ঘটে তবে আস্তাগফার পড়িবে। তজ্জন্য কোনও দণ্ড দিতে হইবে না। সাবধান! কখনও যেন ও রূপ না ঘটে। (স)

বা। সমুদয় শরীরের সহিত তুলনা না দিলে জেহার হইবে কি না?

শি। না। কিন্তু মেয়েলোকের যে সকল স্থান দেখা হারাম অর্থাৎ নিষেধ সেইসেই স্থানের সহিত তুলনা দিলে অবশ্য জেহার হইবে। যথা মস্তক, পৃষ্ঠ, উরু ভগস্থান ইত্যাদি। (স, আ)

বা। উহার একটী উদাহরণ দিন?

শি। যেমন তোমার শ্বশুর তাঁহার ভার্য্যাকে বলিলেন যে, হে প্রিয়ে! "তোমার মাথা ঠিক আমার ভগ্নির মাথার মত" এইরূপ বলিলে জেহার হইবে। (স, আ)

বা। যদি আপনার শ্বশুর তাঁহার ভার্য্যাকে বলেন, হে বিধুমুখি তোমার অর্দ্ধেক কি তৃতীয়াংশ শরীর আমার ভগ্নির মত,তবে জেহার হইবে কি না?

শি। (হাস্যমুখে বলিলেন) হাঁ হইবে। (স, আ)

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন তুমি আমার মাতার মত, তবে জেহার হইবে কি না?

শি। যদি মাতার মত শুশ্রূষাকারী জ্ঞান করিয়া থাকেন,তবে জেহার হইবে না, আর তুলনার মানসে বলিয়া থাকিলে তালাক বায়েন হইবে, আর কিছুই মানস করিয়া না থাকিলে বৃথা যাইবে। হে বালক! যদি কেহ তুলনা না দিয়া স্ত্রীকে কেবল মা বলে কি ভগিনী বলে তবে কিছুই হইবে না কিন্তু যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন তুই আমার

মাতার মত হারাম,তবে তালাকের ইচ্ছায় বলিয়া থাকিলে তালাক হইবে, জেহারের ইচ্ছার বলিলে জেহার হইবে। (অ, চ)

বা। যদি স্ত্রী পতিকে বলে তুই আমার বাপ কি ভাইয়ের মত, তবে জেহার হইবে কি না?

শি। না তবেত দুষ্ট মেয়েলোক গুলার সঙ্গে পারা কঠিন হইত। (ন)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার সঙ্গমাশক্তের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। সঙ্গমাশক্ত কাহাকে বলে?

শি। কামভাব না থাকিলে কি অণ্ডকোষ শূন্য হইলে কি নপুংসক কি মন্ত্র দ্বারা কামভাব রহিত হইলে, কি নির্ব্বোধ হইলে কি বৃদ্ধ হইলে, এই সকল কারণে যদি পতি সঙ্গমে অপারগ হন তবে তাহাকে সঙ্গমাশক্ত বলিতে হইবে। (আ)

বা। পতি ঐ সকল কারণ বশতঃ অপারগ হইলে কি হইবে?

শি। যদি মেয়েলোকটা পৃথক হইতে চায় তবে বিচারকর্ত্তা একবৎসরের সময় করিয়া দিবেন। যদি ঐ কাল মধ্যে পতি সঙ্গম করিতে না পারেন তবে তাঁহার স্ত্রীকে উহা হইতে পৃথক করিয়া দিবেন, ঐ পৃথকে এক তালাক হইবে। (স)

বা। যদি স্ত্রী বলে পতির সঙ্গমের শক্তি নাই পতি বলেন আছে এবং স্ত্রী পতি হইতে পৃথক হইতে চায় তবে বিচারপতি কিরূপে মীমাংসা করিবেন?

শি। তিনজন কি ইহার অধিক মেয়েলোক দ্বারা পরীক্ষা করিবেন ঐ মেয়েলোকটী বাকেরা কি ছাইবা, যদি ঐ মেয়েলোকেরা উহাকে ছাইবা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তবে পতিকে হলফ দেওয়া যাইবে, যদি হলফ করেন মেয়েলোকের দাবি বৃথা যাইবে। যদি হলফ না করেন কিম্বা মেয়েলোকেরা বাকেরা বলিয়া উহাকে ব্যাখ্যা করেন

তবে বিচারপতি এক বৎসরের সময় দিবেন। যদি পতি ঐ কাল মধ্যে সঙ্গম করিতে শক্তিবান হন তবে বাধা নাই নতুবা পৃথক করিয়া দিবেন। (স, আ)

হে বালক ! যদি পতি উন্মাদ হন, কি শ্বেত কুষ্ঠ, কি গলিত কুষ্ঠ রোগে পীড়িত হন, তবে স্ত্রী পৃথক হইতে পারিবে না।'(দো, স)

ইহা বলিয়াশিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার নিয়মিত কালের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। নিয়মিত কাল কাহাকে বলে ?

শি। মেয়েলোক বিধবা হইলে কি তালাক পাইলে কোন একসময় পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহাদি কর্ম্ম স্থগিত থাকা, উহাকে নিয়মিত কাল বলে, উহা আরবী ভাষায় 'এদ্দৎ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স, হে)

বা। ঐ নিয়মিত কাল কোন্ দিবস অবধি ধরা যায় ?

শি। যে দিবস বিধবা কি তালাক হয়, সেই দিবস হইতে ধর্ত্তব্য করা যায়, কিন্তু ঘটনা বিশেষে ন্যূনাধিক হয়। (স, হে, দো)

বা। সে কিরূপ ?

শি। বিধবা মেয়েলোকের নিয়মিত কাল পতির মৃত্যু দিবস হইতে চারি মাস দশ দিবস পর্য্যন্ত। আর তালাকের নিয়মিত কাল ঋতুবতী হইলে তালাকের দিবস হইতে তিন ঋতু পর্য্যন্ত নতুবা তিন মাস। (স, হে, আ)

বা। গর্ভবতী বিধবা হইলে কিতালাক পাইলে তাহারও কি ঐ নিয়ম ?

শি। না, গর্ভ প্রসব পর্য্যন্ত উহার নিয়মিত কাল হইয়া থাকে। গার্ভিনীর পতি নাবালগ হইলেও ঐ নিয়ম। (স, হে, হে)

বা। গর্ভিনীর পতি নাবালগ হইলে ঐ গর্ভজাত সন্তানের পিতা কে হইবেন ?

শি। যিনি হইবার তিনিই হইবেন, নাবালগ হইবেন না। (স)

বা। যদি ঋতু মধ্যে তালাক দেয়, তবে ঐ ঋতু নিয়মিত কালের মধ্যে গণ্য হইবে কি না?

শি। না। (স, আ)

বা। ৫৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তালাক দিলে তাহার নিয়মিত কাল কত দিন হইবে?

শি। তিন মাস হইবে, কিন্তু ঐ কাল অতীত না হইলেই যদি ঋতুবতী হন, তবে তিন ঋতু নিয়মিত কাল হইবে। এবং গর্ভিণী হইলে গর্ভ প্রসব পর্য্যন্ত নিয়মিত কাল হইবে। (স, আ, হে)

এইরূপ যে অবস্থায় তালাকি মেয়েলোকের নিয়মিত কাল মাসের প্রতি হয়, যদি ঐ কাল অতীত না হইতে ঋতুবতী হন তবে তাহারও নিয়মিত কাল তিন ঋতু পর্য্যন্ত হইবে। (স, হে, ছে, আ)

বা। কোন্ কোন্ মেয়েলোকের নিয়মিত কাল হয় না?

শি। এ দেশে তিন জনের, প্রথম খেলওয়াতে সহিহা কি সঙ্গম করার পূর্ব্বে তালাক দিলে, দ্বিতীয় দুই ভগিনীকে একত্র বিবাহ করিলে, তৃতীয় চারি জনের অধিক ভার্য্যা করিলে নিয়মিত কাল হয় না। (অ, ক)

বা। পুরুষের নিয়মিত কাল আছে কি না?

শি। না। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি বায়েন তালাক দিয়া মৃত্যু হন, তবে তাঁহার স্ত্রীর নিয়মিত কাল, তালাকের কি মৃত্যুর হইবে?

শি। যে নিয়ম দীর্ঘ হয় তাহাই হইবে। (স)

বা। যদি কোন সধবা হিন্দু মেয়েলোক মুসলমান হন, তবে তাহার নিয়মিত কাল আছে কি না?

শি। না। কিন্তু গর্ভিণী হইলে গর্ভ প্রসব পর্য্যন্ত নিয়মিত কাল হইবে। (হে, আ)

হে বালক! স্ত্রী বিবেচনা করিয়া অপর রমণীর সঙ্গে সহবাস করিলে, তাহার নিয়মিত কাল তিন ঋতু হইবে, যদি ঋতুবতী হন

নচেৎ তিন মাস। এই নিয়ম "মোতা, মোয়াক্কাতের" জানিও।

বা। নিয়মিত কাল মধ্যে কি কি কাজ নিষেধ?

শি। বেশ ভূষা করা, হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র পরিধান করা, সুগন্ধি তৈলাদি আচরণ করা, হস্ত পদাদিতে মেন্দির রঙ্ করা, সুরমা দেওয়া এই সকল কর্ম্ম নিষেধ। কিন্তু কোন আপত্তি থাকিলে নিষেধ নাই। (স, হে, আ)

বা। কোন্ কোন্ মেয়েলোক বিনাপত্তে নিয়মিত কাল মধ্যে ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পারেন?

শি। অপ্রাপ্ত বয়স্কা, উন্মাদিনী, রাজাই তালাক প্রাপ্তা এই সকল মেয়েলোক পারেন। (হে, আ)

বা। নিয়মিত কাল অর্থাৎ এদ্দৎ মধ্যে বিবাহ করা যায় কি না?

শি। যে রমণীর নিয়মিত কাল অতীত হয় নাই তাহাকে বিবাহ করা দূরে থাকুক, স্পষ্টরূপ বিবাহের কথা বলাও নিষেধ। কিন্তু কোন ইঙ্গিতে বিবাহের কথা জানাইলে দোষ হইবেক না। (স, হে);

বা। সে ইঙ্গিত কি রূপ?

শি। যে কামিনীকে বিবাহ করার ইচ্ছা হয়, তাহাকে বলে "তোমারই মত একটী রূপলাবণ্যাবতী রমণী পাইলে বিবাহ করার ইচ্ছা আছে"। (স, হে)

বা। নিয়মিত কালের মধ্যে মেয়েলোক ঘরের বাহিরে যাইতে পারে কি না?

শি। না। কিন্তু বিধবা মেয়েলোক ঘরের বাহির হইলেও রাত্রবাস স্বীয় গৃহে করিতে হইবে। (স)

বা। বিধবা মেয়েলোক ঘরের বাহির হইতে পারে ইহার কারণ কি?

শি। উহার নিয়মিত কালের গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থাৎ নান্ নাফাকার ব্যয় পতির নিকট পাইবেক না। এই ইহার কারণ। আদৌ রাজাই তালাক, কি বায়েন তালাক দিলে ঐ মেয়েলোক ঘরের বাহিরে যাইতে পারে না, কেননা নিয়মিত কালের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়

পতির নিকটে পাইবে। (স, আ)

বা। যদি কেহ বল পূর্ব্বক বাহির করিয়া দেয়, কি গৃহ পড়িয়া যায়, কি গৃহে থাকিলে সম্পত্তির হানি হয়, তবে অন্য স্থানে যাইয়া নিয়মিত কাল কাটাইতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। (স, হে, আ)

বা। যদি কেহ তালাকে বায়েন্ দেন, তবে তাঁহার সেই তালাকি স্ত্রী নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে থাকিতে পারেন কি না?

শি। হাঁ থাকিতে পারেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটী বাধা জনক বেড়া দিতে হইবে। আদৌ যদি স্থান অল্প হয় কিম্বা কুকর্ম্মের সংশয় হয়, তবে স্থানান্তরে বাস করাই উত্তম। (স, হে, ফ)

বা। যদি কোন মেয়েলোক পতি সহ দূর দেশে গমন করেন, আর দৈবাৎ পথ মধ্যে পতির মরণ হয়, তবে নিয়মিত কাল কোথায় কাটাইবেন?

শি। মৃত্যুর স্থান ও তাঁহার বাড়ী তিন দিবারাত্রের ব্যবধানে না হইলে এবং থাকারও স্থান না থাকিলে গৃহে নিয়মিত কাল কাটাইবেন। কিন্তু তিন দিবারাত্রের দূরবর্ত্তী স্থান হইলে যথা ইচ্ছা তথা বাস করিবেন। (স)

বা। কোন মেয়েলোক পতি সহ প্রবাসে কোন নগরে বাস করিতে ছিলেন, দৈবাধীন তাঁহার পতি পরলোক যাত্রা করেন, এইক্ষণ ঐ মেয়েলোক নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত কোথায় কাল যাপন করিবেন?

শি। যদি বাড়ী হইতে ঐ স্থান তিন দিবারাত্রের ন্যূন না হয়, তবে সেই স্থানেই কাল ক্ষেপণ করিবেন। (স, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ তোমার ঔরষ সম্বন্ধের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ঔরষ সম্বন্ধ কাহাকে বলে?

শি। আরবী ভাষায় যাহাকে "নছব" বলিয়া থাকে। (স, হে)

বা। বিবাহিতা স্ত্রী কত দিন পরে সন্তান প্রসব করিলে উহার ঔরষজাত ধরা যাইবে?

শি। বিবাহের দিবসাবধি ছয় মাস পূর্ণ হইলে, কি ছয় মাসের অধিক কালে সন্তান জন্মিলে, বিবাহ কর্ত্তার ঔরষ জাত বলিয়া ধরা যাইবে। (স, হে, আ)

বা। যাহাকে রাজ্যাই তালাক দেওয়া গিয়াছে সেই রমণী সন্তান প্রসব করিলে ঐ সন্তানের পিতা কে হইবে?

শি। যদি ঐ রমণী নিয়মিত কাল অতীত হওয়া অস্বীকার পান, তবে দুবৎসরের মধ্যে সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তানের পিতা তালাক দায়ক হইবেন। কিন্তু "রাজ্যাৎ" হইবেক না। আদৌ নিয়মিত কাল অতীত হওয়া বশতঃ "তালাকে বায়েন" হইয়া যাইবে। আর যদি দুই বৎসরের অধিক কালে সন্তান উৎপত্তি হয়, তবে ঐ সন্তানের পিতা হইতে হইবে। এবং রাজ্যাৎ হইয়াও যাইবে। (স, আ)

বা। বায়েন তালাক দিলে ঐ রমণীর কত দিবসের মধ্যে সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তানের পিতা তালাক দায়ক হইবেন?

শি। দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তানের পিতা তালাক দায়ক হইবেন, নচেৎ না?

বা। বিধবা কত দিনের মধ্যে সন্তান প্রসব করিলে মৃত পতির সন্তান বলিয়া ধরা যাইবে?

শি। মৃত্যুর দিবসাবধি দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান জন্মিলে মৃতার সন্তান বলিয়া ধরা যাইবে। (স, হে, দো, আ)

বা। যাহার দ্বারা য'ব গর্ভ হয় সেই ব্যক্তি যদি জার গর্ভনীকে বিবাহ করেন তবে ঐ গর্ভজাত সন্তানের পিতা কে হইবেন?

শি। ছয় মাস কি ছয় মাসের অধিক কালে সন্তান জন্মিলে যিনি বিবাহ করিয়াছেন,তিনি তাঁহার পিতা হইবেন,কিন্তু ছয় মাসের ন্যূনকালে সন্তান প্রসব করিলে যদি বলেন, এই সন্তান আমার ঔরষ জাত

তবে হইবে, আদৌ ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। (আ)

বা। সে কি কথা?

শি। যদি বলেন যে আমার ঔরষজাত বটে কিন্তু বিবাহ করার পূর্ব্বে যে কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম তাহাতেই উহার জন্ম তবে হইবেক না এবং জারজ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে। (আ)

বা। যদি সন্তান জন্মিলে বিবাহ উপস্থিত হয় অর্থাৎ পতি বলেন যে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি চারি মাস হইল, স্ত্রী বলেন ছয় মাস হইল, তবে কাহার কথা গ্রাহ্য হইবে?

শি। স্ত্রীর কথা, শরাতে গ্রাহ্য হইবে। এবং ঐ সন্তানের পিতা হইতে হইবে। (স, হে)

বা। যদি উন্মাদ ব্যক্তির মরণ হয়, এবং তস্য স্ত্রী গর্ভবতী থাকেন তবে ঐ গর্ভজাত সন্তানের পিতা উন্মাদ হইবেন কি না?

শি। হাঁ হইবেন। (আ)

বা। গর্ভের উর্দ্ধ সংখ্যা কি? অধঃ সংখ্যা কি?

শি। দুবৎসর উর্দ্ধ সংখ্যা, ছয় মাস নিম্ন সংখ্যা।

বা। তিন তালাকি স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী বিবাহ করিবার পূর্ব্বে প্রথম স্বামী বিবাহ করিয়া সঙ্গম করিলে তৎগর্ভজাত সন্তানের পিতা ঐ ব্যক্তি হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে?

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার প্রতিপোষের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। সন্তানের প্রতিপোষ করার স্বত্বাধিকারী কে হইবেন?

শি। মাতা হইবেন। (স, হে, কে, আ)

বা। যদি মাতাকে পিতা তালাক দিয়া থাকেন তবে কে হইবেন?

শি। তথাপিও মাতাই হইবেন। (স, হে, আ)

বা। মাতা ধর্ম্মত্যাগী অর্থাৎ "কাফের" হইলে প্রতিপোষ করার স্বত্বাধিকারীনী হইবেন কি না?

শি। না। (আ)

বা। মাতা অভাবে কে তাহার সত্বাধিকারী হইবেন?

শি। মাতার মাতা যত উর্দ্ধে হউক। (স, হে, আ)

বা। যদি উহারাও কেহ বর্ত্তমান না থাকেন তবে কে হইবেন?

শি। প্রথম পিতার মাতা, তাহা অভাবে সহোদরা ভগিনী, তৎপর বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রতিপোষ করিবেন। (স, হে, আ)

বা। যদি উহারাও না থাকেন, তবে কে হইবেন?

শি। মাতার সহোদরা ভগিনী তৎপর বৈপিত্রেয়া ভগিনী, তৎপর বৈমাত্রেয়া ভগিনী প্রতিপোষ করিবেন। (স হে, আ)

বা। যদি উহারাও সংসারে না থাকেন তবে কে হইবেন?

শি। পিতার সহোদরা ভগিনী তৎপর বৈপিত্রেয়া ভগিনী তৎপর বৈমাত্রেয়া ভগিনী, প্রতিপোষের স্বত্ববান হইবেন। (স, হে, আ)

বা। যদি উহারাও বর্ত্তমান না থাকেন তবে কে হইবেন?

শি। (ক) পিতা (খ) পিতামহ। (গ) হকিকি (সহোদর) ভ্রাতা (ঘ) আল্লাতি (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতা। (ঙ) হকিকি ভ্রাতার পুত্রগণ যত অধে হউক। (চ) বৈমাত্রের ভ্রাতার পুত্রগণ যত অধে হউক (ছ) পিতৃব্য। (জ) পিতৃব্য সন্তানগণ যত অধে হউক। (ঝ) আথইয়াফি (বৈপিত্রেয়) ভ্রাতা। (ঞ) আথইয়াফি ভ্রাতার পুত্রগণ যত অধে হউক। (ট) হকিকি মাতুল। (ঠ) বৈমাত্রেয় মাতুল। (ড) আথইয়াফি মাতুল। ইহাঁরাই আছাবা মধ্যে পরিগণিত হইয়া স্বত্বাধিকারী হইবেন।বিশেষ এই যে 'ক থাকিতে 'খ, স্বত্বাধিকারী হইবেক না। 'খ, বর্ত্তমানে 'গ, মালিক হইবেক না। এই ধারা স্মরণ রাখিও। (স, হে, ফে)

বা। যদি একটী কন্যার চারিটী ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকে তবে প্রতিপোষ করার স্বত্বাধিকারী কে হইবেন?

শি। যিনি অধিক ধার্ম্মিক হইবেন তিনি প্রতিপোষ করিবেন, যদি উহাতেও তুল্য হন, তবে যাঁহার বয়ঃক্রম অধিক তিনিই স্বত্বাধিকারী হইবেন। (জা)

বা। কত দিন পর্য্যন্ত প্রতিপোষ করিতে হইবে?

শি। যদি মাতা কি পিতার মাতা প্রতিপোষ করেন, তবে বালক হইলে যে পর্য্যন্ত স্বয়ং খেতে পিতে, বস্ত্রাদি পরিধান করিতে এবং বাহ্য প্রস্রাব করিয়া জলাদি দ্বারা শুদ্ধ হইতে সক্ষম না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রতিপোষ করিবেন। বালিকা হইলে ঋতুবতী কি কাম ভাবিনী হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিপোষ করিতে হইবে। শেষোক্ত কথাটীর প্রতি ফতওয়া অর্থাৎ ব্যবস্থা। (স, হে, জা, দো, আ)

বা। অন্যান্য ব্যক্তিগণ বালিকাকে কত দিবস পর্য্যন্ত প্রতি পালন করিবেন।

শি। কাম ভাবিনী হওয়া পর্য্যন্ত। (হে, কে, জা, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। পতির নিকট স্ত্রী কি কি পাইবেন?

শি। আহারের সামগ্রী, গৃহ, বস্ত্র এই সমুদয় পাইবেন। উহাকে "নাফাকা" বলে। (স)

বা। কোন সময় অবধি স্ত্রীকে উহা দিতে হইবে?

শি। যে সময় স্ত্রী সঙ্গমে সক্ষম হইবেন সেই সময় হইতে উহা দিতে হইবে। যদি পতি সঙ্গমে অক্ষম হন, আর স্ত্রী ক্ষমতা রাখেন তবেও স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন পতির দিতে হইবে, কেননা পতি সঙ্গমে অক্ষম হইলে সে দোষে স্ত্রীর ভরণ পোষণ পাওয়ার কোন দোষ ঘটিবেক না। মনে কর একথা একবার পূর্ব্বেও বলিয়াছি। (স, আ)

বা। স্ত্রী ঐ ব্যয় পতির নিকট কি পরিমাণ পাইবেন?

শি। যদি দম্পতি ধনবান হন, তবে ধনবানের যে ব্যয় তাহাই পাইবেন,

আর কাঙ্গাল হইলে কাঙ্গালের যে ব্যয় তাহাই পাইবেন কিন্তু এক জন ধনাঢ্য দ্বিতীয় জন কাঙ্গাল হইলে উভয়ের মধ্যে মধ্যমাবস্থা বিবেচনায় পাইবেন। (স, আ)

বা। যদি কোন মেয়েলোক মওয়াজ্জাল মহর পাওয়া মানসে পিত্রালয়ে যান তবেও কি উহা দিতে হইবে?

শি। হাঁ হইবে। কিন্তু পতির অনুমতিভিন্ন স্ত্রী সয়তানী করিয়া পিত্রালয়ে কি অন্য কোন স্থানে বাস করিলে পতির নিকট ভরণ পোষণ পাইবেক না। (স, আ)

"এইরূপ স্ত্রী ঋণী থাকা বশতঃ কারাগারে গেলে কি পিত্রালয়ে পীড়িত থাকিলে কি বলপূর্ব্বক কেহ ধরিয়া নিলে কি পতি ছাড়া হজ্জে গেলে ভরণ পোষণ পতির নিকট পাইবেন না; কিন্তু পতির বাড়ী স্ত্রী পীড়িত থাকিলে কি শ্বশুরালয়ে হইতে স্ত্রীকে না আনিলে ভরণ পোষণ ব্যয় পতির নিকট অবশ্য পাইবেন। (স, আ)

বা। পতি ধনবান হইলে কি কেবল ভরণ পোষণ পাইবেন?

শি। না একজন চাকরের ভরণ পোষণও দিতে হইবে? (স)

বা। পতি কাঙ্গাল হওয়া বশতঃ যদি ভরণ পোষণ দিতে না পারেন তবে কি হইবে?

শি। শাফাই মতাবলম্বী কোন বিচারকর্ত্তা অর্থাৎ কাজী উহাদের বিবাহ ভগ্ন করিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিবেন। বাপুহে এখনত বুঝিলা কাঙ্গাল হওয়া কত বড় দোষের কথা! এইক্ষণ তুমি উপার্জ্জন করিতে শিখ! (স)

বা। পতির প্রতি যেরূপ ভরণ পোষণ দেওয়া উচিত অর্থাৎ ওয়াজেব ঘর দেওয়া ও উচিত কি না?

শি। হাঁ প্রত্যেক স্ত্রীকে একএক খানি ঘর দিতে হইবে। ঐ গৃহে পতির বংশজাত কেহ থাকিতে পারিবেন না। যত্তপি সৎপুত্র হন (স, হে)

বা। স্ত্রীর মাতা পিতাকে ঐ ঘরে যাইতে নিষেধ করিতে পারেন কি না

শি। হাঁ পারেন। এবং ঐ স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামীর ঔরস জাত সন্তানকে

যাইতে নিষেধ করেন.কিন্তুউঁহারা দেখিতে বা কথোপকথন করিতে পতির নিষেধ করিবার অধিকার নাই। যে সময় ইচ্ছা হয় দেখিতে ও কথোপকথন করিতে পারিবেন। (স, দো, হে)

বা। পতির অনুমতি ভিন্ন স্ত্রী আপন পিতা মাতাকে দেখিতে যাইতে পারেন কি না?

শি। হাঁ প্রতি শুক্রবারে যাইতে পারেন, কিন্তু রাত্রি বাস তথায় করিতে পারিবেন না। অথচ মাতা পিতা ব্যতীত যে সকল ব্যক্তিগণকে দেখা দেওয়া শরাতে নিষেধ নাই। তাঁহাদিগকে বৎসরে একবার দেখিতে যাইতে পারেন। (স, হে, আ)

বা। তালাকি স্ত্রীকে নিয়মিত কালের ভরণ পোষণের ব্যয় দিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ তালাকে রাজাই কি তালাকে বায়েন দিলে কিম্বা তুল্য বংশ না হওয়া বশত পৃথক হইলে, কিম্বা প্রাপ্ত বয়স্কা হইয়া বিবাহ ভগ্ন করিলে, নিয়মিত কালের ব্যয় অবশ্য দিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে কি বিধবা হইলে ঐ ব্যয় দিতে হইবেক না। (স, আ)

বা। বিধবা মেয়েলোক গর্ভিনী থাকিলে তাহার পতির ত্যক্ত্য সম্পত্তি হইতে ঐ ব্যয় পাইবে কি না?

শি। হাঁ গর্ভ প্রসবাধি পাইবেন। (স, আ)

বা। স্ত্রী যদি ধর্ম্ম ভ্রষ্টা অর্থাৎ "মোরতেদ হন" কিম্বা সৎপুত্র কামভাবের সঙ্গে চুম্ব দেওয়া বশতঃ পৃথক হন,তবে পতিরনিকট ভরণপোষণের ব্যয় পাইবে কি না?

শি। না। (স, আ)

বা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার ভরণ পোষণের ব্যয় কাহার দিতে হইবে।

শি। যদি বালক ধনবান না হন, তবে উহার পিতার দিতে হইবে।

এইরূপ বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা ধনী না হইলে তাঁহার ভরণপোষণের ব্যয় তস্য পিতা দিবেন। (স, আ)

বা। সন্তানের দুগ্ধ দেওয়া মাতার উচিত অর্থাৎ ওয়াজেব কি না?

শি। না, পিতার দিতে হইবে। কিন্তু যদি দুগ্ধ দাই না পাওয়া যায়, কিম্বা সন্তান মাতার দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কাহারও দুগ্ধ পান না করে, কিম্বা পিতা দুগ্ধ দাইয়ের বেতন দিতে অশক্ত হন, তবে মাতার দুগ্ধ দেওয়া ওয়াজেব। (স, আ)

বা। কন্যা প্রাপ্ত বয়স্কা কাঙ্গাল হইলে কিম্বা পুত্রের হস্ত পদাদি অবশ হইলে তাহাদের ভরণ পোষণের ব্যয় কে দিবেন?

শি। যদি উহাঁদের কিছুই না থাকে তবে পিতা দিবেন।

বা। পিতা মাতার ভরণপোষণাদি দেওয়া সন্তানের প্রতি উচিত কিনা?

শি। হাঁ উচিত বটে যদি উহাঁরা কাঙ্গাল হন। (আ)

হদিস শরিফে লিখিত আছে যিনি পিতা মাতাকে অসন্তোষ রাখিবেন পরকালে তাঁহার নমাজ রোজা প্রভৃতি এবাদত কোন কাযেই আসিবে না।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার শপথের বিবরণজানা আবশ্যক।

বা। শপথ কাহাকে বলে?

শি। আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া কোন কর্মের তত্ত্ব দেওয়াকে শপথ বলে। আরবী ভাষায় "আয়মান" বলিয়া বর্ণনা হইয়াছে। (স)

বা। শপথ কয় প্রকার ও তাহার নাম কি কি?

শি। তিন প্রকার যথা গামুছ, লগো, মনাকেদ। (স, হে)

বা। উহার বাঙ্গালা নাম কি কি?

শি। পাপীয়, অকর্ম্মণ্য দণ্ডনীয় এই তিন নাম হইবে।

বা। উহার তিনটী দৃষ্টান্ত বলুন।

শি। অতীত কালীয় মিথ্যা শপথ করাকে "গামুছ" বলে। যেমন আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি আমি অমুক কর্ম্ম করিয়াছি, ফলার্থে ঐ কর্ম্ম করা হয় নাই, ইহাতে কেবল মিথ্যা বলায় পাপ হইবে। একারণ উহাকে পাপীয় শপথ বলি।

দ্বিতীয় কোন কর্ম সত্যানুভব করিয়া শপথ করাকে "লাগো" বলে যেমন আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি ঐ যে যাইতেছে ওটা মেষ, বাস্তবিক মহিষ ছিল। ইহাতে যদিচ পাপ হয় কিন্তু ঐ পাপ মার্জ্জনা হওয়ার সম্ভব আছে, একারণ উহাকে অকর্ম্মণ্য শপথ বলে। তৃতীয় ভবিষ্যত কালীব কর্ম্ম উল্লেখ করিয়া শপথ করাকে "মানাকেদ" বলে যেমন আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি অমুক কর্ম্ম করিব, এইরূপ শপথ করিয়া ঐ কর্ম্ম না করিলে কাফ্ফারা অর্থাৎ দণ্ড দিতে হইবে। একারণ উহাকে দণ্ডীয় শপথ বলি। (স, হে, আ)

বা। যদি কেহ ভ্রম ক্রমে শপথ করে কি কেহ বল পূর্ব্বক শপথ করায় তবে তাহার মত আচরণ না করিলে দণ্ড দিতে হইবে কি না।

শি। হাঁ হইবে। (স)

বা। রহমান রহিম ইত্যাদি খোদাতালার ছেফাতি নাম সকল উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে শপথ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। কোরাণ শরিফকি কাবা শরিফেরকি আল্লার গজবের শপথ করিলে শপথ হইবে কি না?

শি। না! (আ)

বা। যদি কেহ পাপ কর্ম্ম করার মানসে শপথ করে যেমন নামাজ না পড়া চুরি করা, কি পিতা মাতার সহিত কথা না বলা ইত্যাদি তবে কি করিবে?

শি। এ ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করিয়া দণ্ড দিবে।

বা। অমুক ভাত কি অমুক কাপড় আমার প্রতি হারাম এই কথা বলিলে হারাম হইবে কি না?

শি। না, কিন্তু যদি ঐ ভাত আহার করে কি ঐ বস্ত্র পরিধান করে তবে দণ্ড দিতে হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ ঘরে না যাওয়া বিষয়ে শপথ করে, তবে তাহার বারন্দাতে গেলেও দণ্ড দিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ দিতে হইবে। (আ)

বা। যেঘরে নাযাওয়াবিষয়ে শপথকরা গিয়াছে ঐঘর ভাঙ্গিয়া দ্বিতীয়ঘর ঐ স্থানে প্রস্তুত করিয়া সেই ঘরে গেলে দণ্ড দিতে হইবে কিনা।

শি। হাঁ দিতে হইবে। (আ)

বা। শপথ ভঙ্গের কি কি দণ্ড, বলিয়া দিউন।

শি। এদেশে ১০ জন কাঙ্গাল অর্থাৎ মিস্কিনকে দুই সন্ধ্যা তৃপ্তি জনক ভোজন করাইবে। ইহাতে অপারক হইলে ১০ জন কাঙ্গালকে বস্ত্র দান করিবে, যেন তাহাদের অধিকাংশ শরীর ঢাকিতে পারে ইহাতেও অপারক হইলে লাগালাগি তিনটা রোজা রাখিবে(হে,আ

শিক্ষক বলিলেন হে বালক! শপথের বিবরণ অনেক বিস্তৃত অবকাশ মত আসিও শিখাইয়া দিব। এইক্ষণ তোমার পড়া বস্তুর বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোন বস্তু কোন থানে পড়িয়া থাকিলে লওয়া যায় কিনা?

শি। হাঁ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লওয়া যায়, যদি উহার স্বত্বাধিকারী জানা না যায়, কিন্তু ঐ বস্তু নষ্ট হওয়ার সংশয় হইলে লওয়া ওয়াজেব নচেৎ মস্তাহাব। (স, আ)

বা। ঐ বস্তু লইয়া কি করিবে?

শি। ঐ স্থানে যতদিন ঘোষণা করিলে বস্তুর স্বামী আসিবেন বলিয়া বিবেচনা হয় ততদিন পর্য্যন্ত ঘোষণা করিবে। (স, আ)

বা। ঐ কাল পর্য্যন্ত যদি ঐ বস্তু না থাকে,যেমন আম কাটাল বদরিকা ইত্যাদি তবে কি করিবে ?

শি। কোন কাঙ্গালকে দান করিবে। নিজ কাজে লাগাইলেও বাধা নাই নিজে যদি কাঙ্গাল হয়। (স, আ)

বা। দান করার পরে বস্তুর স্বামী আসিলে কি হইবে ?

শি। যদি তিনি দান বাহাল রাখেন তবে ঐ পূণ্যের অধিকারী হইবেন, নচেৎ তাঁহাকে ভর্ত্তব্য দিতে হইবে। (আ)

বা। এক পাই মূল্যের কোন বস্তু পাইলেও কি ঐ রূপ আচরণ করিতে হইবে ?

শি। না পাওয়া কালে ডানি বামে দেখিলে যদি বস্তু স্বামী দৃষ্টি পথে পতিত না হন, তবে কোন কাঙ্গালকে দিয়া ফেলিবে। (আ)

বা। বৃক্ষতলে কোন ফলাদি পড়িয়া থাকিলে বৃক্ষ স্বামীর অনুমতি ভিন্ন উহা লওয়া যায় কি না ?

শি। না, কিন্তু পচা হইলে বাধা নাই। (আ, আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট কোন বস্তু রাখিয়া নিরুদ্দেশ হন, তবে তাহাকে দেশে দেশে অন্বেষণ করা আবশ্যক কি না ?

শি। না। (আ)

বা। যদি গো,অশ্ব, মেষ মহিষ ইত্যাদি জন্তু আলগা থাকে এবং তাহার স্বামীকে জানা না যায় তবে তাহা ধরা যায় কি না ?

শি। হাঁ ধরা যায়। কিন্তু যখন কেহ ঐ জন্তু তাহার বলিয়া লইতে চায় তখন বিলক্ষণ প্রমাণ কি লক্ষণাদি দেখাইতে পারিলে নিতে পারিবেন। (স, আ)

বা। যিনি ধনবান অর্থাৎ ধনী হইবেন, তাঁহাকে পর-বস্তু আচরণ করা করাতে নিষেধ কি না ?

শি। হাঁ নিষেধ,কিন্তু তাহার মাতা কি পিতা কি পিতামহ কি পিতামহী কি পুত্র কি কন্যা কাঙ্গাল হইলে তাহাদিগকে দেওয়া নিষেধ

নাই। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ তোমার নিরুদ্দেশের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। নিরুদ্দেশ কাহাকে বলে ?

শি। যাহার মরণ বাঁচনের কোন-তত্ব না পাওয়াযায় তাহাকে নিরুদ্দেশ বলে। আরবী ভাষায় "মফকুদ" বলিয়া বর্ণনা হইয়াছে। (আ)

বা। নিরুদ্দেশের সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণ বন্টক করিয়া নিতে পারেন কি না ?

শি। নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত লইতে পারিবেন না, অর্থাৎ তাহাকে জীবিত জানিতে হইবে। (ন)

বা। যদি এ দীর্ঘকাল মধ্যে নিরুদ্দেশীর কোন স্বগণ মৃত্যু হন, তবে শরার ব্যবস্থা মত তাহার ধনে উত্তরাধিকারী হইবে কি না ?

শি। না। কিন্তু উঁহার অংশ আমানত থাকিবে। অথচ অন্যের ধন পাওয়া পক্ষে মৃত জানিতে হইবে। যদি ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকার কোন তত্ব না পাওয়া যায়, তবে পরে ঐ অংশ উত্তরাধিকারীগণ বন্টন করিয়া নিবেন। (স, আ)

বা। নিরুদ্দেশীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবেন ?

শি। সেই দেশের কাজী করিবেন। (আ)

বা। তাহার স্ত্রী কত বৎসর পরে অন্যের সঙ্গে বিবাহ করিতে পারে ?

শি। যদি আবশ্যক হয় তবে যে দিবস নিরুদ্দেশ হয় সেই অবধি চারি বৎসর অতীত হইলে বিবাহ করিতে পারে। (আ, সা)

বা। পিতা বলিয়াছেন, ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, উহা সত্য কি না ?

শি। হাঁ সত্য বটে। কিন্তু সকলেরই রক্ত মাংসের শরীর, এ দীর্ঘকাল কিরূপে যাপন করিবে ? গ্রাসাচ্ছাদনেরই কি উপায় এ

কারণ আবশ্যক বশতঃ পণ্ডিতেরা চারি বৎসরের ব্যবস্থা দিয়াছেন তৎপর ইদ্দৎ চারি মাস দশ দিন। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ভাগী হওয়ার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ভাগী কাহাকে বলে?

শি। অনির্নীত রূপ ভাগ থাকাকে ভাগী বলে, যাহাকে আরবীতে শেরকৎ বলে। (আ)

বা। ভাগী কয় প্রকার?

শি। দুই প্রকার। যথা—মূল ভাগী ও লাভ ভাগী।

বা। উহার দুটা দৃষ্টান্ত বলুন?

শি। যেমন দুটি ভাই পিতা মৃত্যু হইলে তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তিতে যে উভয়ে ভাগী হওয়া উহাকে মূল ভাগী বলে। আর ভাগা ভাগী হইয়া বানিজ্যাদি করতঃ লাভের অংশী হওয়াকে লাভ ভাগী বলে। শরাতে মূলভাগীকে শেরকতে আয়েন বলে, লাভ ভাগীকে, শের-কতে আকৃদ বলে। (স, হে)

বা। মূলভাগীরা একে অন্যের অনুমতিভিন্ন সেই মূলধনদিয়া বানিজ্যাদি করিতে পারে কি না?

শি। না। (স, হে, আ)

বা। লাভ ভাগী হওয়াতে কি কি বিষয়ের আবশ্যক?

শি। উক্তি স্বীকার হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ একে দ্বিতীয়কে বলেন যে, "আমি অমুক বস্তুতে তোমাকে শরিক কি ভাগী করিলাম" দ্বিতীয় জন বলেন যে, "আমি শরিক কি ভাগী হইলাম" এই উক্তি স্বীকারকে শরাতে এ বিষয়ের "রোকন" বলিয়া বর্ণনা হইয়াছে। (আ)

বা। লাভ ভাগী হওয়া কয় প্রকার?

শি। চারি প্রকার যথা—মফাওজা, এনান, ছানায়ে, ওজুহ। (স)

বা। মফাওজা কাহাকে বলে?

শি। ধনেতে, ধর্ম্মেতে, ব্যয়েতে, তুল্য হইলে উহাকে শেরকতে মফাওজা বলে' যথা, 'ক' 'খ' দুইজন মুসলমান জাতীয়, প্রতিজন দশ টাকা পুঁজি লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে এবং প্রতিজন দুই টাকা করিয়া মাসিক ব্যয় করে। (আ)

বা। হিন্দু মুসলমানে একত্র হইয়া এই বাণিজ্য করিতে পারে কি না?

শি। না, কেননা উহাঁরা এক ধর্ম্মীয় নহেন। (স, আ)

বা। ধনবানে ও কাঙ্গালে এরূপ বাণিজ্যাদি একত্র করিতে পারে কিনা?

শি। না, শরাতে নিষেধ লিখিয়াছে। কেননা কাঙ্গালে টাকা ভাঙ্গিয়া খাইলে উহা লইয়া পরে গোলযোগ উপস্থিত হইবে। (স, আ)

বা। 'ক' নামক কোন ব্যক্তি দশ টাকা এবং 'খ' নামক কোন ব্যক্তি কুড়ি টাকা একত্র করিয়া বাণিজ্য করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। কিন্তু উহার বৃদ্ধি দশ টাকার লাভে 'ক' নামক ব্যক্তি ভাগী হইতে পারিবেক না। (আ)

বা। উভয় মধ্যে একের অনুমতি ভিন্ন দ্বিতীয়ে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পরে। (আ)

বা। 'ক' 'খ' নামক দুইজন একত্র বাণিজ্য আরম্ভ করিল তন্মধ্যে 'ক' নামক ব্যক্তি 'গ' নামক কোন ব্যক্তির স্থান হইতে ১০টাকার ধান্য ক্রয় করিল, এস্থলে 'গ' নামক ব্যক্তি আপন ধান্যের মূল্য 'খ' নামক ব্যক্তির স্থানে পাইতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। (আ)

বা। 'ক' 'খ' দুইজন মধ্যে একজন লোকসান দিলে দ্বিতীয় জন উহার ভর্ত্তব্য দিবেন কি না?

শি। হাঁ দিবেন। (আ)

বা। শেরকতে এনান কাহাকে বলে ?

শি। দুইজন কমি বেশী পুঁজি লইয়া ভাগে বাণিজ্য করাকে শেরকতে এনান বলে। আদৌ যাঁহার যত টাকা খাটিবে তিনি সেই হারে লভ্য পাইবেন, কিম্বা তুল্য টাকা হইলে যদি কম বেশীর চুক্তি করেন তাহাও শরাতে সিদ্ধ আছে। (স, আ)

বা। শেরকতে ছানায়ে কাহাকে বলে ?

শি। দুই ব্যক্তি দুই কর্ম্ম করিয়া তাহার লাভ একত্র করতঃ ভাগ করিয়া লওয়াকে "শেরকতে ছানায়ে" বলে ইহাও ঐমত কম বেশি করিয়া লইলে শরার অন্যথা হইবেনা। (স, হে, আ)

বা। ভাগা ভাগী রূপে কি কি কর্ম্ম করা যায় না ?

শি। খড়ি কাটা, ঘাস কাটা, শিকার করা এই সকল কর্ম্ম করা নিষেধ। ইহা যিনি করিবেন তিনি তাহার ফল ভোগী হইবেন। (স, আ)

বা। শেরকতে ওজুহ কাহাকে বলে ?

শি। দুইজন কাহার নিকট হইতে বাকী জিনিসাদি লইয়া একত্র বিক্রয় করতঃ তাহার মূল্য পরিশোধান্তে যাহা শেষ থাকিবে তাহাতে ভাগী হওয়াকে "শেরকতে ওজুহ" বলে। এইরূপ ব্যবসাদি করা শরাতে নিষেধ নাই। (স, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ওক্ফের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ওকৃফ কাহাকে বলে ?

শি। কোন বস্তুতে দৃঢ়রূপে স্বত্ব বানাইয়া ঐ বস্তুর লাভ দান করাকে ওকৃফ বলে। এই ব্যবস্থা এমাম আবু হানিফা দেন এবং এমাম আবু ইউসফ ও এমাম মহাম্মদ বলেন যে, স্বীয় স্বত্ব ধ্বংস করিয়া ঐ বস্তুতে আল্লার স্বত্ব বানাইয়া তাহার লাভ দান করার নাম ওকৃফ। আমরা উহাকে চিরস্থায়ী দাতব্য বলি। (হে, আ)

বা। এমাম আবু হানিফার নিকট কি ওকৃফ কারকের স্বত্ব কখনই ধ্বংস হয় না ?

শি। না, তবে যদি ওকৃফ করিলে সে দেশের বিচার কর্ত্তা ওকৃফের অনুমতি দেন, তবে ওকৃফ কারকের স্বত্ব থাকিবে না। (স, হে, আ)

এইরূপ যদি কেহ মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়া এই অনুমতি দেন যে, "যাহার ইচ্ছা হয় নামাজ পড়"এস্থলে একজন মাত্র নমাজ পড়িলেই উহাঁর স্বত্ব থাকিবে না। (স, হে, আ)

বা। যদি মৃত্যুর পরে ওকৃফ করার শর্ত্ত করেন অর্থাৎ এই বলেন, আমি জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উপস্বত্ব ভোগ করিব,মরণান্তে ওকৃফ হইবে, এরূপ দাতব্য শরাতে সিদ্ধ কি না ?

বা। হাঁ সিদ্ধ। (স, হে, আ)

শি। ওকৃফের বস্তু পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ দেওয়া যায় কিন্তু বিক্রয় করা যায় না। (আ)

বা। অস্থাবর সম্পত্তি যেমন পুস্তক, ডেগ, পাতিলা ইত্যাদি ওকৃফ করা যায় কি না ?

শি। হাঁ করা যায়, স্থাবরের তো কথাই নাই। (স, হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার মসজেদ ওক্‌ফের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। মস্‌জেদ কাহাকে বলে ?

শি। নমাজ পড়ার জন্য কোন ঘর প্রস্তুত করিয়া এবং নমাজীগণের গমনাগমনের পথ বানাইয়া নমাজ পড়ার অনুমতি দিলে এবং মস্‌জেদ বলিয়া নাম রাখিলে, মস্‌জেদ বলা যায়। (হে, জা)

বা। যিনি মসজেদ দিয়াছেন উহাতে তাঁহার কোন স্বত্ব আছে কিনা ?

শি। না কিন্তু এমাম আবু হানিফা বলেন যে পর্য্যন্ত কেহ নমাজ না পড়েন সে পর্য্যন্ত স্বত্ব থাকিতে পারে এবং এমাম আবু ইউসফ

বলেন, নমাজ পড়ুক বা না পড়ুক মস্‌জেদ বলা মাত্র স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায়। (হে)

বা। মস্‌জেদ ভাঙ্গিয়া নিকর্ম্মা হইলেও কি মস্‌জেদের নিয়ম খাটিবে?

শি। হাঁ পৃথিবী থাকা পর্য্যন্ত ঐ স্থানকে মস্‌জেদ বলিতে হইবে অর্থাৎ ঐ ভূমিতে কাহার অধিকার থাকিবে না। (হে)

বা। মস্‌জেদ বানাইয়া বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না। (আ)

বা। এক মস্‌জেদের বন, বাঁশ, কাষ্ঠ, বিছানা ইত্যাদি নিকর্ম্মা হইলে অন্য মস্‌জিদে লাগাইতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। কিন্তু নিজ কর্ম্মে লাগাইতে পারিবে না। (আ)

বা। মসজেদের কাজ কর্ম্মের ভার কাহারও প্রতি অর্পণ করা যায় কিনা?

শি। হাঁ করা যায়। ঐ ব্যক্তিকে "মতওল্লি" বলে। (হে, আ)

বা। মতওল্লি মস্‌জেদের প্রদীপ ঘরে নিতে পারেন কি না?

শি। না কিন্তু ঘরের প্রদীপ মস্‌জেদে নিতে পারেন এবং এদেশে মগরেব অবধি এশা পর্য্যন্ত মস্‌জেদে প্রদীপ থাকিতে পারে। (স)

বা। মস্‌জেদের প্রদীপে ছাত্র পড়ান যায় কি না?

শি। হাঁ রাত্রির তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত, তৎপর নিষেধ। (আ, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার কবর ওক্‌ফের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কবর স্থান ওক্‌ফ করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু ঐস্থানে কোন বৃক্ষ থাকিলে ঐ বৃক্ষ ওক্‌ফ মধ্যে গণ্য হইবে না। (হে, জা)

বা। ভূস্বামীর অনুমতি না লইয়া মাটী দিলে তাহাতে ভূস্বামীর কোন অধিকার আছে কি না?

শি। হাঁ ইচ্ছা হইলে মৃতকে উঠাইতে পারেন কিম্বা কবরের উপর কৃষিকার্য্য করিতে পারেন। (হে, জা)

বা। ওক্‌ফের বস্তু ইজারা দেওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ দেওয়া যায় কিন্তু তিন বৎসরের অধিক কালের জন্য দেওয়া যায় না, দিলেও অসিদ্ধ হইবে। (আ, ছে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। অদ্য বেলা অবসান হইয়াছে বাড়ী যাও আগামী কল্য সকালে আসিও তোমাকে বিক্রয়ের বিবরণ শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

তৃতীয় ভাগ।

বিক্রয়ের বিবরন।

বা। বিক্রয় কাহাকে বলে?

শি। কোন দ্রব্যের সহিত কোন দ্রব্য পরিবর্ত্তন করাকে শরাতে বিক্রয় বলে, যিনি বিক্রয় করেন তাঁহাকে বিক্রেতা যিনি ক্রয় করেন তাঁহাকে ক্রেতা, যে বস্তু দ্বারায় ক্রয় করা যায় তাহাকে ক্রয়ের দ্রব্য বলা যায়, আমরা যাহাকে মূল্য বলিয়া থাকি। (হে, জা)

বা। বিক্রয় কয় প্রকার?

শি। দুই প্রকার। যথা—উক্তি স্বীকার দ্বারা বিক্রয় ও উক্তি স্বীকার ব্যতীত বিক্রয়।

বা। উক্তি স্বীকার দ্বারা বিক্রয় কিরূপ?

শি। যেমন বিক্রেতা বলিলেন, "আমি এক টাকাতে অমুক দ্রব্য আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম" ক্রেতা উত্তরে বলিলেন "আমি

ক্রয় করিলাম" ইহাকেই উক্তি স্বীকার দ্বারা বিক্রয় করা বলে। (ক, আ)

বা। উক্তি স্বীকার ব্যতীত বিক্রয় কিরূপ?

শি। যেমন দোকানিরা কোন বস্তু ভাগা দিয়া রাখে, যাহার ইচ্ছা হয় পয়সা দিয়া নিয়া যায়, উক্তি স্বীকারের কোনও আবশ্যক রাখে না।

হে বালক! মনে রাখিও বিক্রয়ের দ্রব্য কি মূল্য কি উভয়ের পরিমাণ অনির্ণীত থাকিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না। উহাকে আরবী ভাষায় "মজহুল" বলে। (হে, আ)

বা। উহার একটী উদাহরণ বলুন।

শি। যেমন পুকরিণীর মৎস্য বিক্রয় করা অর্থাৎ পুকরিণীতে মৎস্য আছে কি না, থাকিলেও কি পরিমাণ আছে, কিছুই জানা যায় না, একারণ উহার ক্রয় বিক্রয় করাতে অসিদ্ধ। বৃক্ষের ফলের প্রতিও এই নিয়ম। (আ)

বা। কিরূপ করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে হয়?

শি। বিক্রেতা বলিবেন "আমি অমুক দ্রব্য এত মূল্যে আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম। ক্রেতা বলিবেন "আমি ক্রয় করিলাম" তবেই বিক্রয় সিদ্ধ হইবে। (হে, আ)

বা। বিক্রেতা উক্তি করিয়া ক্রেতার স্বীকারের পূর্ব্বে বিক্রয় করিব না, বলিলে কি হইবে?

শি। বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ যদি বিক্রেতা উক্তি করিলে ক্রেতা স্বীকারের পূর্ব্বে উঠিয়া যান এবং পুনর্ব্বার আসিয়া স্বীকার পান তভুও অসিদ্ধ হইবে। (আ)

বা। উক্তি স্বীকারের পর বিক্রয় অসিদ্ধ হয় কি না?

শি। না। কিন্তু জিনিসে কোন দোষ বাহির হইলে, কিম্বা খরিদার পূর্ব্বে না দেখিয়া থাকিলে অসিদ্ধ হয়। (স, হে)

বা। বিক্রয়ের বস্তু সাক্ষাতে রাখিয়া ইশারায় দেখাইলে হয় কি না?

শি। হাঁ হয় এবং কি বস্তু, কত খানি বলিবার কোন আবশ্যক নাই, কেন না সাক্ষাতেই দেখিতেছে। (আ)

বা। যাহা দিয়া ক্রয় করা যায় তাহা কি বস্তু এবং কি পরিমাণ, বর্ণন করিতে হইবে কি না? (আ)

শি। হাঁ অবশ্য করিতে হইবে।

বা। 'ক, নামক বিক্রেতা 'খ, নামক ক্রেতাকে বলিলেন, এই কাপড় এক মুদ্রাতে আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম এবং 'খ, উত্তর করিলেন আমি ক্রয় করিলাম।" এই ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কিনা?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। যদি 'ক,নামক ব্যক্তি 'খ, নামক ব্যক্তিকে বলেন যে, আমি একটী স্বর্ণ মুদ্রা অর্থাৎ মোহর পাইব বলিয়া বিক্রয় করিয়াছি। 'খ, নামক ক্রেতা বলিলেন আমি একটী রৌপ্যমুদ্রা দিব বলিয়া ক্রয় করিয়াছি এই বিবাদ শরাতে কিরূপে নিষ্পত্তি হইবে?

শি। দেখিতে হইবে ঐ স্থানে কোন মুদ্রা অধিক প্রচলিত, যাহা অধিক প্রচলিত হইবে তাহাই দিতে হইবে। (জা)

বা। মূল্য নগদ দিতে না পারিলে ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না কিন্তু ঐ মূল্য কত দিবস পরে দিবে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিলে অবশ্য সিদ্ধ হইবে। (হে, আ)

বা। নির্ণয় না করিলে কি হইবে?

শি। উহা লইয়া পরে বিবাদের সম্ভাবনা আছে, কেন না বিক্রেতার অল্প দিন পরেই মূল্য চাওয়া সম্ভব এবং ক্রেতার উহার বিপরীত হইবারই অধিক সম্ভব। (হে, আ)

বা। কলাই দিয়া ধান্য কি ধান্য দিয়া গম পরিবর্ত্তন করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু এরূপ বিনিময় অর্থাৎ বদল করা কালে বস্তুর ওজন করিতে হইবে। (স, দো)

বা। আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি ফলাদি বৃক্ষে রাখিয়া ক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু উহা খাইবার যোগ্য হউক বা না হউক ক্রয় করা মাত্র পাড়িয়া লইতে হইবে। (হে, আ)

বা। যদি কেহ ঐ ফল পাকা পর্য্যন্ত বৃক্ষে রাখিবার শর্ত্ত করে তবে উহা শরাতে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না কিন্তু শর্ত্ত না করিয়া বৃক্ষে রাখিয়া পরে উভয়ে স্বীকার পাইলে অসিদ্ধ হইবে না। (হে, আ)

বা। যদি কেহ বৃক্ষে ফলরাখিয়া বিক্রয় করে এবংবিক্রয়কালে ক্রেতাকে বলে যে"আমি কয়েকটী ফল রাখিব"তবে বিক্রয়সিদ্ধ হইবে কিনা?

শি। না। কেন না উহা লইয়া পরে বিবাদ হওয়া সম্ভব। (আ)

বা। যদি কেহ বাটী বিক্রয় করা কালে ঘর বিক্রয় করিল কি না কিছুই না বলে তবে ঐ বাটীর ঘর কাহার হইবে?

শি। ক্রেতার হইবে। এইরূপ যে ভূমি বিক্রয় করা যায় ঐ ভূমির বৃক্ষের কথা থাকুক বা না থাকুক উহা ক্রেতার হয়। (স, হে)

বা। বিক্রয়ের ভূমিতে শস্য থাকিলে তাহাও কি ঐ মত হইবে?

শি। না. শস্য থাকিলে যদি তাহার কথা না থাকে তবে শস্যের স্বত্বাধিকারী বিক্রেতা হইবে. ক্রেতার কোন আপত্তি খাটিবে না। এইরূপ বৃক্ষ ক্রয় করিলে যদি ফলের কথা উল্লেখ না থাকে তবে ঐ ফল বিক্রেতা পাইবেন। (স, হে, আ)

ইহা বলিয়াশিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার জাকড়ের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। জাকড় কাহাকে বলে?

শি। তিন দিবস মধ্যে ক্রয়ের বস্তু ফেরত দেওয়া কি নেওয়া শর্ত্ত করিলে ইহাকেই শরাতে জাকড় বলে। এইরূপ শর্ত্ত করিলে শরার অন্যথা হইবে না শরা বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই ঐ ক্ষমতা দিয়াছে। (স, হে)

বা। তিন দিবসের অধিক কালের শর্ত্ত করিলে ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না, এই ফতওয়া এমাম আবু হানিফা দিয়াছেন কিন্তু এমাম আবু ইউসফ ও এমাম মহম্মদ উঁহাদের ব্যবস্থা মত তিন দিবসের অধিক কালের শর্ত্তও সিদ্ধ। (স, হে)

বা। যদি কেহ তিন দিবসের কি তাহার অধিক কি ন্যূন কালের এইরূপ শর্ত্ত করে যে, যদি এই কাল মধ্যে মূল্য দিতে না পারি তবে বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ শর্ত্ত করা শরাতে আছে কি না?

শি। হাঁ আছে এবং করিতেও পারে। উহাকে আরবী ভাষায় "নকদ সেবাদ" বলে। (আ)

বা। ফেরত দেওয়া ও লওয়ার ক্ষমতা বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। (স, হে, আ)

বা। বিক্রেতা শর্ত্ত করিলে কি হইবে এবং ক্রেতা শর্ত্ত করিলে কি হইবে?

শি। বিক্রেতা শর্ত্ত করিলে যদি ক্রেতা ক্রয়ের বস্তু লইয়া যায় তবে তাহাতে বিক্রেতার সত্ব ধ্বংস হইবে না অর্থাৎ ক্রেতার হস্তে ঐ বস্তু নাশ পাইলে বাজার দরে উহার মূল্য বিক্রেতাকে দিতে হইবে, যে মূল্য বলিয়া নিয়াছিল উহা দিতে হইবে না কিন্তু যদি ঐ শর্ত্ত ক্রেতা করেন তবে তাহাতে বিক্রেতার কোন স্বত্ব থাকিবে না অর্থাৎ ঐ বস্তু ক্রেতার হস্তে নাশ পাইলে যে মূল্য বলিয়া আনিয়াছিল তাহাই দিতে হইবে। বাজার দরে দিলে চলিবে না। (স, আ)

বা। যদি শর্ত্ত করিয়া শর্ত্তের নিরমিত কাল মধ্যে ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করায় ইচ্ছা হয় তবে কিরূপে ভঙ্গ করিবে?

শি। উভয়ে উপস্থিত হইয়া ভঙ্গ করিবে, একারণ একের অসাক্ষাতে অন্যে ভঙ্গ করিলে সিদ্ধ হইবে না। (আ)

বা। ঐ শর্ত্তের ক্ষমতা কত দিন পর্য্যন্ত থাকে?

শি। যে কয়েক দিবসের কথা থাকে সেই কয়েক দিবস থাকিবে কিন্তু ঐ কয় দিবস অতীত হইলে কি উভয়ের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে কি ক্রয়ের বস্তুতে কোন দোষ ঘটিলে কি আচরণ করিলে কি হেবা করিলে ঐ ক্ষমতা রহিত হইবে অর্থাৎ অসিদ্ধ করিবার কোন ক্ষমতা থাকিবে না। (স, হে, আ)

বা। যিনি শর্ত্ত করিয়াছেন তাঁহার শর্ত্তের নিয়মিত কাল মধ্যে মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ঐ শর্ত্তে অধিকারী হইবেন কিনা?

শি। না। (হে, আ)

বা। যদি কেহ এক বস্ত্রের পরিবর্ত্তে দুই খানি কি তিন খানি কাপড় এই শর্ত্তে লয় যে, আমার যেটী ইচ্ছা হয় সেইখানি রাখিব, এরূপ শর্ত্ত করা শরাতে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, কিন্তু চারিখানি লইলে অসিদ্ধ হইবে। (হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার দৃষ্টি ক্ষমতার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। দৃষ্টি ক্ষমতা কাহাকে বলে?

শি। না দেখিয়া কোন বস্তু ক্রয় করিলে ক্রেতার এই ক্ষমতা আছে যে, ঐ বস্তু দেখিলে পরে মনোনীত হইলে রাখিবে নতুবা বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। ইহাকে আরবী ভাষায় "রুয়েতে খেয়ার" বলে। (স, হে, আ)

বা। ঐ ক্ষমতা ক্রেতার কত দিন পর্য্যন্ত থাকিবে?

শি। তাহার কোন নির্ণয় নাই। ক্রেতার দেখা পর্য্যন্ত তাহার নিরূপিত কাল। (স, হে)

বা। না দেখিয়া বিক্রয় করিলে পরে দেখিলে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার বিক্রেতার ক্ষমতা আছে কি না?

শি। বিক্রেতার কোন সময়েই ঐ ক্ষমতা নাই। (স, হে)

বা। কি কি ঘটনায় ক্রেতার ঐ ক্ষমতা রহিত হয়?

শি। ক্রেতার নিকট জিনিসে কোনও দোষ দৃষ্ট হইলে কি ব্যবহার করিলে কি কাহার নিকট বিক্রয় করিলে কি কাহাকে হেবা দিলে, ঐ ক্ষমতা রহিত হয়। হে বালক! মনে রাখিও ঐ সকল ঘটনায় আকড় শর্ত্তও রহিত হয়। (হে)

বা। যদি কোন দ্রব্য বস্তার মধ্যে বাঁধা থাকে তবে ঐ বস্তার মুখ খুলিয়া দৃষ্টি করতঃ ক্রয় করিলে পরে উহা ফেরৎ দিতে পারে কি না?

শি। না, এইরূপ গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুর মুখ কি পৃষ্ঠ দৃষ্টি করিয়া ক্রয় করিলে, উহা ফেরত দিতে পারিবে না। এইরূপ মারকিন, মলমল, নয়নসুক প্রভৃতি কাপড় যাহাতে কোনও প্রকারের নক্‌সা নাই উহার উপরিভাগে দেখিয়া ক্রয় করিলে পরে খুলিয়া দৃষ্টি করতঃ ফেরত দিতে পারিবে না কিন্তু কাটা ফাটা বাহির হইলে অবশ্য পারিবে। (হে, আ)

বা। ক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করিলে ঐ উকীল দেখিয়া ক্রয় করিলে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, পরে অসিদ্ধ করিবার কোনও ক্ষমতা থাকিবে না (স,কা)

বা। ছাগ মাংস দেখিয়া ক্রয় করিলে পরে ফেরত দিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে কিন্তু ঘ্রাণ লইয়া ক্রয় করিলে ফেরত দিবার অধিকার নাই। (তাতা, কা)

বা। অন্ধের ক্রয় সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু যে পর্য্যন্ত বস্তুর গুণাগুণ অন্ধের বোধ গম্য না হয় সে পর্য্যন্ত ফেরত দিতে পারে। (স)

বা। অন্ধের বোধগম্য কিরূপে হইবে?

শি। স্পর্শ করা, ঘ্রাণ লওয়া ও জিহ্বাগ্রে দেওয়া এই তিনটী অন্ধের বোধগম্য হইবার উপায়। (স)

বা। অন্ধ ভূমি ক্রয় করিলে উহা বোধগম্য হইবার উপায় কি?

শি। ঐ ভূমির গুণাগুণ শ্রবণ করিলেই বোধগম্য হইবে অর্থাৎ ভূমির গুণাগুণ শ্রবণ করিয়া ক্রয় করিলে পরে ফেরত দিতে পারিবে না। (স, হে)

বা। কোন ব্যক্তি বহুদিন হইল কোন বস্তু দেখিয়াছিল, সেই দেখার প্রতি নির্ভর করিয়া ক্রয় করিলে পরে ফেরত দিতে পারে কি না?

শি। না কিন্তু যেরূপ দেখিয়াছিল সেরূপ না থাকিলে অবশ্য ফেরত দিতে পারে। হে বালক! ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী গণের দৃষ্টি-ক্ষমতা রহিত হয়। (হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ক্ষতি ক্ষমতার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ক্ষতি ক্ষমতা কাহাকে বলে?

শি। কোন বস্তু ক্রয় করিলে যদি ঐ বস্তুতে কোন দোষ দেখা যায় এবং ক্রয়কালে ক্রেতাজ্ঞাত নাথাকে তবে ক্রেতার ঐবস্তু ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা আছে এবং উহাকেই ক্ষতি ক্ষমতা বলা যায়, আরবী ভাষায় "আযবে খেযার" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স, হে, আ)

বা। যদি ক্রেতা দূষিত বস্তু লইতে চায় কিন্তু যে মূল্য বলিয়া লইয়াছিল, তাহা হইতে কম দিতে স্বীকার পায়, তবে উহা দিতে পারে কি না?

শি। না, লওয়া হইলে যাহা বলিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহাই দিতে হইবে নচেৎ ফেরত দিবে। (স)

বা। কোন বস্তু ক্রয় করিয়া আনিলে যদি দুইটী দোষ দেখা যায়, উহার একটী দোষ বিক্রেতার নিকট হইয়াছিল, দ্বিতীয়টী ক্রেতার, ঐ দোষ ক্রেতা হইতে কি অন্য কেহ হইতে কি দৈব ঘটনাতেই হউক ঐবস্তু ফেরত দিতে পারে কি না?

শি। না কিন্তু বিক্রেতার ক্ষতি পরিমাণ মূল্য কম দিতে পারিবে। (হে)

বা। যদি বিক্রেতা কম লইতে অস্বীকার হইয়া আপন বস্তু ফিরাইয়া লইতে চায় তবে লইতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। (হে)

বা। একজন খলিফা কোন কাপড়িয়ার নিকটহইতে কাপড় ক্রয়করিয়া কর্ত্তন করে, পরে ঐ কাপড়ে কোন দোষ বাহির হয়, ফলিতার্থে ঐ দোষ কাপড় বিক্রেতার নিকট হইয়াছিল। এইক্ষণ ঐ কাপড় ফেরত দিতে পারে কি না?

শি। না কিন্তু ক্ষতি পরিমাণ মূল্য ফেরত লইতে পারিবে। (আ)

বা। খিরা, বাঙ্গি, তরমুজ, নেবু, ডিম্ব এইরূপ কোন বস্তু ক্রয় করিলে, যদি কোন দোস বাহির হয় তবে বিক্রেতা হইতে সমুদয় মূল্য ফেরত লইতে পারে কি না?

শি। হাঁ যদি ঐ দোষে নষ্ঠ হইয়া থাকে তবে পারে কিন্তু নষ্ঠ না হইলে ফেরত দিবার কোনও ক্ষমতা নাই। তবে লোকসান পরিমাণ মূল্য ফেরত লইতে পারিবে। (স)

বা। ধান, চাউল, যব, শরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বস্তু যাহা ওজনে ক্রয় বিক্রয় হয় উহাতে কোন দোষ বাহির হইলে কি হইবে?

শি। ক্রেতার এই ক্ষমতা আছে যে উহা ফেরত দিয়া সমুদয় মূল্য ফেরত লইতে পারেন কিন্তু লোকসানি বলিয়া মূল্য কম করিতে পারিবেন না। (আ)

বা। যদি বিক্রেতা বিক্রয় কালে ক্রেতাকে বলেন যে, বিক্রয়ের বস্তু যাহা হয় এখনি দেখুন, পরে কোন দোষ বাহির হইলে ফেরত দিতে পারিবেন না, এরূপ বলা শরাতে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। হাঁ সিদ্ধ বটে কিন্তু ক্রেতা উহা স্বীকার পাইয়া লইলে পরে ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা থাটিবে না। (আ)

বা। যে বস্তু বিক্রয় করা যায় ও যে বস্তুর মুল্য হয় উভয়ের দোষাদোষ প্রকাশ করিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ যাহার যে দোষ ব্যক্ত করিতে হইবে এবং দোষ ছাপাইয়া বিক্রয় করা শরাতে নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার অসিদ্ধ বিক্রয়ের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। অসিদ্ধ বিক্রয় কাহাকে বলে?

শি। আরবী ভাষায় যাহাকে "বায়ফাছেদ" বলে। (স, হে, আ)

বা। কি কি বিষয়ে বিক্রয় অসিদ্ধ হয়?

শি। জিনিস কি মূল্যের বস্তু কি উভয় মাল না হইলে কি হারাম হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ হয়। (হে, আ)

বা। উহার একটী উদাহরণ বলুন।

শি। যেমন মৃতা, রক্ত, স্বাধীন-ব্যক্তি ইহা মাল হইতে পারে না, ও শরাব, শূকর হারাম, অতএব উহা দিয়া কোন বস্তু ক্রয় কি পরিবর্ত্তন অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ যে বস্তুতে কোন সত্ব নাই তাহা দিয়া ক্রয় করিলেও অসিদ্ধ হইবে যগুপি ক্রয় করিয়া স্বাধীন করিয়া থাকে। (স)

বা। কোন জন্তুর গর্ভ বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না, কেননা বুঝাইয়া দিতে পারিবে না। এইরূপ মনুষ্যের বীর্য্য এবং যে পাখী আকাশে উড়িতেছে ও যে মতি ছিনুকের উদরে আছে উহা বিক্রয় করিলে অসিদ্ধ হইবে। (হে, দো)

বা। কোন জন্তুর লোম কি পালক ঐ জন্তুর শরীরে রাখিয়া বিক্রয় করিলে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না, এইরূপ পুকুরে কি নদীতে মৎস্য রাখিয়া বিক্রয় করাও অসিদ্ধ লিখিয়াছে। (হে, দো)

বা। যে শিকল ঘড়িতে লগ্ন আছে উহা বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না। (দা)

বা। অরণ্যের কাষ্ঠ অরণ্যে রাখিয়া বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া আপন আয়ত্তে না আনা যায় সে পর্য্যন্ত বিক্রয় করা সিদ্ধ হইবে না। (আ)

বা। জল বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু নদীতে কি পুষ্করিণীতে কি কূপেতে রাখিয়া বিক্রয় করা যায় না। (আ)

বা। কোন ধীবর জাল ফেলাইলে যদি কেহ বলে এবার যে মৎস্য পাওয়া যাইবে তাহা আমার নিকট বিক্রয় কর, এস্থলে ঐ মৎস্য ধরিবার অগ্রে বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না, কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি "সায়েমজহুল" অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না। (হে, আ)

বা। যদি কোনব্যক্তি কাহার পুষ্করিণীতে বর্শীদ্বারা মৎস্য ধরিবে বলিয়া মাসিক কিছু দেওয়া স্বীকার করে তবে উহা সিদ্ধ হইবে কি না এবং ঐ মৎস্য খাওয়া হালাল হইবে কি না?

শি। ধরাও সিদ্ধ নয় খাওয়াও হালাল নয়। (হে, আ)

বা। ঘাস বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না কিন্তু উহা কর্ত্তন করিয়া বিক্রয় করিলে দোষ ঘটিবে না (কে)

বা। কর্ত্তনের পূর্ব্বে বিক্রয় করা যায় না, ইহার কারণ কি?

শি। হেদায়ানামক গ্রন্থে উহার কারণ বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। যখন উহা পাঠ করিবে তখন অনায়াসে জানিতে পারিবে। আরও একটী কথা স্মরণ রাখিবে যে, জল, ঘাস, অগ্নি এই তিন বস্তুতে সকলেই স্বত্বাধিকারী। (হে, আ)

বা। মধুমক্ষিকা বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না এই ব্যবস্থা এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউসফ দেন কিন্তু এমাম মহাম্মদ বলেন, মধুমক্ষিকারও ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে। (স, আ)

এইরূপ এমাম আবু হানিফা বলেন যে, রেশমের কীট ক্রয়

বিক্রয় করা অসিদ্ধ কিন্তু এমাম আবু ইউসফ বলেন যে, ঐ কীটের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রেশম হইলে বিক্রয় করা অবশ্য সিদ্ধ হইবে এবং এমাম মহম্মদ বলেন, রেশম হউক বা না হউক উহার ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ। (হে)

বা। তিনজনের তিন মত হইল এইক্ষণ কোন মতের প্রতি ফতওয়া দেওয়া যাইবে?

শি। এমাম মহম্মদ সাহেব যাহা বলেন, উহার প্রতি ফতওয়া দেওয়া যাইবে। (হো)

বা। রেশমের কীটের ডিম্ব বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। বড় এমাম সাহেব বলেন উহার বিক্রয় অসিদ্ধ কিন্তু তাঁহার দুইজন শিষ্য বলেন সিদ্ধ। (হে)

বা। মনুষ্যের দুগ্ধ বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না, এইরূপ মনুষ্যের লোম, কেশ, কিম্বা অন্যকোন অংশ বিক্রয় করা অসিদ্ধ কিন্তু দুগ্ধ দাই বেতন লইয়া সন্তানকে দুগ্ধ দিতে পারে। (হে, আ)

বা। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুর চর্ম্ম বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু মৃত জন্তুর চর্ম্ম দাবাগৎ করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না। জবহ করা জন্তুর চর্ম্ম দাবাগৎ করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করিলে শরার অন্যথা হইবে না। (হে, আ)

বা। মৃত জন্তুর অস্থি, শিরা, লোম, শৃঙ্গ, কি পালক বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায়। (অ)

বা। তৈল কি ঘৃত ভাণ্ড সহিত বিক্রয় করিয়া ভাণ্ডের ওজন অনুমান করিয়া বাদ দিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কি না।

শি। না, কারণ ইহা লইয়া পরে বিবাদের সম্ভাবনা আছে কিন্তু ভাণ্ড ওজন করিয়া বদল দিলে সিদ্ধ হইবে। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার বিক্রয়ে মকরুহের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। বিক্রয়ে কি কি কর্ম্ম মকরুহ?

শি। ক্রয়ের মানস ব্যতীত মূল্য অধিক করা এইরূপ কেহ কোন বস্তু মূল্য করিতেছে অমত সময় মূল্য করা। (কে, আ)

বা। দুইজন এক কন্যার বিবাহের কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করিতে পারে কি না?

শি। না, যে পর্য্যন্ত এক জনের কথা নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত অন্যজন জানিয়া উপস্থিতকরিলে মকরুহহইবে।এইরূপ যে দ্রব্য বিক্রয়জন্য সহরে আসিতেছে, উহা অগ্রসর হইয়া ক্রয় করাও মকরুহ।(কে)

বা। নিলামে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায়। (হে, জা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ক্রয়ের বস্তু ফেরত দেওয়ার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ অর্থাৎ সহি হইলে ঐ বস্তু ফেরত দেওয়া যায় কি না?

শি। স্বীকার পাইলে আপন আপন বস্তু ফেরত লইতে পারেন আরবী ভাষায় উহাকে "একালা" বলে। (সে, হে)

বা। বিক্রেতা বস্তু সমুদয় বিনাশ পাইলে মূল্য ফেরত হইতে পারে কি না?

শি। না কিন্তু মূল্য না পাইলে বিক্রয়ের বস্তু ফেরত হইতে পারে(সে, হে

বা। যদি বিক্রিত বস্তুর কিয়দংশ আছে এবং কিয়দংশ নাশ পাইয়াছে এস্থলে ফেরত হইতে পারে কি না?

শি। হাঁ যে পরিমাণ বস্তু নাশ পায় নাই সেই পরিমাণ ফেরত হইতে পারে। (স, হে)

বা। কোন বস্তু ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। ক্রয়ের মূল্যে বিক্রয় করিলে তওলীয়া বলে, কিছু লাভ লইয়া বিক্রয় করিলে "মোরাবাহাত" বলে, ক্রয়ের মূল্য হইতে ন্যূন মূল্যে বিক্রয় করিলে "ওজুহ" বলে। (স, আ)

বা। যদি কেহ দশ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া পনর টাকার কথা বলে তবে কি হইবে ?

শি। ক্রেতার ইচ্ছা হইলে লইবেন,না হইলে লইবেন না। কিন্তু বিক্রেতা মিথ্যা বলার পাপে লিপ্ত হইবেন। (কে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার সুদের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। সুদ কাহাকে বলে ?

শি। প্রদত্ত বস্তু ফেরত লইবার সময় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি লইলে উহাকে সুদ বলে, আরবী ভাষায় উহা রেবা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুদ লওয়া শরাতে নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে। (স, হে, আ)

বা। উহার একটী উদাহরণ বলুন ?

শি। উদাহরণ কি বলিব তদ্বিষয় চারিটী নিয়ম বলিতেছি তদ্বারা সমুদয় বুঝিতে পারিবে যথা—

১। যদি লওয়া ও দেওয়ার উভয় দ্রব্য এক প্রকারের হয় এবং উভয়ের মাপও এক প্রকারের হয়,তবে কমবেশি করিয়া নগদবিক্রয় করা হারাম। যেমন এক মণ ধান্য দিয়া দেড় মণ ধান্য লওয়া।

এইরূপ তুল্য দেওয়া শর্ত্তে বিক্রয় করিলেও হারাম হইবে। যেমন এক মণ ধান্য দিয়া কিছু দিন পরে এক মণ ধান্য লওয়া বৃদ্ধি লইলেতো বুঝিতেই পার।

হে বালক! এই নিয়ম স্বর্ণে স্বর্ণে, রৌপ্যে রৌপ্যে, ধান্যে ধান্যে প্রভৃতিতেও খাটিবে।

২। যদি উভয় জিনিস পৃথক্ হয়, মাপও পৃথক্ হয়, তবে কম বেশী করিয়া পরিবর্ত্তন অর্থাৎ বদল করিলে সুদ মধ্যে পরিগণিত হইবে না উহা নগদই হউক কি বাকীই হউক, যেমন একমণ চাউল দিয়া এক মণ মারকিন কাপড় লওয়া।

৩। যদি উভয় জিনিস পৃথক্ হয়, মাপ এক হয় এবং যদি নগদ হয়, তবে কম বেশী করিয়া বিনিময় অর্থাৎ বদল করিলে বেশীটা সুদ মধ্যে ধরা যাইবে না, বাকী হইলে অবশ্য সুদ-মধ্যে গণ্য হইবে, যেমন এক মণ ধান্য দিয়া দুই মণ চিনা লওয়া।

৪। যদি উভয় জিনিস এক হয়, মাপ কম বেশী হয় তবে তৃতীয় নিয়মের মত নগদ বিক্রয় সিদ্ধ, বাকী শর্ত্তে অসিদ্ধ, যেমন ১০ হাত মারকিন দিয়া ১. হাত মারকিন লওয়া। (আ)

হে বালক! মনে রাখিও পয়গম্বর সাহেব যে সকল বস্তু পাথর দ্বারা পরিমাণ করিয়াছেন, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি এবং যে সকল বস্তু কাঠার দ্বারা পরিমাণ করিয়াছেন, যেমন গম, যব, খোরমা, লবণ প্রভৃতি উহা পৃথিবী থাকা পর্য্যন্ত ঐ মাপ ধরিতে হইবে যদ্যপি লোকে উহার বিপরীত আচরণ করেন। তিনি যাহার পরিমাণ নিরূপণ করেন নাই তাহাতে লোক যেরূপ আচরণ করেন তাহাই ধরা যাইবে। (স, হে, আ)

বা। ইহার মধ্যে আমার কয়েকটী প্রশ্ন আছে।

শি। বল কি প্রশ্ন?

বা। আমরা কাহার নিকট হইতে টাকা কড়ি কি ধান্য চাউল প্রভৃতি আনিয়া থাকি, কিছুদিন পরে আমাদের হাতে টাকা হইলে পরিশোধ করি আপনার প্রথম নিয়মানুসারে উহাও হইতে পারে না?

শি। উহাকে কর্জ্জ বলে। তুল্য হইলে কর্জ্জ দেওয়া লওয়া শরাতে সিদ্ধ কিন্তু বৃদ্ধি দিলে অবশ্য অসিদ্ধ হইবে। (দে,)

বা। কোন্ কোন্ দ্রব্যের কর্জ্জ দেওয়া লওয়া সিদ্ধ ?

শি। মোহর, টাকা, পয়সা, ধান্য, চাল, মটর, তৈল, ঘৃত, লবণ, মরিচ প্রভৃতি যাহার তুল্য হইতে পারে, দেওয়া ও লওয়া সিদ্ধ কিন্তু গো, মেষ, কুক্কুট ইত্যাদি কোন জন্তু কর্জ্জ দেওয়া ও লওয়া সিদ্ধ নয়। (দো)

বা। তবে যে দেখিয়াছি আপনার শ্বশুর প্রতিবাসীর নিকট হইতে মোরগ কর্জ্জ আনিয়া আপনাদিগকে খাওয়াইতেছেন, সে সময় ত কিছু বলেন নাই ? আপনারা কেবল দুর্ব্বলের যম।

শি। (লজ্জিত হইয়া বলিলেন,) বাপু যাহা বলিলে যথার্থ ওকাজটা অন্যায়ই হইয়াছে, আর হইবে না। (দো)

বা। মাংস দিয়া কোন জীবিত জন্তু ক্রয় করা যায় কি না ?

শি। হাঁ যদি সেই জন্তুর মাংস হয় এবং উহা হইতে মাংস অধিক হয় তবে করা যায়, কম হইলে সিদ্ধ হইবে না কিন্তু তুল্য হইলেও সিদ্ধ হইবে। (আ, কা)

বা। তৈলের পরিবর্ত্তে তিল লওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ লওয়া যায় যদি তিল অধিক হয়।

বা। মাংসে মাংসে কম বেশি করিয়া পরিবর্ত্তন করা যায় কি না ?

শি। যদি পৃথক জন্তুর মাংস হয় তবে করা যায়, যেমন এক সের গো-মাংস দিয়া দুই সের উষ্ট্রের মাংস লওয়া। এইরূপ পৃথক জন্তুর দুগ্ধও কম বেশি করিয়া পরিবর্ত্তন করা শরাতে সিদ্ধ লিখিয়াছে। যেমন এক সের ছাগ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দুই সের গো দুগ্ধ লওয়া কিন্তু নগদ হওয়া দরকার। বাকী হইলে সুদ মধ্যে পরিগণিত হইবে। (আ, কা)

এইরূপ একটী ডিম্বের পরিবর্ত্তে দুইটী ডিম্ব হইলে কি ভাল এক থান কাপড় দিয়া মন্দ দুই থান কি দুই পুস্তক একটা ছাগী দিয়া দুইটী ছাগী কি এক খণ্ড পুস্তক দিয়া দুই খণ্ড পুস্তক লইলে শরার অন্যথা হইবে না। (স, আ, কে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার সালামের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। সালাম কি বুঝিলাম না?

শি। কোন বস্তু কিছু কালের পরে দিবে বলিয়া ক্রয় করাকে আরবী ভাষায় "সালাম" বলে, আমরা ভবিষ্যৎ বিক্রয় বলি। (আ)

বা। উহার একটী উদাহরণ বলুন?

শি। যেমন 'ক, নামক কোন ব্যক্তি দশ টাকা দিয়া 'গ, নামক ব্যক্তির নিকট হইতে কুড়ি মণ ধান্য এই শর্ত্তে ক্রয় করিল যে, টাকা এই আশ্বিন মাসে দিলাম, ধান্য পৌষ মাসে দিবে। এইরূপ ক্রয় করাকে সালাম বলে। হে বালক! এইরূপ ক্রয় বিক্রয় কালে ১৬টী বিষয় জানা আবশ্যক, যাহা এই বিক্রয়ের শর্ত্ত বলিয়া শরাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহার ৬টী মূল্যে, ১০টী জিনিসে। (আ)

বা। সেই ১৬টী কি কি?

শি। ১। মূল্য কি বস্তু, টাকা কি পয়সা কি মোহর।

২। মূল্যের বস্তু কোথাকার, কলিকাতাই কি মুরশিদাবাদি।

৩। মূল্যের বস্তু ভাল কি মন্দ কি মধ্যম রকম।

৪। মূল্যের বস্তু কাঠা কি পাথরের ওজন, কি গণ্ডা হিসাব?

৫। মূল্য নগদ দেওয়া।

৬। বিক্রেতা বিক্রয়ের সভায় মূল্য স্বাধীন (দস্ত কবজ) করা।

৭। জিনীসের নির্ণয় জানিতে হইবে। ধান্য, কি চাউল, কি শরিষা, কি গম, কি যব, কি কোষ্ঠা ইত্যাদি।

৮। সেই জিনীস জলে কি বিনে জলে, কি নরম ভূমিতে, কি পর্ব্বতে হয়।

৯। ভাল জিনীস কি মন্দ জিনীস।

১০। পরিমাণের নির্ণয় কাঠার মাপ, কি হাতের মাপ, কি গজের মাপ, কি গণনা মত।

১১। ঐ জিনীস কতদিন পরে দিবে তাহার নির্ণয় কিন্তু এক মাসের ন্যূন না হয়।

১২। বিক্রয়ের সময়াবধি পরিশোধের সময় পর্য্যন্ত বাজারে জিনীস বর্ত্তমান থাকা।

১৩। জিনীস টাকা কি মোহর কি পয়সা না হওয়া।

১৪। চারি প্রকার পরিমাণের কোন এক পরিমাণ হওয়া, যেমন কাঠার মাপ, কি পাথরের মাপ, কি গণনা মত যদি তুল্য হয়, কি হাত গজের মাপ।

১৫। যে জিনীস ক্রয় করা যায় তাহা কোন শহরে কোন্ বাজারে কোন্ স্থানে বুঝাইয়া দিবে।

১৬। মূল্য ও জিনীস এক বস্তু না হওয়া।

এই ১৬টীর কোন একটীতে ত্রুটী থাকিলে ক্রয় বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে। (আ।)

বা। ইহার মধ্যে আমার কয়েকটী প্রশ্ন আছে।

শি। কি প্রশ্ন বল?

বা। যে সভায় এরূপ ক্রয় বিক্রয় হয় ঐ সভায় মূল্য না দিয়া পরে দিলে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না, কারণ পঞ্চম শর্ত্তের নিয়ম ভঙ্গ হইবে। (আ)

বা। কতক টাকা তখনি আর কতক পরে দিলে হইবে কি না?

শি। না, যে পরিমাণ টাকা তখন দিবে সেই পরিমাণ বিক্রয় সিদ্ধ হইবে। (আ, কা)

বা। যে সময় বিক্রয় করা যায় সেই সময় বিক্রয়ের বস্তু বাজারে না থাকিলে নিরূপিত সময়ে ঐ বস্তু দিলে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না, যদ্যপি ঘরে থাকিয়া থাকে, কেননা দ্বাদশ শর্ত্তের নিয়ম ভঙ্গ হইল। এইরূপ বিক্রয়ের তারিখ হইতে পরিশোধের তারিখ পর্য্যন্ত কোন এক সময় ঐ জিনীস বাজারে বর্ত্তমান থাকিলে ক্রয় বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে, যদ্যপি হাটের দিন পাওয়া যায়। (অ।)

বা। তবে আমরা যেরূপে ক্রয় বিক্রয় করি উহাতো হইতেই পারে না।

শি। বল কিরূপে?

বা। যখন কেহ কোন আবশ্যক বশতঃ আমাদের নিকট কর্জ্জের জন্য আসে তখন আমরা সুদকে হারাম জানিয়া এই শর্ত্তে টাকা দেই যে অমুক মাসে প্রতি টাকায় এত মণ ধান্য কি কোষ্ঠা দিবে, ইচ্ছা হয় লও; না হয় না লও, তাহারা উহাই স্বীকার পাইয়া টাকা লইয়া যায়, আপনার কথামত উহাওতো হইতে পারে না?

শি। ইহাতে সন্দেহ কি? দ্বাদশ শর্ত্তে দৃষ্টি কর। (আ)

বা। আমরা আর একটা যে উপায় করি তাহা হয় কি না?

শি। কি উপায়।

বা। ঐরূপ তিন মণ দরে অমুক মাসে দিবে বলিয়া চুক্তাইয়া দেই পরে ধান্য দিতে পারে না, ঐ সময়ে যে দর হয় সেই দর মত টাকা লই, উহা সিদ্ধ হয় কি না?

শি। না, টাকা লওয়া হইলে যাহা দিয়াছিলে তাহাই লইতে হইবে বেশী লওয়া হারাম। (আ)

বা। যদি কতক টাকা লইও কতক জিনীস লই, তবে হইতে পারে কিনা?

শি। তাহাও পারে না। জিনীস ব্যতীত টাকা যাহা লইবে তাহা আসল লইতে হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ বলে যে আমি অমুকের হাত দিয়া মাপদিয়া লইব কিম্বা অমুকের কাঠা দিয়া ওজন করিয়া লইব, এরূপ শর্ত্ত করা শরাতে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না। কেননা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কি ঐ কাঠা না থাকিলে উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবে। (আ)

বা। যে বস্তু ক্রয় করা গিয়াছিল ঐ বস্তু পরিশোধের দিবস না পাওয়া গেলে কি হইবে?

শি। ক্রেতা আপন টাকা ফেরত লইবেন কিম্বা আবার ঐ বস্তু হওয়া পর্য্যন্ত সৌব করিবেন। (আ)

বা। ঐরূপ ক্রয়ের বস্তুকে দখল করিবার পূর্ব্বে উহা বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না, হস্তে না আসা পর্য্যন্ত বিক্রয় করা যায় না। (আ)

বা। যে বস্তুর গুণাগুণ ও পরিমাণ বর্ণনা করা অসাধ্য তাহার ঐরূপ বিক্রয় হইতে পারে কি না?

শি। না, এইরূপ চর্ম্ম ও চতুষ্পদ জন্তুর ঐরূপ বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না। (আ)

বা। 'ক, নামক কোন ব্যক্তি 'খ, নামক কোন ব্যক্তিকে বলিলেন যে একটা টাকা লও ছুমাস পরে আমাকে আঠার আনায় পয়সা দিও 'খ, নামক ব্যক্তি তাহাই স্বীকার পাইলেন। এরূপ পয়সার ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না কিন্তু অচল পয়সা আঠার আনা দিলে সিদ্ধ হইতে পারে (হেদায়া দেখ)

হে বালক! এই পর্য্যন্ত সালামের বর্ণনা করা গেল
অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে বল।

বা। স্বর্ণ দিয়া স্বর্ণ কি রৌপ্য দিয়া রৌপ্য ক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ যদি তুল্য পরিমাণ হয়, উহাকে "বায়ছারফ" বলে কিন্তু ভাল স্বর্ণ দিয়া খারাপ স্বর্ণ, ভাল রৌপ্য দিয়া খারাপ রৌপ্য বেশী লওয়া হারাম। এইরূপ মোহর দিয়া ভাঙ্গা সোনা ও টাকা দিয়া ভাঙ্গা রূপা বেশী হইলে সুদের মধ্যে ধরা যাইবে। (আ, হে)

বা। তবে যে পুরাতন গহনা কম দরে খরিদ করি উহা কি হইবে?

শি। পরিমাণের বেশী মত সকলই সুদ হইবে। (আ)

বা। বিড়াল, কুকুর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি পশু বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ বিক্রয় করা যায়। (আ)

বা। সর্প, বৃশ্চিক বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না কিন্তু ঔষধার্থে বিক্রয় করা যায়। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তির ভূমিতে পক্ষী ডিম্ব কিম্বা ছানা দেয়, তবে ঐ ডিম্ব ও ছানার স্বত্বাধিকারী ভূস্বামী হইবেন কি না?

শি। হাঁ যদি ঐ ভূমি ডিম্ব দেওয়ার মানসে প্রস্তুত করিয়া থাকেন তবে হইবেন, নতুবা যিনি পাইবেন তিনি উহার স্বত্বাধিকারী হইবেন। মৃগেরও এই নিয়ম। (আ)

বা। যদি কোন ধীবর অর্থাৎ জেলুয়া জাল শুষ্ক করিবার মানসে জাল বিস্তার করিয়া দেয় এবং দৈবাৎ ঐ জালে কোন পাখী আবদ্ধ হয় তবে উহার স্বত্বাধিকারী কে হইবেন?

শি। যিনি ধৃত করিবেন তিনি হইবেন। (আ)

বা। যদি কাহার ভূমিতে মধুমক্ষিকা থাকে, তবে তাহার স্বত্বাধিকারী ভূস্বামী হইবেন কি না?

শি। হাঁ তিনিই উহার স্বত্বাধিকারী হইবেন। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার অংশী স্বত্বের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। অংশী স্বত্ব কাহাকে বলে?

শি। কোন ব্যক্তি কাহার সঙ্গে কোন বস্তুতে অংশী থাকিলে পরস্পর অংশী স্বত্ব আছে। আরবী ভাষায় অংশী স্বত্ব "হক্কেশফা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স, আ)

বা। অংশী স্বত্বে কি লাভ?

শি। যদি কোন অংশ অংশীর নিকট বিক্রয় না করিয়া অপরের নিকট বিক্রয় করেন, তবে যে মূল্যে বিক্রয় করিবেন ঐ মূল্য অংশীকে দিয়া বল পূর্ব্বক ঐ বস্তুতে স্বত্বাধিকারী হইতে পারিবেন, যদ্যপি বিক্রেতা অস্বীকার হন। (হে, আ)

বা। অংশী স্বত্ব শরাতে কয় প্রকার হয়?

শি। অনির্দ্দিষ্টাংশী, নির্দ্দিষ্টাংশী, গমনাংশী এই তিন প্রকার। যথা

১। কোন ভূমিতে দুই কি অধিক জনের স্বত্ব মিশ্রিত থাকিলে অনির্ণীতাংশী বলা যায়, আরবী ভাষায় উহাকে "খালিৎফিনফ্‌ছেল মুবি" বলে।

২। কোন স্থানে কি গৃহে দুই জন স্বত্বাধিকারী হওয়ায় মধ্যে প্রাচীর দিয়া দুই ভাগ করিয়া লইয়াছে বটে কিন্তু গমনাগমনের পথ ভিন্ন নয়, উহাকে নির্ণীতাংশী বলা যায়, আরবী ভাষায় "শফিফিহক্কেল মুবি" বলে।

৩। প্রতিবাসী থাকা কারণে বাড়ী পৃথক বটে কিন্তু উভয়ের গমনাগমনের পথ একটী মাত্র এবং সর্ব্বদা ঐ পথ দিয়া আসা যাওয়া করা যায় উহাকে গমনাংশী বলা যায়, আরবী ভাষায় "জওয়ারে মোনাছেক" বলে। (হে, আ)

বা। তিন প্রকার অংশী স্বত্বের কথা যে বর্ণনা করিলেন, উহার মধ্যে কোন্ প্রকার অংশী স্বত্বের ক্ষমতা অধিক ?

শি। প্রথম অনির্ণীতাংশী তৎপর নির্ণীতাংশী তৎপর গমনাংশীর ক্ষমতা অধিক। (হে, আ)

বা। যদি কোন বস্তুতে তিন কি অধিক ব্যক্তি অংশী থাকেন, তন্মধ্যে একজন নিজ স্বত্ব বিক্রয় করিলে অপরাংশীগণ গণনানুসারে স্বত্বাধিকারী হইবেন কি অংশের রীত্যনুসারে ?

শি। অংশ তুল্য মত হউক বা না হউক অংশীর গণনানুসারে অংশী স্বত্বে স্বত্বাধিকারী হইবেন। (হে, দো)

বা। অংশী স্বত্বের দাবি কিরূপে করিবে ?

শি। তিন প্রকার দাবি করিতে পারিবে, যথা—মওয়াছেবা, এসহাদ ও খছুমৎ। (হে, আ)

বা। উহার প্রত্যেকের উদাহরণ বলুন।

শি। ১। যে সভায় কেহ নিজাংশ বিক্রয় করে তাহার অংশী সেই সভায় বলেন যে, ইনি যে ভূমি বিক্রয় করিতেছেন ঐ ভূমিতে আমার অংশ আছে, আমি হাকুশফার দাবি করি এইরূপ দাবি

২৪

করাকে "মওয়াছেবা" বলে কিন্তু বিক্রয়ের কথা যে সভায় শুনা যায় ঐরূপ সভায়দাবি নাকরিলে অংশী স্বত্বের দাবি অগ্রাহ্য হইবে ২। ঐ রূপ দাবি করিলেও যদি বিক্রেতা কি ক্রেতার অধীনে ঐ বস্তু থাকে, তবে সকলকে ডাকিয়া বলিবে যে তোমরা সাক্ষী থাক আমি হক্কেশফার দাবি করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। এইরূপ করাকে এস্‌হাদ বলে। ৩। এরূপ দাবি করিলেও যদি ছাড়িয়া না দেয় তবে হাকিমের নিকট এ বিষয় আপত্তি উপস্থিত করিতে হইবে যে, আমি অমুক ভূমিতে হক্কেশফার দাবি করিতেছি, আমার দাবির ভূমি দেওয়াইতে অনুমতি প্রদান করুন। এইরূপ দাবি করাকে "খছুমত" বলে। (হে, আ)

বা। কতদিন পরে বিচারকর্ত্তার নিকট আপত্তিউপস্থিত করিতে পারে?

শি। যত দিবস হউক তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না। (হে)

বা। হক্কেশফার দাবি কোন্ বস্তুতে করিতে পারে?

শি। কেবল স্থাবর বস্তুতে, অস্থাবর বস্তুতে দাবি খাটিবে না। (হ, আ)

বা। কাহাকে নিজাংশ হেবা করিয়াদিলে উহার অংশী হক্কেশফার দাবি করিতে পারে কি না?

শি। না কিন্তু কোন বস্তুর পরিবর্ত্তে হেবা করিয়া দিলে অবশ্য দাবি করিতে পারে, যাহাকে "হেবাবেল এওজ" বলে। (হে, আ)

বা। বিচার কর্ত্তা অনুমতি দেওয়ার পূর্ব্বে দাবিদারের মৃত্যু হইলে কি হইবে?

শি। ঐ দাবি বৃথা যাইবে। (স, হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার হেবার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। হেবা কাহাকে বলে?

শি। কোন বস্তু কাহাকে বিনাপরিবর্ত্তে দান করা, উহাকেই হেবা বলে; এরূপ দান করা অধিক পুণ্যের বিষয়। (স)

বা। হেবাতে কি কি বিষয়ের আবশ্যক ?

শি। উক্তি স্বীকার অর্থাৎ ইজাব কবুল আবশ্যক। (স, হে)

বা। যে সভায় হেবা করা যায় ঐ সভায় হেবার বস্তু গ্রহণ না করিলে কি হইবে ?

শি। হেবা অসিদ্ধ হইবে কিন্তু পরে গ্রহণ করিলে দাতার অনুমতি লইতে হইবে। (হে)

বা। গৃহীতা নাবালক কি পাগল হইলে দখল কবজ কে করিবেন ?

শি। উহার অলী দখল কবজ করিবেন। (হে)

বা। কি কি শব্দে হেবা সিদ্ধ হয় ?

শি। হেবা করা, দত্ত করা, দেওয়া এই সকল শব্দে হেবা সিদ্ধ হয়।

বা। যদি দাতা গৃহীতার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত হেবার শর্ত্ত করেন তবে হেবা সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু ঐ শর্ত্ত অগ্রাহ্য হইবে অর্থাৎ গৃহীতার মরণান্তে তাহার উত্তরাধিকারীগণ সেই স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন, দাতার উত্তরাধিকারীগণের কোন অধিকারী থাকিবেক না এরূপ হেবা করাকে হেবায়ে ওমর বলে। (স, হে, আ)

বা। যদি কেহ কাহাকে বলেন যে আমার অগ্রে মৃত্যু হইলে আমার অমুক বস্তু তুমি পাইবে। তোমার অগ্রে মৃত্যু হইলে আমার বস্তু আমারই থাকিবে। এরূপ হেবা করিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না, ইহাকে আরবী ভাষায় হেবায় রোকবা বলে। এইরূপ যে বস্তুর অংশ নির্ণয় নাই এবং যে বস্তু অংশ করিলে তাহার লাভ রহিত হয় তাহারও হেবা অসিদ্ধ। (স, হে, আ)

বা। উভয়ের উদাহরণ বলুন ?

শি। এক বিঘা ভূমি হইতে এক কাঠা ভূমি কাহাকে দিলে যদি ঐ ভূমি চিহ্ন করিয়া না দেওয়া যায় তবে হেবা অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ চতুষ্পদ জন্তুর কোন অংশ হেবা করিলে হেবা অসিদ্ধ হইবে কেননা উহা বণ্টন করিলে উপস্বত্ব রহিত হয়। (স, হে, আ)

বা। গো দুগ্ধ হেবা করা যায় কি না ?

শি। হাঁ হেবা করাযায় কিন্তু গাভীতেদুগ্ধ রাখিয়া হেবা করিলে অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ বৃক্ষের ফল, মেষের লোম ও গমের আটা হেবা হইতে পারে কিন্তু ফল বৃক্ষে রাখিয়া, লোম মেষের গাত্রে রাখিয়া, আটা গমে রাখিয়া হেবা করিলে অসিদ্ধ হইবে। (হে; দো, আ)

বা। যদি ঐরূপ হেবা করিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া দেয়,ফল পাড়িয়া দেয়, লোম কাটিয়া দেয় ও গম পিসিয়া দেয়, তবে হেবা সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না। (হে, দো, আ)

বা। যদি কোন বস্তুতে দুইজনের অংশ মিশ্রিত থাকে তবে একের অংশ অন্য অংশীকে হেবা দিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না, কেননা মিশ্রিত বস্তুর হেবা হইতে পারে না। (হে)

বা। যদি কেহ আপন নাবালগ সন্তানকে কোন বস্তু হেবা করিয়া দেন তবে তাহার দস্ত কবজ কে করিবে ?

শি। এখানে স্বাধীনতার কোন আবশ্যক রাখে না তবে পিতা ভিন্ন মাতা কি অন্য কোন ব্যক্তি হেবা করিয়া দিলে, পিতা স্বাধীন করিলে সিদ্ধ হইবে। (হে)

এই রূপ কাহার নিকট কিছু পাওনা থাকিলে যদি মহাজন বলেন, আমি ছাড়িয়া দিলাম কি হেবা করিলাম, তবে স্বীকারের কোন আবশ্যক রাখে না।যদিচ জানিয়াও অস্বীকার হয় তবুও হেবা সিদ্ধ হইবে।

বা। মাতা পিতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে হেবা দিলে, তাহার স্বামী তাহাকে স্বাধীন করিতে পারে কি না ?

শি। হাঁ পারে, যদি তাঁহার বাড়ী গিয়া থাকে, নচেৎ কন্যার পিতা স্বাধীন করিবেন। (হে)

বা। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে কোন বস্তু হেবা দেয় এবং ঐ বস্তু গৃহীতার হস্তেই থাকে তবে পুনর্ব্বার স্বাধীন করিবার আবশ্যকতা আছে কি না ?

শি। না। (হে)

বা। স্বগণ ব্যতীত অন্য কাহাকে হেবাদিলে উভয়ের স্বীকারানুসারে কি কোন হাকিমের অনুমতি মত ঐ বস্তু ফিরাইয়া লইতে পারা যায় কি না?

শি। হাঁ লইতে পারা যায় কিন্তু একবার দিয়া পুনর্ব্বার লওয়া-মকরুহ। (হে, দো, ছে)

বা। দাতা কি গৃহীতার মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, ঐ হেবা ফিরাইতে পারে কি না?

শি। না, এইরূপ হেবার পরিবর্ত্তে কিছু লইয়া থাকিলে কি গৃহীতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে ঐ হেবা ফিরাইতে পারিবে না। (হে, দো)

বা। স্বত্ব ধ্বংস হওয়া কিরূপ?

শি। যেমন বিক্রী করা কি হেবা দেওয়া কি দান করা ইত্যাদি কারণে স্বত্ব ধ্বংস হয়, এইরূপ যদি কেহ কোন বস্তু স্ত্রীকে কি কোন ভ্রাতাকে হেবা দেন, তবেও আর ফিরাইতে পারিবেন না। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে দান অর্থাৎ ছদ্‌কা দেন তবে দানের বস্তু ঐ সভায় স্বাধীন না করিলে দান সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না। (আ, ছে)

বা। দান অর্থাৎ ছদ্‌কা করিয়া ফিরাইয়া লইতে পারে কি না?

শি। না। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ইজারার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ইজারা কাহাকে বলে?

শি। কোন বস্তুর পরিবর্ত্তে কোন বস্তুর লাভ বিক্রী করাকে ইজারা বলে। (আ)

বা। সে কেমন?

শি। যেমন কেহ কোন ব্যক্তিকে এক বৎসর বাস করিবার জন্য এক টাকা লইয়া বাস করিতে দেওয়া। (হে)

বা। তুমি কি বাটী ইজারা দিলে প্রত্যহ ভাড়া পাইতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে কিন্তু যদি ঘোড়া কি গরু ইজারা দেওয়া যায় তবে তাহার কেরায়া যে থানে রাত্রি হইবে সেই স্থানে পাইবে। (হে)

বা। কাপড় সেলাইর মজুরি কোন্ সময়ে পাইবে?

শি। যে সময়ে প্রস্তুত হইবে সেই সময়ে পাইবে। এইরূপ রজকের বেতন কাপড় ধৌত হইলে পাইবে। (স, হে)

বা। রুটির বেতন কোন্ সময়ে পাইতে পারে?

শি। চুল্লি হইতে নামাইলেই পাইতে পারে?

বা। কোন রজক কি কোন রংকর বেতন না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ কাপড় আটক রাখিতে পারে কি না?

শি। ধুইয়া কি রঙ্গ দিয়া থাকিলে পারে কিন্তু কোন মুটিয়া বেতন জন্য মোট আটক রাখিতে পারিবে না। এইরূপ নৌকার বাহক বেতনের জন্য নৌকা আটক রাখিতে পারিবে না। (কান্ হে, দো)

বা। যে কর্ম্মের জন্য যাহাকে নিযুক্ত করা যায় ঐ কর্ম্ম দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা করাইলে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না কিন্তু নিরূপণ করিয়া দিলে অবশ্য সিদ্ধ হইবে। (হে, কান্ দে)

বা। যদি কোনব্যক্তি কলিকাতা হইতেগোষ্টিবর্গ ঢাকায় আনিবার জন্য কাহাকে চাকর রাখে আর ঐ চাকর তাহাদিগকে আনয়ন করে তবে যাহা দিবে বলিয়া নিয়াছিল তাহা পাইবে কি না।

শি। হাঁ পাইবে কিন্তু যতটীকে আনিবার কথা ছিল তন্মধ্যে কেহ মৃত্যু হইয়া থাকিলে মৃতার বেতন বাদ পড়িবে। (হে, আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি এই শর্ত্তে চাকর রাখে যে এই পত্রখানা অমুককে কলিকাতা দিয়া ইহার প্রত্যুত্তর লইয়া আসিলে তোমাকে এত বেতন দিব। ঐ ব্যক্তি কলিকাতা যাইয়া দেখিল যে যাহার নিকট পত্র দিয়াছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ স্থলে ঐ ব্যক্তি বেতন পাইতে পারে কি না?

শি। না কিন্তু যদি পত্র খানা সেই স্থানে রাখিয়া আসিয়া থাকে তবে যাওয়ার বেতন পাইবে আসার বেতন পাইবে না। (হে)

বা। ঘর কি দোকান ইজারা লইলে ঐ ঘরে কি দোকানে সমুদয় কর্ম্ম করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু যে কর্ম্মে প্রাচীর নষ্ট হয় তাহা করা নিষেধ। (জ)

বা। ভূমি ইজারা করিলে সেই ভূমিতে যে২ শস্য বপন করিবে তাহার নির্ণয় করিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, বিনা নির্ণয়ে ইজারা সিদ্ধ হইবে না। (স, হে)

বা। ঘোড়া কি গরু যে শর্ত্তে ইজারা লইতে হয়, তাহার অন্যথা করিতে পারিবে কি না?

শি। না কিন্তু শর্ত্ত না করিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে। (স, আ)

বা। কি কি ঘটনায় ইজারা অসিদ্ধ হয়?

শি। ইজারার নিয়মিত কাল নির্দ্ধারিত না হইলে কিম্বা ইজারার পরিবর্ত্তে যাহা দেওয়া যায় তাহা অনির্দ্ধারিত থাকিলে কিম্বা কি বস্তু ইজারা দেওয়া যায় তাহা নিরূপণ না করিলে ইজারা অসিদ্ধ হইবে। (হে)

বা। যদি কেহ অসিদ্ধ ইজারা করে তবে তাহার পরিবর্ত্তে কিছু দিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ সিদ্ধ, ইজারাতে যাহা দিতে হইবে অসিদ্ধ ইজারাতেও তাহাই দিতে হইবে। (আ)

বা। যদি তাহা হইতে বৃদ্ধি দেওয়া শর্ত্ত করিয়া থাকে তবে দিতে হইবে কি না?

শি। না। (আ)

বা। নাপিতকে ক্ষৌরকার্য্যের জন্য এবং দাইকে দুগ্ধ দেওয়ার জন্য চাকর রাখা যায় কি না?

শি। হাঁ যায়। (হে)

বা। পুণ্য কর্ম্মের জন্য চাকর রাখা যায় কি না ?

শি। বল সে কেমন কর্ম্ম।

বা। যেমন আজান একামত কিম্বা শিক্ষা দেওয়া কিম্বা হজ করা কিম্বা কোরাণ পড়িবার জন্য চাকর রাখা যায় কি না ?

শি। হাঁ যায়। (আ)

বা। পুত্রের শিক্ষকের বেতন পিতা না দিলে শিক্ষক কি করিবেন ?

শি। বিচারকর্ত্তা অর্থাৎ হাকিমের নিকট এবিষয় নালিশ উপস্থিতকরিলে বিচারকর্ত্তা পিতাকে কারাগারে দিয়া বেতন লইয়া দিবেন। (আ)

বা। এদেশে কোরাণ আরম্ভ কালে কি সমাপন হইলে শিক্ষককে কিছু দেওয়ার রীতি আছে উহা না দিলে কি হইবে ?

শি। শিক্ষক উহা বলপূর্ব্বক লইতে পারিবেন। (আ)

বা। গীত গাওয়া রোদন করা, ঢোল কি তবলা তাম্বুরা প্রভৃতি বাদ্য করা পুত্তলিকা প্রস্তুত করা এবং কোন জন্তুর মুর্ত্তি গঠন করা এই সকল পাপ কর্ম্মের জন্য চাকর রাখা যায় কি না ?

শি। না। এইরূপ বিবাহের পাত্রীকে পরিপাটী করিবার জন্য বেতন লওয়া যায় না। এইরূপ পশু সঙ্গম করাইয়া অর্থাৎ নর লাগাইয়া কিছু লইতে পারিবে না। ইহা শরাতে হারাম লিখিয়াছে। (আ)

বা। ঢেঁকিতে ধান্য পিসিয়া তাহার কেরায়া ধান্য দিয়া দেওয়া যায় কি না ?

শি। না। এইরূপ কাহার দ্বারা নারিকেল, গুপারি, আম্র, প্রভৃতি ফল বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া তাহার বেতন উহার দ্বারা দেওয়া যায় না ? (হে, দো, আ)

বা। ইহার কারণ কি ?

শি। ইহার কারণ এই যে বস্তুতে কর্ম্ম করান যায় সেই বস্তুবেতন হইতে পারে না কিন্তু সেই বস্তু দেওয়া শর্ত্ত করিয়া নাথাকিলে পরে ইচ্ছা হইলে দিতে ও লইতে পারিবে। (হে, দো আ)

বা। মৃতাকে স্নান করাইয়া বেতন লওয়া যায় কি না?

শি। না। এইরূপ কবর প্রস্তুত করিয়াও বেতন লওয়া যায় না কিন্তু যদি কবরের দীর্ঘ প্রস্থ বর্ণনা করে তবে লওয়া যাইতে পারে। (হে, দো, আ)

বা। চাকর কয় প্রকারের হয়?

শি। দুই প্রকার যথা—নির্ণীত ও অনির্ণীত। নাপিত, ধোপা, স্বর্ণকারক ইহারা অনির্ণীত চাকর, কাহারও জন্য নির্ণীত নয়, একারণ উহারা যে পর্য্যন্ত আপন কর্ম্ম সমাধা না করিবে সে পর্য্যন্ত বেতন পাইতে পারিবে না। কোন ব্যক্তি কাহাকে নিজের জন্য এক বৎসরের কি এক মাসের কারণ চাকর রাখিলে উহাকে নির্ণীত চাকর বলে. নির্ণীত চাকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই বেতন পাইবার স্বত্ববান হয়। (দো, আ)

বা। রজককে আপনি নির্ণীত চাকর বলেন, কি অনির্ণীত বলেন?

শি। উহারা অনির্ণীত চাকর বলিয়া শরাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (দো, আ)

বা। রজকের নিকট বস্ত্র ধৌত করিবার অগ্রে চুরি গেলে কি জ্বলিয়া গেলে কি কোন প্রকারে নাশ পাইলে রজক ঐ বস্ত্রের ভর্ত্তব্য দিবে কি না?

শি। না, যদ্যপি ক্ষতি হইলে মূল্য ফেরত দেওয়ার শর্ত্ত করিয়া না থাকে। (আ)

বা। বস্ত্র ধৌত করিতে ফাড়িয়া গেলে উহার ভর্ত্তব্য দিবে কি না?

শি। না। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার আরিয়াতের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। আরিয়াত কাহাকে বলে?

শি। কোন বস্তু কাহার নিকট হইতে কিছু না দিয়া চাহিয়া লওয়াকে আরবী ভাষায় আরিয়াৎ বলে। (স)

বা। উহার একটী উদাহরণ বলুন।

শি। যেমন আমি শ্বশুরালয় যাইব চাদর নাই তোমার চাদর খানা এই বলিয়া চাহিয়া লইলাম যে তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তোমার চাদর তোমাকে ফিরাইয়া দিব, ইহাকেই আরিয়াত বলে।

বা। কেহ কোন বস্তু চাহিয়া লইলে বস্তু-স্বামী যখন ইচ্ছা হয় তখন লইতে পারেন কি না?

শি। হাঁ পারেন। (হে, স, দো, আ)

বা। যে বস্তু চাহিয়া লওয়া যায় উহা কোন প্রকারে বিনাশ পাইলে ভর্ত্তব্য দিতে হইবে কি না?

শি। না কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বিনাশ করিলে অবশ্য ভর্ত্তব্য দিতে হইবে। (হে, আ)

বা। ঘর উঠাইবার জন্য কি বৃক্ষ রোপণ করিবার জন্য ভূমি চাহিয়া লওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ লওয়া যায় কিন্তু যত দিন ঘর কি বৃক্ষ থাকিবার কথা থাকে ঐ কাল অতীত হইলে ভূমি মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। (হে, আ)

বা। ঘর কি বৃক্ষ থাকায় ভূমির কোন ক্ষতি হইলে উহার ভর্ত্তব্য দিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ দিতে হইবে কিন্তু নিয়মিত কাল অতীত না হইতে যদি ভূস্বামী ঘর ভাঙ্গিয়া কি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইবার আদেশ দেন তবে উহাতে ঘরের কি বৃক্ষের কোন হানি হইলে ঐ হানি ভূস্বামী পূরণ করিয়া দিবেন। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি শস্য অর্জ্জন করিবে বলিয়া কাহার ভূমি চাহিয়া লয়, তবে কত দিন পরে ভূস্বামী ঐ ভূমি লইতে পারিবেন?

শি। শস্য কর্ত্তন করিলে লইতে পারিবেন, প্রতিজ্ঞায় কাল অতীত হইয়া গেলও শস্য থাকা পর্য্যন্ত লইতে পারিবেন না। (হে, আ)

বা। চাহিয়া লওয়া বস্তু কাহাকেও দেওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ দেওয়া যায়। (স, হে, আ)

বা। চাওয়া বস্তু বস্তু-স্বামীকে দেওয়া কালে যদি কিছু ব্যয় লাগে তবে উহা বস্তু-স্বামী দিবেন কি না?

শি। না। যিনি লইয়া ছিলেন তাঁহারই দিতে হইবে। (স, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার গচ্ছিতের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। গচ্ছিত কাহাকে বলে?

শি। যাহাকে তোমরা আমানত বল। যাহার নিকট আমানত রাখা যায় তাহাকে আরবী ভাষায় আমিন বলে। (স, হে)

বা। আমানতি দ্রব্য আমিনের নিকট বিনাশ পাইলে তিনি উহার ভর্ত্তব্য দিবেন কি না?

শি। না কিন্তু জ্ঞাতভাবে বিনাশ করিলে ভর্ত্তব্য দিতে হইবে। (আ)

বা। আমিন প্রবাসে যাইবার সময় আমানতি দ্রব্য সঙ্গে লইতে পারেন কি না?

শি। না কিন্তু বাড়ী রাখিয়া গেলে যদি বিনাশ পাইবার সংশয় থাকে তবে লইতে পারেন, যদ্যপি বস্তু-স্বামী প্রবাসে লইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। (দো, আ)

বা। আমিন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ করিলে যদি তাহার হস্তে বিনাশ পায় তবে ভর্ত্তব্য কে দিবেন?

শি। আমিন দিবেন। (হে, আ)

বা। গচ্ছিত বস্তু দাহ হওয়া কি তস্করে অপহরণ করা কি জল-মগ্ন হওয়ার সংশয় হইলে যদি কাহার বাটীতে কি নৌকায় রাখিয়া দেওয়া যায় এবং সেই স্থানেই বিনষ্ট হয় তবে আমিন ভর্ত্তব্য দিবেন কি না?

শি। না কিন্তু দাহ হওয়া কি তস্করে লওয়া কি জল-মগ্ন হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে না পারিলে দিতে হইবে। (হে, আ)

বা। আমিনের নিকট গচ্ছিত বস্তু ফিরাইয়া চাহিলে যদি না দেন তবে কি হইবে?

শি। উহার ভর্ত্তব্য যাহা হয় তাহা তাহার দিতে হইবে। (হে, আ)

বা। আমিন আমানতি বস্তু আচরণ করিতে পারেন কি না?

শি। না, আচরণ করিলে ঐ বস্তুর পরিবর্ত্তে তৎতুল্য কোন বস্তু দিতে হইবে। (আ, হে)

বা। দুইজন আপন আপন বস্তু একত্র করিয়া কাহার নিকট আমানত রাখিলে পরে উহার মধ্যে একজন উপস্থিত হইয়া যদি আপন বস্তু লইতে চায় তবে আমিন দিবেন কি না?

শি। এমাম আবু হানিফা বলেন, উভয়ে উপস্থিত না হইলে দিতে পারিবেন না কিন্তু এমাম আবু ইউসফ ও এমাম মহাম্মদ বলেন, দিতে পারিবেন। (হে, আ)

বা। কোন বস্তু দুই জনের নিকট আমানত রাখিলে উহারা কিরূপে তত্ত্বাবধান করিবেন?

শি। উভয়ে ভাগ করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। (আ)

বা। যদি ঐ বস্তু ভাগ না করা যায় তবে কি করিতে হইবে?

শি। একের অনুমতি ক্রমে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধান করিবেন। (হে)

বা। যদি কাহার স্বামী স্বীয় বস্তুর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য স্ত্রীকে নিষেধ করেন তবে স্ত্রী কি করিবেন?

শি। পতির কথা অমান্য করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন্ কেননা দম্পতি মধ্যে কত কথাই জন্মে। এইরূপ পিতা পুত্রকে নিষেধ করিলেও উহা শুনা যাইবে না। (হে, আ)

বা। স্ত্রী পুত্রের হস্তে কোন বস্তু নষ্ট হইলে তাহার ভর্ত্তব্য দিবে কি না?

শি। না কারণ লোকে সংসারে যত কার্য্যই করে, স্ত্রী পুত্রের জন্যই করিয়া থাকে। (আ)

বা। আমিন ব্যক্তি যদি আমানতি বস্তু দ্বিতীয় কাহার নিকট আমানত রাখেন এবং দ্বিতীয় আমিনের নিকট উহা বিনাশ পায় তবে উহার ভর্ত্তব্য কে দিবেন ?

শি। প্রথম আমিন দিবেন। (হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার গছবের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। গছব কাহাকে বলে ?

শি। কাহার কোন বস্তু তাহার বিনা আদেশে ব্যবহার করা এবং ঐ বস্তুতে বস্তু-স্বামীর প্রভুত্ব না থাকা উহাকেই গছব বলে। (স)

বা। উহাকে চুরি বলা যায় কি না ?

শি। না, কেন না গুপ্তভাবে লইলে তাহাকে চুরি বলে কিন্তু গছব তাহা নয়। (হে, আ)

বা। গছব করিলে কি করিতে হইবে ?

শি। যিনি গছব করিয়াছেন তিনি ঐ গছবের বস্তু যে স্থান হইতে লইয়াছিলেন, সেই স্থানে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ দেওয়া ওয়াজেব। (হে, আ)

বা। গছবের বস্তু বিনাশ পাইলে কি হইবে ?

শি। উহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার মূল্য না দিয়া তৎতুল্য বস্তু দিলেও হইতে পারিবে কিন্তু যে বস্তুর তুল্য হইতে পারে না যেমন প্রাণী, বস্ত্র প্রভৃতি উহার মূল্য দিতে হইবে। (আ)

বা। কোনও ব্যক্তি কাহারও ছাগী আনিয়া জবহ করিয়া ঐ ছাগী ছাগী-স্বামীকে দিলে পরিশোধ হইবে কি না ?

শি। না, উহার মূল্য দিতে হইবে কিন্তু ছাগী-স্বামী স্বীকার পাইলে জবহ করা বশতঃ তাহার মূল্যের যে হ্রাস হইবে উহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। (দো, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার বন্ধকের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। বন্ধক কাহাকে বলে?

শি। কাহার নিকট কোন বস্তু রাখিয়া কিছু কর্জ্জ লওয়ার নাম বন্ধক। আরবী ভাষায় উহাকে রেহেন বলে। (স, হে)

বা। ঋণ পরিশোধ করিলে ঐ বস্তু বস্তু-স্বামীর হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (স, হে, আ)

বা। কি হইলে বন্ধক সিদ্ধ হইবে?

শি। উক্তি স্বীকার হইলেই বন্ধক সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ এক জন বলিলেন, যে, আমি এত টাকা কর্জ্জ লইয়া অমুক দ্রব্য আপনার নিকট স্থাপিত রাখিলাম, দ্বিতীয় জন বলিবেন যে, আমি স্বীকার পাইলাম। (হে, আ)

বা। যদি বন্ধকি বস্তু বুঝাইয়া না দিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দেওয়া যায় তবে বন্ধক সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না কিন্তু তথা হইতে বন্ধক গৃহীতা গ্রহণ করিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে সিদ্ধ হইবে। (দো, আ)

এইরূপ বিক্রয়ের দ্রব্য হস্তে হস্তে না দিয়া যদি অন্য কোন স্থানে রাখিয়া দেওয়া যায় এবং তথা হইতে ক্রেতা অনায়াসে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন তবে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে। (হে, আ)

হে বালক! মনে রাখিও বন্ধকি দ্রব্য যখন বন্ধক গৃহীতাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তখন ঐ দ্রব্যে দুইটী গুণ হওয়া আবশ্যক। প্রথম বন্ধকি দ্রব্যের অংশ নির্ণয় হওযা, দ্বিতীয় ঐ দ্রব্যে বন্ধক গৃহীতার কোন অংশ মিশ্রিত না থাকা। (হে)

বা। বন্ধকি বস্তু বন্ধক গৃহীতার হস্তে নষ্ট হইলে উহার ভর্ত্তব্য দিবেন কি না?

শি। হাঁ ভর্ত্তব্য দিতে হইবে। (স, হে, আ)

বা। উহার মূল্য দিতে হইবে কি তৎতুল্য বস্তু দিতে হইবে ?

শি। বস্ত্র কি কোন প্রাণী হইলে মূল্য দিতে হইবে। কেননা উহার তুল্য কোন রূপেই হইতে পারে না। (স, হে, আ।)

বা। যিনি বন্ধক রাখিবেন তিনি বন্ধকি বস্তু আচরণ করিতে পারিবেন কি না ?

শি। না, আচরণ করিলে তাহার মূল্য দিতে হইবে। (হে, আ)

বা। বন্ধকি বস্তু দ্বারা কোন লাভ করা যায় কি না ?

শি। না কিন্তু বন্ধকদাতা অনুমতি দিলে লাভ করা যায়। (হে)

বা। কোন ব্যক্তি কাহার নিকট দশ থান কাপড় বন্ধক রাখিয়া ত্রিশ টাকা আনিয়াছিল, কোন ঘটনায় ঐ কাপড় বন্ধক গৃহীতার নিকট বিনাশ পায়। এইক্ষণ বন্ধক দাতা বন্ধক গৃহীতা হইতে আপন কাপড়ের মূল্য ফেরত পাইতে পারেন কি না। ?

শি। হাঁ এখানে দেখা যাইবে দশ থান কাপড়ের মূল্য ত্রিশ টাকা হয় কি না, যদি ত্রিশ টাকা হয়, তবে কিছুই পাইবেন না। যদি ত্রিশ টাকা হইতে বৃদ্ধি হয় তবে বৃদ্ধিটী বন্ধক গৃহীতার নিকট হইতে পাইতে পারিবেন কিন্তু ত্রিশটাকা হইতে কম হইলে বাকিটী ফেরত দিতে হইবে। (দো, আ।)

বা। যদি বন্ধকি বস্তু জন্তু কি ভূমি হয় তবে ঐ জন্তুর আহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় এবং ঐ ভূমির রাজস্ব কে দিবেন ?

শি। বন্ধক দাতা দিবেন। (হে, আ।)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার অসিদ্ধ বন্ধকের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোন্ কোন্ দ্রব্য বন্ধক রাখা শরাতে অসিদ্ধ লিখিয়াছে ?

শি। যে বস্তুতে বন্ধক গৃহীতা অংশী আছেন; সে বস্তু বন্ধক রাখিলে অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ অনিনীত বস্তু বন্ধক রাখাও অসিদ্ধ লিখিয়াছে। (হে, আ।)

বা। ভূমি বন্ধক রাখা যায় কি না?

শি। হাঁ রাখা যায় কিন্তু যদি ঐ ভূমির শস্য কি বৃক্ষ বন্ধক না রাখে তবে অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ ভূমি ব্যতীত তাহার শস্য কি বৃক্ষ বন্ধক রাখিলেও তাহা অসিদ্ধ হইবে। (দো)

বা। ভূমি বন্ধক রাখিলে উহার মধ্যে যে বৃক্ষ থাকিবে তাহা বন্ধকের অন্তর্গত হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (হে)

বা। আমানতি বস্তু কি চাহিয়া লওয়া দ্রব্য বন্ধক দেওয়া যায় কি না?

শি। না। এইরূপ বাণিজ্য করিবার জন্য কেহ কোন বস্তু দিলে তাহাও বন্ধক রাখা যাইতে পারিবে না। (হে, আ)

বা। যে বস্তু ক্রয় করা গিয়াছে কিন্তু হস্তগত হয় নাই উহা বন্ধক রাখা যায় কি না?

শি। না। (হে, আ)

বা। পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ভরণ পোষণ জন্য "অছি" ঐ সন্তানের সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে, ঐ সন্তানকে আরবী ভাষায় "এতিম" বলে। এতিমের ভরণ পোষণ জন্য তস্য সম্পত্তি "অছি" বন্ধক রাখিলে শরার অন্যথা হইবে না। এইরূপ এতিমের অর্থ দ্বারাও অন্যের বস্তু বন্ধক রাখিতে পারে। (হে, আ)

বা। যদি "অছি" এতিমের কোন বস্তু কাহার নিকট বন্ধক রাখে এবং এতিমের আবশ্যক বশতঃ উহা আরিয়ৎ অর্থাৎ চেয়ে আনে এবং "অছির" হস্তে উহা বিনাশ পায় তবে কি হইবে?

শি। এতিমের সম্পত্তি বিনাশ পাইয়াছে বলিয়া শরাতে ধরা যাইবে কিন্তু বন্ধক রাখিয়া যত টাকা আনিয়াছিল উহা দশ থান কাপড় ও ত্রিশ টাকায় যে নিয়ম বলিয়াছি সেই মত "অছি" দিতে হইবে। (দো, হে, আ)

বা। বন্ধকের নিয়মিতকাল অতীত হইলে বন্ধকদাতা বন্ধকি বস্তু বিক্রয় করিবার জন্য কাহাকে উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন কি না?

শি। হাঁ পারেন এবং অন্য কাহাকে উকীল নিযুক্ত না করিয়া বন্ধক গৃহীতাকে উকীল নিযুক্ত করিলে তিনিও অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারেন কিন্তু একবার নিযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। উকীলের মৃত্যু হইলে ঐ পদে মৃত উকীলের উত্তরাধিকারীগণের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। (স, হে, আ)

বা। বন্ধকি বস্তুদাতা গৃহীতা উভয়ে একের অনুমতি ভিন্ন দ্বিতীয়ে বিক্রয় করিতে পারেন কি না?

শি। না। এইরূপ বন্ধকি বস্তু মুক্ত করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে না। (হে, আ)

বা। বন্ধকি বস্তুতে কোন লাভ হইলে উহা কাহার স্বত্ব হইবে?

শি। যাহার বস্তু তাহার স্বত্ব হইবে কিন্তু বন্ধক মুক্ত করা পর্য্যন্ত ঐ লাভ বন্ধক গৃহীতার হস্তে আটক থাকিবে। (হে, আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট এক টাকাতে একটী ছাগী বন্ধক রাখে এবং ছাগীর মূল্যও এক টাকার বৃদ্ধি না হয়, এস্থলে বন্ধক গৃহীতাকে যদি বন্ধক দাতা ঐ ছাগীর দুগ্ধ পান করিবার অনুমতি দেন তবে বন্ধক গৃহীতার জন্য ঐ দুগ্ধ হালাল হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু বোধ হয় ছাগীর মূল্য বৃদ্ধি হইবে না। (হে, আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট দশ টাকা লইয়া বিশ টাকার দ্রব্য এই শর্ত্তে বন্ধক রাখেন যে বন্ধকের নিয়মিত কাল মধ্যে মুক্ত না করিলে ঐ মূল্যে আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম। এরূপ বন্ধক রাখা শরাতে সিদ্ধ কি না?

শি। হাঁ অবশ্য সিদ্ধ হইবে, উহাকে আরবী ভাষায় "বায়েওফা" বলে। (হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ভুমিবর্গার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ভূমি বর্গা কাহাকে বলে?

শি। কৃষি কার্য্যের জন্য ভূমি দেওয়া এবং ঐ ভূমির শস্য ভাগ করিয়া

লওয়াকে ভূমি বর্গা বলে। উহা আরবী ভাষায় "মোজারেয়াৎ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স, হে)

বা। এরূপ বর্গা লইয়া কৃষকের সহিত ভূমির শস্য বন্টন করিয়া লওয়া শরাতে সিদ্ধ কি না ?

শি। এমাম আবু হানিফা বলেন উহা সিদ্ধ নয় কিন্তু তাঁহার দুই শিষ্য বলেন অবশ্য সিদ্ধ। (স, আ)

বা। এখানে গুরু শিষ্যের বিবাদ দেখা যায়, এইক্ষণ কোন্ দিক্ ধর্ত্তব্য ?

শি। বাপু হে ! তাঁহারা বিবাদী লোক ছিলেন না, তাঁহাদের জীবন-চরিত শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কেবল গুরু শিষ্যে তর্ক বিতর্ক করিয়া শরার নিয়ম গুলা মীমাংসা করিয়াছেন। উহাকে বিবাদ বলা যায় না। এস্থলে শিষ্যদ্বয়ের কথার প্রতি ব্যবস্থা হইবে অর্থাৎ ভূমিবর্গা দিয়া তাহার শস্য ভাগ করিয়া লইলে শরার অন্যথা হইবে না। (ল, আ)

বা। বর্গা সিদ্ধ হওয়া জন্য কি কি বিষয় জানা আবশ্যক ?

শি। অষ্ট বিষয় জানা আবশ্যক যথা—

১। বর্গার ভূমি শস্য হইবার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যেমন ধান্য, গম, মুগ, মটর ইত্যাদি। ২। যিনি বর্গা দিবেন ও যিনি বর্গা লইবেন উভয়েরই বুদ্ধিমান ও বয়ঃপ্রাপ্ত এই দুইটী গুণ থাকা আবশ্যক। ৩। বর্গার নিয়মিত কাল নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক, যেমন এক বৎসর কি দুই বৎসর এইরূপ কম বেশী যতই হউক। ৪। বীজ কে দিবেন তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। ৫। যিনি বীজ দিবেন না তিনি শস্যের কি অংশ পাইবেন তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। ৬। বর্গার ভূমিতে কিছু থাকিলে ভূস্বামী মুক্ত করিয়া দিবেন। ৭। বর্গার ভূমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয় উভয়েই উহাতে অংশী হইবেন। ৮। কি প্রকার বীজ বপন করা যাইবে তাহাও নির্ণয় করা আবশ্যক। ইহাদিগকে শরাতে বর্গার শর্ত্ত বলে। (হে, আ)

বা। ভূমি বর্গা কয় প্রকার ?

শি। ছয় প্রকার যথা।—

১। ভূমি ও বীজ এক জনের, গরু ও কর্ম্ম দ্বিতীয়ের।

২। কেবল ভূমি এক জনের, গরু, বীজ ও কর্ম্ম দ্বিতীয়ের।

৩। ভূমি, বীজ ও গরু এক জনের, কেবল কর্ম্ম দ্বিতীয়ের।

৪। ভূমি ও গরু এক জনের, বীজ কর্ম্ম দ্বিতীয়ের।

৫। কেবল বীজ, এক জনের, ভূমি, গরু ও কর্ম্ম দ্বিতীয়ের।

৬। বীজ ও গরু এক জনের, ভূমি ও কর্ম্ম দ্বিতীয়ের।

হে বালক! এই ছয় প্রকার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের বর্গা অসিদ্ধ শেষোক্ত তিন প্রকারের বর্গা সিদ্ধ। (স, হে, আ)

বা। যদি উভয় মধ্যে কাহার অংশ নির্ণয় না করা যায় অর্থাৎ যদি কেহ বলেন যে দশ মণ শস্য আমাকে দিতে হইবে, বক্রী যত হয় তোমার। এরূপ বর্গা দেওয়া ও লওয়া সিদ্ধ কি না ?

শি। না, কারণ দশ মণের অধিক শস্য না হওয়াও সম্ভব। (হে, দো)

বা। যিনি বীজ দিবেন তিনি যদি শর্ত্ত করেন যে, আমার বীজ পরিশোধান্তে যে শস্য অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই অর্দ্ধেক করিয়া উভয়ে লইব, এইরূপ শর্ত্ত করিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না, যেহেতু উহাতেও ঐ প্রকার হওয়া সম্ভব। (হে, দো)

বা। যদি কেহ বলে যে, আমি উত্তর কি দক্ষিণদিকের শস্য লইব, এইরূপ কোন দিকের ভূমি নির্ণয় করিয়া শর্ত্ত করিলে সিদ্ধ হইবে, কি না ?

শি। না, কারণ ঐ স্থান ব্যতীত যদি অন্য স্থানে শস্য না হয় তবে এক জনের ক্ষতি হইতে পারে। (স, হে, আ)

বা। যদি শস্য একজনে লইবে এবং খড় দ্বিতীয়ে লইবে বলিয়া শর্ত্ত করে তবে বর্গা সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না, এইরূপ যদি অর্দ্ধেক খড় এক জনে আর বক্রী অর্দ্ধেক খড় ও সমুদয় শস্য দ্বিতীয় জনে লওয়ার শর্ত্ত করে তবেও সিদ্ধ হইবে না। (স, হে)

বা। বর্গার ভূমিতে শস্য না হইলে কৃষক অন্য কোন বস্তু পাইতে পারে কি না ?

শি। না। (স. আ. দো)

বা। অসিদ্ধ বর্গার ভূমিতে শস্য হইলে কৃষক কি অংশ পাইবেন ?

শি। যদি ভূস্বামী বীজ দিয়া থাকেন তবে কিছুই পাইবেন না কেবল কৃষি করার বেতন পাইবেন। কৃষক বীজ দিয়া থাকিলে তৎতুল্য ভূমির যে খাজনা হইবে তাহাই ভূস্বামী পাইবেন। (স. হে)

বা। কৃষক বর্গার ভূমিতে কিছু কর্ম্ম করিয়া যদি বক্রী কর্ম্ম না করে তবে ভূস্বামী বল পূর্ব্বক ঐ কর্ম্ম করাইতে পারে কি না ?

শি। না কিন্তু বীজ বপন করিয়া থাকিলে অবশ্য করাইতে পারেন আর একটা কথা মনে রাখিও কৃষক কি ভূস্বামীর মৃত্যু হইলে বর্গা অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। (দো. আ)

বা। উহার একটী উদাহরণ বলুন ?

শি। যদি কোন কৃষক তিন বৎসর পর্য্যন্ত কৃষি করিবে বলিয়া ভূমি বর্গা রাখে কিন্তু বীজ বপন করার পূর্ব্বে ভূস্বামীর মৃত্যু হয় তবে প্রথম বৎসরের শস্য কর্ত্তন করা হইলে ঐ ভূমিতে কৃসকের কোন অধিকার থাকিবে না। (হে)

বা। শস্য হইলে কর্ত্তন করিবার ও মাড়াই করা প্রভৃতির ব্যয় কে দিবেন

শি। উভয়ে আপন আপন অংশ মত দিবেন এবং যদি কৃষক ঐ ব্যয় দেওয়া শর্ত্ত করেন তবে বর্গা অসিদ্ধ হইবে। (হে, আ)

বা। গো, মেষ, মহিষ, কুক্কুর ইত্যাদি জন্তু বর্গা দেওয়া যায় কি না ?

শি। না, ঐরূপ রেশমের কীট বর্গা দেওয়াও সিদ্ধ নয়। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার ভারার্পিত বাণিজ্যের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ভারার্পিত বাণিজ্য কিরূপ ?

শি। যাহাকে ক্রয় বিক্রয় করিবার জন্য টাকা ইত্যাদি, এই শর্ত্তে দেওয়া

যায় যে, ইহাতে যত লাভ হইবে তাহার অৰ্দ্ধেক কি তৃতীয়াংশ আপনি পাইবেন, বক্রী আমি পাইব, ইহাকেই ভারার্পিত বাণিজ্য বলে। আরবী ভাষায় "মোজাবেবাৎ" বলে। (কা আ)

বা। কি কি ধন দিয়া এরূপ বাণিজ্য করা যায়?

শি। মোহর, টাকা, পয়সা ইত্যাদি দ্বারা করা যায়, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা সিদ্ধ হইবে না।

বা। যদি কোনব্যক্তি উহা না দিয়া কাহাকে তুমি বিক্রয় করিয়া ব্যবসা করিবার অনুমতি দেন তবে তাহা সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, এইরূপ যদি কেহ কাহাকে বলে যে, অমুকের নিকট আমার যে টাকা পাওনা আছে উহা লইয়া ব্যবসা কর, ইহাতেও ভারার্পিত বাণিজ্য সিদ্ধ হইবে। (আ)

বা। যদি ধনস্বামী বলেন যে, লাভ হইতে প্রথম আমি দশ টাকা লইব, পরে বক্রী যাহা থাকিবে তাহারই অৰ্দ্ধেক তুমি ও অৰ্দ্ধেক আমি পাইব। এইরূপ শর্ত্ত করিলে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না। এইরূপ ধন স্বামীর অনুমতি ভিন্ন ঐ ধন কাহাকে কর্জ্জ দেওয়া যাইবে না। (হে, দো, আ)

বা। ধনস্বামী যে কালের নিয়ম করিয়া দেন ঐ কাল অতীত হইলে ভারার্পিত বণিকের কোন ক্ষমতা থাকিবে কি না?

শি। না, কেননা নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইলে ভারার্পিত ব্যবসা অসিদ্ধ হইয়া যায়। (আ)

বা। যিনি ব্যবসা করিবেন তাঁহার আহার, পরিধানের বস্ত্র, চাকরের বেতন, নৌকা ও ঘোটকের ভাড়া নিজ হইতে দিতে হইবে কি না?

শি। না কিন্তু স্বীয় দেশে বাণিজ্য করিলে আহারের ব্যয় নিজের লাগিবে। (হে, জা)

বা। ভারার্পিত ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে ঐ ক্ষতি কাহার হইবে?

শি। কেবল ধন-স্বামীর হইবে। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার জবহ করার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। জবহ কাহাকে বলে?

শি। আরবী অভিধানে গলা কাটাকে জবহ বলে।

বা। জবহ না করিলে কি হইবে?

শি। শরামতে যে যে জন্তু খাওয়া যায় উহা জবহ ব্যতীত হালাল হইবে না কিন্তু মৎস্য, টিডডি জবহ ব্যতীত হালাল হইবে।

বা। যদি কোন জন্তুর গলা প্রাচীরের নীচে কি মৃত্তিকার নিম্নে পড়ে এবং গলদেশ জবহ করিতে না পারা যায় তবে উহা হালাল হবার কোন উপায় আছে কি না?

শি। হাঁ গলদেশে জবহ করিবার উপায় না থাকিলে ঐজন্তুর কোন স্থানে অস্ত্র দ্বারা ক্ষত অর্থাৎ জখম করিলে হালাল হইবে। এইরূপ মৃগাদি জন্তু যাহারা পলায়ন করে উহাদিগের শরীরের কোন স্থানে অস্ত্র দ্বারা ক্ষত করিলেই হালাল হইবে। (আ)

বা। জবহ করিবার সময় কোন্ কোন্ স্থান ছেদন করিতে হইবে?

শি। গলদেশের দুই পার্শ্বের দুটী শিরা এবং নিশ্বাস বাহির হইবার শিরা ও আহারাদি করিবার শিরা। এই চারিটীকে ছেদন করিতে হইবে। (হে, আ)

বা। যদি ঐ চারিটী কর্ত্তন না করে তবে হালাল হইবে কি না?

শি। না কিন্তু তিনটী মাত্র কর্ত্তন করিলেও হালাল হইবে। দুইটী কি একটী ছেদন করিলে হালাল হইবে না। (আ)

বা। জবহ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি কে?

শি। যিনি মুসলমান; বুদ্ধিমান ও শক্তিবান এই তিনটী গুণে পরিপূর্ণ হইবেন তিনিই জবহ করিবার উপযুক্ত হইবেন, এতদ্ব্যতীত বেস্‌মেল্লা পড়ার শক্তিও রাখা আবশ্যক অর্থাৎ জবহ কালে বেস্‌মেল্লা না বলিলে জবহ হালাল হইবে না। (আ, হে)

বা। জবহ হালাল হউক বা না হউক মাংস খাওয়া যায় কি না?

শি। না, হারাম লিখিয়াছে। (আ, হে)

বা। যদি ভ্রমক্রমে বেসমেল্লা না বলে হালাল হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু ইচ্ছা বশতঃ না বলিলে হইবে না। (আ, হে)

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তি জবহ করিলে খাওয়া যাইবে না?

শি। উন্মাদ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ নাবালগ উহাদের জবহ খাওয়া যাইবে না কিন্তু যে নাবালগ জবহ করিবার বুদ্ধি ও শক্তি রাখে তাহার জবহ হালাল হইবে। (হে, আ)

বা। যাহার লিঙ্গাগ্রচ্ছেদ অর্থাৎ খাৎনা হয় নাই সে জবহ করিলে হালাল হইবে কি না?

শি। হাঁ হালাল হইবে। এইরূপ বোবার জবহও হালাল হইবে। (আ)

বা। মুশরেক কিম্বা মুরতেদ জবহ করিলে হালাল হইবে কি না?

শি। না। (হে, আ)

বা। যদি কেহ কোন জন্তু জবহ করিবার জন্য বেস্‌মেল্লা পড়িয়া ছাড়িয়া দেয় এবং দ্বিতীয়বার ঐ জন্তু আনিয়া বেসমেল্লা না পড়িয়া জবহ করে তবে হালাল হইবে কি না?

শি। না, পুনর্ব্বার বেসমেল্লা পড়িতে হইবে। (আ)

বা। শিকার করিবার জন্য বাজ কি কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া কালে বেস-মেল্লা বলিলে শিকার হালাল হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। তীর দ্বারা শিকার করিলে তীর নিক্ষেপ সময় যদি বেসমেল্লা বলে তবে হালাল হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু যে তীর হাতে লইয়া বেসমেল্লা পড়া গিয়াছে ঐ তীর রাখিয়া যদি অন্য তীর নিক্ষেপ করেন তবে হালাল হইবে না। (আ)

বা। যদি কেহ বেসমেল্লা পড়া মনন করিয়া মুখে সোব হানাল্লা কি আল হামদো পড়ে তবে হালাল হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। কি কি বস্তু দিয়া জবহ করা যায় ?

শি। লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল ইত্যাদি বস্তু ধারাল হইলে তাহা দ্বারা জবহ করিলে হালাল হইবে। এইরূপ ধারাল পাথর কি ধারাল খাপড়া দিয়া জবহ করিলেও হালাল হইবে। এইরূপ বাঁশেরনেইল ধারাল হইলে তদ্দারাও জবহ চলিবে। (আ)

বা। নখ কি দন্ত কি শৃঙ্গ দিয়া জবহ করা যায় কি না ?

শি। উহার জবহ হালাল হইবে না। এবং যদি খশা নখ কি খশা দন্ত কি খশা শৃঙ্গ দিয়া জবহ করে তবে মকরুহ হইবে। (আ)

বা। জবহ করিবার অস্ত্রকে ধার দেওয়া কি ?

শি। মস্তহাব। হে বালক! আর একটী কথা মনে রাখিও যে সকল জন্তু সর্ব্বদা মনুষ্যের নিকটে থাকে তাহা জবহ করা হালাল, যেমন গো, মেষ ইত্যাদি। আর যে সকল জন্তু মনুষ্য দেখিলে পলায়ন করে তাহার পা কি কোন স্থান ধারাল অস্ত্র দ্বারা ক্ষত করিলে হালাল হইবে। এইরূপ যদি কোন জন্তু জলমগ্ন হওয়ায় মরণের সংশয় হয় তবে কোন এক স্থানে ক্ষত অর্থাৎ জখম করিলে হালাল হইবে। এইরূপ যে সকল জন্তু মনুষ্যকে মারিতে আসে তাহা-দিগকে ধারাল কোন অস্ত্র দিয়া মারিলেও হালাল হইবে। (আ)

বা। উষ্ট্রকে কিরূপে জবহ করিবে ?

শি। তরবারি কি অন্য কোন ধারাল অস্ত্র মারিয়া জবহ করিবে, উহাকে "নহর" বলে, কিন্তু গো মেষাদি জন্তু নহর করা মকরুহ। (আ)

বা। জবহ করিলে যদি তাহার উদর হইতে মৃত ছানা নির্গত হয় তবে তাহা খাওয়া যায় কি না।

শি। না কিন্তু জবহ করিতে যদি মস্তক পৃথক হইয়া যায় তবে ঐ মস্তক ও জন্তু খাওয়া হালাল। (আ)

বা। হালাল জন্তুর কোন্ কোন বস্তু খাওয়া নিষেধ।

শি। প্রথম তরল রক্ত যাহাকে "দমেমছফু" বলে। দ্বিতীয় লিঙ্গ, তৃতীয় অণ্ডকোষ, চতুর্থ বাহ্যস্থান পঞ্চম মাংসের উপরে যে পুটলিকা

অর্থাৎ গেয়া থাকে, ষষ্ঠ মূত্র থলিয়া সপ্তম পিত্ত এই সাত বস্তু নিষেধ। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার হালাল ও হারাম জন্তুর বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোন্ কোন্ জন্তু খাওয়া হালাল নয়?

শি। যে সকল পশু দন্ত দিয়া শিকার করে, যেমন ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কুকুর শৃগাল, বিড়াল, বানর প্রভৃতি হারাম এবং যে সকল পাখী পা দিয়া শিকার করে যেমন বাজ, বাসা, চিল প্রভৃতি হারাম। আর যে সকল প্রাণী ভূমির কীট বলিয়া শরাতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও হারাম। যেমন মূষিক, সর্প, বেঙ, ঘুগুড়া, কেচুয়া প্রভৃতি। (আ)

বা। গর্দ্দভ হালাল কি না?

শি। না কিন্তু ঘোটকের মাংস কোন কোন শাস্ত্রকার মকরুহ বলিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ হালাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (আ)

বা। খরগোশ হালাল কি না?

শি। হাঁ হালাল বটে। হে বালক! আর একটা কথা মনে রাখিও, যে সকল জন্তুর মাংস শরাতে হারাম লিখিয়াছে যেমন কুকুর বিড়াল প্রভৃতি উহাদিগকে বেসমেল্লা বলিয়া জবহ করিলে তাহার মাংস ও চর্ম্মপাক হইবে কিন্তু খাওয়া হালাল হইবে না এবং মনুষ্য কি শূকর ঐরূপে জবহ করিলেও খাওয়া দূরে থাকুক পাকও হইবে না। (আ)

বা। কুকুরে ছাগিয়ে সঙ্গম করিলে যদি বাচ্চা হয় এবং তাহার মাথাটা কুকুরের মত বক্রী সমুদয় শরীর ছাগের মত হয় তবে তাহা হালাল কি না?

শি। এরূপ ঘটিলে ঐ বাচ্চার সাক্ষাতে মাংস এবং ঘাস রাখিতে হইবে, যদি মাংস আহার করে তবে হালাল হইবে না আর ঘাস খাইলে জবহ করিয়া সমুদয় শরীর খাওয়া হালাল, কেবল মস্তকটা ফেলিয়া দিতে হইবে। (আ)

বা। যদি ঘাস মাংস উভয় আহার করে তবে হালাল হইবে কি না?

শি। না কিন্তু যদি ছাগের মত শব্দ করে তবে মাথা ব্যতীত হালাল হইবে। (আ)

বা। যদি কুকুরের ও ছাগের উভয় মত শব্দ করে তবে কি হইবে?

শি। এমত ঘটিলে দেখা যাইবে উহার উদরে বড় পাকস্থলী অর্থাৎ মেদা আছে কি না। যদি বড় পাকস্থলী থাকে তবে মাথা ব্যতীত সমুদয় শরীর হালাল হইবে নচেৎ হইবে না। (আ)

বা। গো, মেষ হালাল কি না?

শি। জঙ্গলা ও পালিত উভয় প্রকারই হালাল। (আ)

বা। কুচিয়া মাছ খাওয়া যায় কি না?

শি। না, উহাকে রেগমাহি বলে, উহা খাওয়া নিষেধ। (আনকার রোজগার।)

বা। পশু পক্ষী মধ্যে কোন্ কোন জন্তু হালাল ও কোন্ কোন্ জন্তু হারাম?

শি। পশু মধ্যে গো, মেষ, মহিষ, ছাগী, মৃগ, খরগোষ প্রভৃতি এবং পক্ষী মধ্যে বুলবুল, ঘুঘু, চড়াই, বাবুই কুক্কুট, হংস, হোদ হোদ প্রভৃতি হালাল এবং পশু মধ্যে বাঘ, ভল্লুক, কুকুর, বিড়াল, গর্দ্দভ, শূকর, শৃগাল, শেওআ, নেউল প্রভৃতি ও পক্ষী মধ্যে চিল, বাজ, শিকরা, শকুন, চামচিকা, বাদুড় প্রভৃতি হারাম। (আ)

বা। জল জন্তু হারাম কি না?

শি। মৎস্য ব্যতীত যত প্রকারের জন্তু যেমন শামুক, ঝিনুক, জোঁক, সকলি হারাম কিন্তু মৎস্য যত বড়ই হউক এবং যত ছোটই হউক সকলি হালাল। ঝিনুকের মাংস, মধু মক্ষিকা এবং কীট যত প্রকারের হউক সকলি হারাম। (আ)

বা। নদীর ধারে এক প্রকার ক্ষুদ্র পাখী থাকে যাহাকে আরবী ভাষায় "আবাবিল" বলে, উহা হালাল কি না?

শি। হাঁ হালাল বটে। আর একটা কথা মনে রাখিও কীট যত প্রকারের হউক সকলই হারাম। (আ)

বা। পনা মাছ হালাল কি না?

শি। হাঁ হালাল বটে কিন্তু পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিতে হইবে। (আ)

বা। মৎস্য হারাম হয় কি না?

শি। হাঁ জলেতে মৎস্য চিত হইয়া ভাসিলে উহা খাওয়া হারাম, কিন্তু চিত হইয়া না ভাসিলে কি কোনও কারণ বশতঃ মরিয়া উঠিলে হালাল হইবে। যেমন জল অল্প হওয়ায় কি সর্পে দংশন করায় কি কেহ ঘা দেওয়ায় ইত্যাদি। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার কোরবানির বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোরবানী দেওয়া কি?

শি। ওয়াজেব কিন্তু সকলের প্রতি ওয়াজেব নয়, যিনি গৃহবাসী ও ধনী হইবেন, তাঁহারই বৎসরে একবার কোরবানী দেওয়া ওয়াজেব, একারণ প্রবাসী ও দরিদ্রের প্রতি কোরবানী দেওয়া ওয়াজেব হইবেক না। (স, আ)

বা। শরাতে কি পরিমাণ ধন হইলে ধনী বলা যায়?

শি। মনে করিয়া দেখ উহার ব্যাখ্যা জিকাতের বর্ণনা স্থলে বলিয়াছি। এইরূপ প্রবাসী ও গৃহবাসীর বর্ণনা প্রবাসীর নমাজের স্থানে বলা গিয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে প্রবাসী ও দরিদ্রের প্রতি কোরবানী দেওয়া ওয়াজেব নয়। (আ)

বা। শরাতে কোন্ কোন্ পশু কোরবানী দেওয়ার বিধান আছে?

শি। ছাগ, মেষ, মহিষ, গরু, উষ্ট্র এই সকল পশুর কোরবানী দেওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (স, হে, আ)

বা। ঐ সকল পশুর বয়সের নির্ণয় আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। যথা—ছাগ, এক বৎসরের, গো, মহিষ, দুই বৎসরের; উষ্ট্র পাঁচ বৎসরের হওয়া আবশ্যক। ইহার ন্যূন হইলে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না কিন্তু বৃদ্ধি হইলে কোন দোষ ঘটিবে না এবং

কোরবাণীর পশু না পাওয়া গেলে ছয় মাসের পরও কোরবাণী হইতে পারে। (আ।)

হে বালক! ছাগ, মেষ হইলে প্রতিজনের একটা করিয়া কোরবাণী দিতে হইবে কিন্তু একটী গরু কি একটী উষ্ট্র এই দুই পশুকে সাত-জন পর্য্যন্ত অংশী হইয়াও কোরবাণী দিতে পারে কিন্তু সাতের অধিক অংশী হইলে কোরবাণী সিদ্ধ হইবে না। (স, হে, আ)

বা। অংশীরা কোরবাণীর মাংস বিভাগ করিয়া লইবেন কি না?

শি। হাঁ, অস্থি, চর্ম্ম তুল্য ওজনে বিভাগ করিয়া লইবেন কিন্তু চর্ম্ম বিভাগ কালে অনুমান করিয়া অংশ করিলেও সিদ্ধ হইবে। (আ)

বা। কোন ব্যক্তি কোরবাণীর পশু ক্রয় করিয়া আনিলে পরে ছয় জন অংশী হইয়া কোরবাণী দিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে কিন্তু ক্রয় কালে অংশী হওয়া মস্তহাব। (আ)

বা। কোরবাণী দেওয়ার কোন সময় নিরূপণ আছে কি না?

শি। হাঁ জেলহেজ্জা চাঁদের দশই অবধি বারই পর্য্যন্ত তিন দিবস কিন্তু ১১ই ১২ই তারিখের রাত্রিতে কোরবাণী করা মকরুহ। (আ)

বা। ঈদের নমাজের পূর্ব্বে কোরবাণী হইতে পারে কি না?

শি। না কিন্তু যে স্থানে ঈদ, জুমা হইতে পারে না তথায় ঈদের নমাজের পূর্ব্বে কোরবাণী হইতে পারে এবং কোন কারণে নির্দ্ধারিত কাল মধ্যে কোরবাণী দিতে না পারিলে কোরবাণীর মূল্য দান করিতে হইবে। (আ)

বা। কি প্রকারের পশু কোরবাণী দেওয়া নিষেধ?

শি। কালা, অন্ধ, খোঁড়া, শীর্ণ দেহ ইত্যাদি জন্তু নিষেধ কিন্তু খোঁড়া হইলে যদি কোরবাণীর স্থান পর্য্যন্ত যাইতে পারে তবে নিষেধ নাই।

এইরূপ শুষ্ক হইলেও যদি অস্থি মধ্যে মগজ থাকে তবে নিষেধ নাই কিন্তু কর্ণের কি লাঙ্গুলের অধিকাংশ কাটা থাকিলে সে পশু দ্বারা কোরবাণী সিদ্ধি হইবে না। (আ)

বা। যে পশুর শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়াছে সে পশু কোরবাণী হইতে পারে কিনা?

শি। না কিন্তু যদি মধ্যের সাসটা ভগ্ন না হইয়া থাকে তবে কোরবাণী হইতে পারে। এইরূপ যে পশুর শৃঙ্গ হয় নাই কিম্বা কর্ণ হয় নাই তাহারও কোরবাণী হইতে পারিবে। (হে, আ)

বা। কোরবাণীর মাংস কে কে খাইতে পারেন?

শি। ধনবান কাঙ্গাল সকলেই খাইতে পারেন। (হে, আ)

বা। কোরবাণীর মাংস দাতব্য করিতে হয় কি না?

শি। হাঁ সমুদয় মাংসের তৃতীয়াংশ দাতব্য করিতে হয় কিন্তু গোষ্ঠিবর্গ অধিক হইলে কিছুই দাতব্য করিতে হইবে না, আপনারাই আহার করিয়া তৃপ্ত হইবে। এমন কি মৎস্যের ন্যায় কোরবাণীর মাংস শুষ্ক করিয়া রাখিতে পারিবে। (আ)

বা। কোরবাণীর চর্ম্ম কি করিবে?

শি। দাতব্যকরিবে কিন্তুতাহার পরিবর্ত্তে কোনবস্তুলইলে আচরণকরিতে পারিবে। বিক্রয় করিয়া পয়সাখাইতে পারিবে না এবং যিনি জবহ করিবেন কি চাম খলাইবেন তিনি লইতে পারিবেন না। (আ)

বা। কোরবাণীর জন্য যে জন্তু ক্রয় করা গিয়াছে তাহা দিয়া কোন কর্ম্ম করা কি তাহার দুগ্ধ পান করা যায় কি না?

শি। না করিলে মকরুহ হইবে। এইরূপ কোরবাণীর পশু জবহ করিবার পূর্ব্বে তাহার লোম কাটিয়া লওয়া মকরুহ। (আ)

বা। কোরবাণীর পশু কে জবহ করিবেন?

শি। যিনি কোরবাণী দেন তিনি করিবেন যদি তিনি কোন কারণে না পারেন তবে অন্যকে অনুমতি দিবেন কিন্তুজবহ করা সময় উপস্থিত থাকিবেন। (আ)

বা। খাসী কোরবাণী করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু কোরবাণীর জন্য যে জন্তু ক্রয় করা গিয়াছে ঐ জন্তু অন্য কোন জন্তুর সহিত পরিবর্ত্তন অর্থাৎ বদল করিয়া দিলে মকরুহ হইবে। (আ)

বা। পশু কি পক্ষী দ্বারা শিকার করিলে খাওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ যে সকল পশু দন্ত দিয়া শিকার করে যেমন কুকুর, ভল্লুক, ব্যাঘ্র প্রভৃতি এবং যে সকল পাখী পা দিয়া শিকার করে যেমন বাজ, বহরি, চিল, শিকৃয়া প্রভৃতি ইহারা সুশিক্ষিত হইলে ইহাদের শিকার খাওয়া যায় কিন্তু মুর্খ পশু পক্ষীর শিকার খাওয়া নিষেধ অর্থাৎ হারাম। (হ, আ)

বা। সুশিক্ষিত হওয়া কিরূপ ?

শি। যদি শিকারী জন্তুকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া যায় যে, কোন জন্তুরদিকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ধৃত করিয়া আনে এবং না খায় তাহাকেই সুশিক্ষিত পশু বলে কিন্তু তিনবার ঐরূপ ধরিয়া আনা শর্ত্ত বলিয়া শরাতে নিরূপিত হইয়াছে। (আ)

বা। ঐ সুশিক্ষিত পশু পক্ষী ছাড়িয়া দেওয়ার সময় কিছু বলিতে হয় কি না ?

শি। হাঁ বেসমেল্লা বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। (হ, আ)

বা। যদি শিকারী জন্তু ধরিয়া আনিতে শিকার মরিয়া যায়, তবে ঐ মৃত শিকার খাওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ খাওয়া যায় কিন্তু জীবিত ধরিয়া আনিলে যদি জবহ করার পূর্ব্বে মৃত্যু হয় তবে ঐ জন্তু খাওয়া যাইবে না। (হ, আ)

বা। যদি শিকারী কুকুর ছাড়িয়া দিলে শিকার করিয়া খাইয়া ফেলে ঐ কুকুরের দ্বিতীয় শিকার করিলে খাওয়া যায় কি না ?

শি। না, কেননা শিক্ষা বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে কিন্তু বাজ, বহরী ইত্যাদি শিকারী পাখী শিকার করিয়া খাইলে তাহার শিকার খাওয়া হালাল হইবে। (আ)

বা। যদি বাজ ছাড়িয়া দিলে কয়েক দিবস নিরুদ্দেশ থাকিয়া শিকার করিয়া আনিয়া দেয় তবে ঐ শিকার খাওয়া যায় কিনা ?

শি। না কিন্তু কুকুর শিকার করিয়া তাহার কেবল রক্ত পান করিয়া আনিয়া দিলে তাহা খাওয়া হালাল হইবে। (আ)

বা। যদি কোন কুকুর নির্দ্দেশী জন্তুকে শিকার করিয়া ভক্ষণ করতঃ অন্য কোনজন্তু শিকারকরিয়া আনিয়াদেয় তবেতাহা খাওয়া যায় কিনা?

শি। না, কেননা শিক্ষিত বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে; অতএব মূর্খ কুকুরের শিকার কখনই হালাল হইবে না। পুনর্ব্বার শিক্ষা দিতে হইবে।

বা। কুকুর শিকার করিয়া আনিয়া দিলে তাহার এক খণ্ড কুকুরকে কাটিয়া দিয়া বক্রী খাওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ খাওয়া যায়। (আ)

বা। যদি কুকুরকে কোন জন্তু দেখাইয়া দেওয়া যায় আর কুকুর ঐ জন্তু শিকার না করিয়া অন্য জন্তু শিকার করিয়া আনিয়া দেয় তবে ঐ শিকার খাওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ খাওয়া যায়। এইরূপ শিকারী বাজকে কোন পক্ষী দেখাইয়া দিলে ঐ বাজ অন্য পক্ষী শিকার করিয়া আনিলে তাহাও খাওয়া হালাল হইবে। (আ)

বা। যদি শিকারী কুকুর কি ভল্লুক ছাড়িয়া দেওয়া যায় আর উহারা শিকার করিবার মানসে কোন স্থানে লুকাইয়া থাকে এবং শিকার করিয়া আনে তবে তাহা খাওয়া হালাল হইবে কি না?

শি। হাঁ হালাল হইবে। (আ)

বা। যদি কোন কুকুরকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় আর ঐ কুকুর শিকার করিয়া শিকারের বক্ষঃস্থলে বসিয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার দ্বিতীয় শিকার করে তবে উভয় শিকার খাওয়া হালাল হইবে কি না?

শি। প্রথম শিকার হালাল আর দ্বিতীয় শিকার হারাম হইবে। (আ)

বা। শিকারী কুকুর আর মূর্খ কুকুর একত্র শিকার করিলে হালাল হইবে কি না?

শি। না। বেসমেল্লা বলিয়া ছাড়িয়া না দিলেও হালাল হইবে না। এইরূপ যদি কোন শিকারী কুকুর কোন জন্তুর গলা ধরে কিন্তু দন্ত বিদ্ধ না হয় এবং ঐ শিকার মারা যায় তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। (আ)

বা। যদি শিকারী দুই কুকুরে একত্র অগ্র পশ্চাৎ একটী শিকার ধরে এবং দন্ত বিদ্ধ করে, তবে ঐ শিকার খাওয়া হালাল হইবে কিনা?

শি। হাঁ হালাল হইবে। (জা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার তীর শিকারের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। তীর দিয়া কিরূপে শিকার করিলে হালাল হয়?

শি। বেসমেল্লা বলিয়া অরণ্যবাসী কোনজন্তুর প্রতি তীরনিক্ষেপ করিলে ঐ তীর তাহার শরীরে বিদ্ধ হইলে সেই শিকার খাওয়া হালাল হইবে যদ্যপি মরিয়াও যায়। (দ)

বা। তীর নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে কি না?

শি। না, শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হইবেক। (জা)

বা। তীরের শিকার জীবিত পাইলে বিনা জবহে হালাল হইবে কিনা?

শি। না, জবহ করিতে হইবে। (হে)

বা। যদি কোন ব্যক্তি শিকার না দেখিয়া কেবল শব্দ শুনিয়া তীর নিক্ষেপ করে, আর তাহার শরীরে তীর না লাগিয়া অন্য কোন জন্তুর শরীরে লাগে তবে খাওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ যদি জানা যায় যে, যে জন্তু। স্বর শুনিয়া তীর নিক্ষেপ করা গিয়াছিল ঐ জন্তু হালাল ছিল তবে খাওয়া যাইবে কিন্তু যদি ঐশব্দ মনুষ্যের কি গ্রাম্য জন্তুর হয় তবে খাওয়া যাইবে না।

বা। কোন ব্যক্তি কোন জন্তুকে বেসমেল্লা বলিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল; ঐ জন্তু তীর লইয়া পলায়ন করে, শিকারী অন্বেষণ করিয়া ঐ জন্তুকে মৃত পাইলে উহা খাওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ খাওয়া যায় কিন্তু শিকারী তীর মারিয়া যদি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না যায় তবে খাওয়া যায় না।

বা। কোন জন্তু তীর লাগিয়া মৃত হইলে যদি ঐ জন্তুতে তীরের ঘা ব্যতীত অন্য কোন ঘা দেখা যায় তবে তাহা খাওয়া যায় কি না?

শি। তা খাওয়া যায় কিন্তু শিকারী তীর মারিয়া যদি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না যায় তবে খাওয়া যাইবে না।

বা। কোন জন্তু তীর লাগিয়া মৃত হইলে যদি ঐ জন্তুতে তীরের ঘা ব্যতীত অন্য কোন ঘা দেখা যায় তবে তাহা খাওয়া যায় কি না?

শি। না, হে বালক! আর একটা কথা মনে রাখিও যদি তীর মারিলে তীরের শিকার জলেতে কিম্বা পর্ব্বতে কিম্বা অট্টালিকার উপরে পতিত হইয়া পরে ভূমিতে পড়িয়া মৃত্যু হয় তবে উহা খাওয়া যাইবে না, কোরাণে নিষেধ লিখিয়াছে কিন্তু তীর লাগিয়া যদি ভূমিতে পড়িয়া মরিয়া যায় তবে তাহা খাওয়া যাইবে।

বা। বন্দুকের গুলিতে কিম্বা ধনুর গুলিতে শিকার মৃত হইলে খাওয়া যায় কি না?

শি। না, জবহ না হইলে খাওয়া নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে।

বা। তীরের মৃত খাওয়া যায় বন্দুকের কি ধনুকের মৃত খাওয়া যায় না, ইহার কারণ কি?

শি। কারণ এই যে ধারাল অস্ত্র দিয়া শিকার করিলে তাহার মৃত খাওয়া যায় নচেৎ খাওয়া যায় না, বন্দুকের গুলি কি ধনুর গুলি কখনও ধারাল হয় না যদিও লোহা কি সীসার হয়।

বা। তবেত অনেক লোক বন্দুকের গুলির মৃত শিকার খাইয়া থাকেন।

শি। যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা কখনই খাইবেন না। অরণ্যবাসী কি পার্ব্বতীয় লোক খাইতে পারে, কেননা তাহারা এবিষয় জ্ঞাত নয়।

বা। তীর কি ছুরি দ্বারা কোন শিকারকে মারিলে যদি তাহার কোনও অংশ কাটিয়া পৃথক হয়, তবে যাহা শরীর হইতে পৃথক হইয়াছে, উহা খাওয়া যায় কি না?

শি। না কিন্তু ঐ শিকার খাওয়া যাইতে পারে।

বা। যদি জন্তুর মধ্যভাগে লাগিয়া দ্বিখণ্ড হয় কিম্বা অর্দ্ধেক মস্তক কি অধিক মস্তক পৃথক হয় তবে খাওয়া যাইবে কি না?

শি। হাঁ খাওয়া যাইবে। এইরূপ তৃতীয়াংশ পৃথক হইলেও পৃথকীয় অংশ খাওয়া যাইবে।

বা। হিন্দু লোকে শিকার করিলে যদি জবহ করিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হয় তবে খাওয়া যায় কি না?

শি। না।

বা। কোন্ কোন্ জন্তুকে শিকার করা যায়?

শি। হালাল হারাম সমুদয় জন্তুই শিকার করা যায় তন্মধ্যে হালাল জন্তু খাওয়া যায় ও হারাম জন্তু খাওয়া নিষেধ কিন্তু হারাম জন্তুর চর্ম্ম লেজ পালক ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় কি আচরণ করা যায়।

বা। তবেত শূকরের চর্ম্মও আচরণ করা যায়?

শি। না। উহা ব্যতীত অন্য সকলই আচরণ করা যায়।

বা। যদি কেহ কোন হালাল জন্তুকে ছুরি মারিলে মস্তক পৃথক হয় তবে উহা খাওয়া যায় কি না?

শি। না, মকরুহ তহরিমা হইবে।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার মক্রুহের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। মকরুহ কাহাকে বলে?

শি। যে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করা শরাতে উত্তমবলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে মকরুহ বলে, উহা দুই প্রকার তহরিমি ও তন্জিহ।

বা। তহরিমি ও তন্জিহ কাহাকে বলে?

শি। যে সকল কর্ম্ম হারাম নয় কিন্তু হারামের নিকটবর্ত্তী তাহাকে মকরুহ তহরিমি বলে. অতএব মকরুহ তহরিমি আচরণ করিলে দোজখে বাস করিতে হইবে,আর যে সকল কর্ম্ম হালাল নয় কিন্তু হালালের নিকটবর্ত্তী উহাকে মকরুহ তন্জিহ বলে, উহা আচরণ না করিলে পুণ্য-ভাগী হইবে, কিন্তু করিলে কোন প্রকার পাপগ্রস্থ হইবেনা।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার আহারের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। আহার কি পরিমাণ করিতে হয়?

শি। যে পরিমাণ আহার করিলে প্রাণ রক্ষা পায় সেই পরিমাণ আহার করিতে হয়, যদ্যপি হারাম বস্তু হয়।

বা। হারাম বস্তু কি খাওয়া যায়?

শি। হাঁ, হালাল বস্তু না থাকিলে প্রাণ রক্ষার্থে খাওয়া যায়।

বা। তবেত বড়ই সুখ, ঘরে খাবার না থাকিলে চুরি করিয়া কিম্বা কাহার মাথায় বাড়ি দিয়া অনায়াসে খাওয়া যায়?

শি। না, এমন হারাম নয়, যে বস্তুতে কাহার স্বত্ব নাই অথচ হারাম তাহাই খাইতে পারে, যেমন মরা গরু, শূকরের মাংস ইত্যাদি।

বা। নামাজ পড়িবার ও রোজা রাখিবার শক্তি হওয়া পরিমাণ হালাল বস্তু আহার করা কি?

শি। অধিক পুণ্যের বিষয় অর্থাৎ সওয়াব কিন্তু তৃপ্তি অর্থাৎ আসুদা হইয়া হালাল বস্তু খাওয়া মোবাহ অর্থাৎ পাপ পুণ্য কিছুই নাই।

বা। তৃপ্তির উপর খাওয়া যায় কি না?

শি। না, হারাম যদিও হালাল বস্তু হয় কিন্তু আগামী কল্য রোজা রাখিবার মানসে তৃপ্তি অর্থাৎ আসুদার উপরে আহার করিলে কোন দোষ ঘটিবে না। এইরূপ অতিথি অর্থাৎ মেহমান লজ্জিত হইয়া খাইবে না বলিয়া তৃপ্তির উপরে খাওয়া নিষেধ নাই।

বা। গর্দ্দভের মাংস কি তাহার দুগ্ধ খাওয়া যায় কি না?

শি। না। মকরুহ তহরিমা। (আ)

বা। স্বর্ণ, রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্র আচরণ করা যায় কি না?

শি। ঐ পাত্রে ভোজন করা, কি পান করা কি তৈল লইয়া মর্দ্দন করা কি আতরাদি সুগন্ধি দ্রব্য রাখিয়া বস্ত্রাদিতে দেওয়া প্রভৃতি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষে শরা-তে হারাম লিখিয়াছে। এইরূপ স্বর্ণ,

রৌপ্য নির্ম্মিত চামুচ দিয়া খাওয়া কি স্বর্ণের সুরমাদানি কি ছালাই দিয়া সুরমা দেওয়া কি দর্পণ কি দোওয়াৎ কি কলম প্রস্তুত করা শরাতে নিষেধ লিখিয়াছে। (আ)

বা। রাঙ্গ, স্ফটিক, বেলওয়ার, আকিক এই সকল বস্তুর পাত্রে খাওয়া পেওয়া করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু তামা কি পিত্তলের পাত্রে ভোজনাদি করা শরাতে মকরুহ লিখিয়াছে। (আ)

বা। যদি থালের চতুঃপার্শ্বে রৌপ্যের কাম করা থাকে আর ভোজ্য বস্তু রাখিবার স্থানে না থাকে তবে ঐ পাত্রে ভোজন করা যায় কিনা?

শি। যদি ভোজনের সময় ঐ স্থানে না লাগে তবে করা যায়। (আ)

বা। শিশুকে দিয়া কেহ কোন বস্তু পাঠাইলে তাহা লওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ লওয়া যায়। (আ)

বা। পাপীষ্ঠ অর্থাৎ ফাসেকের কথা শরাতে গ্রাহ্য কি না?

শি। পৃথিবীর কার্য্য কর্ম্মে গ্রাহ্য হইবে কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে অর্থাৎ দিনদারি বিষয়ে গ্রাহ্য হইবে না।

বা। আমাদের এদেশে বিবাহোপলক্ষে যে নিমন্ত্রণ হয় উহাতে যদি গান বাজনা ইত্যাদি হয় তবে ঐ নিমন্ত্রণ খাওয়া যায় কি না?

শি। হাঁ, ছোট লোক হইলে খাইতে পারে কিন্তু তথাকার প্রধান ব্যক্তি খাইবে দূরে থাকুক তথায় যাওয়াও নিষেধ, পূর্ব্বে যদি গান কি বাজনা ইত্যাদি নিষেধীয় কথা জানা যায় তবে কি ছোট কি বড় কেহই সেস্থানে যাইতে পারিবে না। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার পরিধানের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করা যায় কি না?

শি। রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র কেবল মেয়েলোকে পরিধান করিতে পারে পুরুষের পরিধান করা শরাতে নিষেধ লিখিয়াছে।

বা। রেশমীবস্ত্রের সঞ্জাবাক গোটদিয়া কোবতা আচকান প্রভৃতি কাপড় প্রস্তুত করিয়া সেই কাপড় পুরুষে পরিধান করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ, চারি অঙ্গুলী প্রমাণ সঞ্জাব কি গোট দিয়া পরিধান করিতে পারে। এইরূপ রেশমী বস্ত্রের শিরোধান কি পর্দা প্রস্তুত করিলে তাহাও সিদ্ধ।

বা। যে বস্ত্রে রেশমের টানা এবং তুলার পৈরান আছে তাহা পুরুষে পরিধান করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ, পারে কিন্তু তুলার কি লোমের টানা এবং রেশমের পৈরান হইলে পারিবে না। এইরূপ বালককে রেশমের বস্ত্র পরিধান করান সিদ্ধ নহে। যিনি পরিধান করাইবেন তিনি পাপী হইবেন।

বা। সকল সময়েই উত্তম বস্ত্র পরিধান করা যায় কি না?

শি। হাঁ, পরিধান করা যায়, কিন্তু প্রায় সকল সময় সাধারণ বস্ত্র পরিধান করা ভাল ও মধ্যে মধ্যে ভাল কাপড় পরিধানকরা উচিত। কেননা সকল সময় ভাল বস্ত্র পরিধান করিলে দুঃখী লোকেরা মনে পীড়া পায়, অতএব কাহাকেও মনঃপীড়া না দেওয়াই বিধি।

বা। স্বর্ণ, রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি পরিধান করা যায় কি না?

শি। হাঁ, মেয়েলোকে পারে, পুরুষের পক্ষে শাস্ত্রে হারাম লিখিয়াছে কিন্তু এক মেশকাল পরিমাণ রৌপ্য নির্ম্মিত একটী অঙ্গুরী পুরুষে পরিধান করিতে পারে, দুই তিনটী পারিবে না। এইরূপ স্বর্ণ নির্ম্মিত অঙ্গুরী পুরুষে কখনই পরিধান করিতে পারিবে না। লৌহ নির্ম্মিত অঙ্গুরী সকলের প্রতিই নিষেধ, এইরূপ পিত্তলের, প্রস্তরের, বেলওয়ারের, ফিরোজার, ইয়াকুতের অঙ্গুরী পরিধান করাও নিষেধ, কিন্তু আকিকের নিষেধ নাই। এইরূপ বেলওয়ার, ফিরোজা ইত্যাদি প্রস্তর দিয়া অঙ্গুরীর নগিনা অর্থাৎ ছাপ দেওয়া নিষেধ নাই।

বা। কোন্ কোন্ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরিধান করিবে?

শি। উভয় হস্তের খেনছার অর্থাৎ যাহাকে তোমরা কনিষ্ঠাবল তাহাতে পরিধান করিবে।

বা। কোন কোন রঙ্গের বস্ত্র পরিধান করা পুরুষের প্রতি নিষেধ।

শি। হরিদ্রা, লাল, জাফরাণী, কুসমী এই চার রঙ্গের বস্ত্র পরিধান করা নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে এতদ্ব্যতীত সমুদয় রঙ্গের বস্ত্রই পুরুষে পরিধান করিতে পারিবে, আদৌ কোন কোন শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, লাল রঙ্গের বস্ত্র পুরুষের পক্ষে হারাম নয়।

বা। ওজুর পানি মুছিয়া ফেলিবার জন্য রুমাল রাখা যায় কি না?

শি। না, মকরুহ তহরিমা লিখিয়াছে কেননা উহাতেও এক প্রকার অলঙ্কার দেখায় কিন্তু অলঙ্কারের নিমিত্তে না হইলে কোন দোষ হইবে না। মুখের জল কেয়ামতের দিবস পুণ্যের সহিত ওজন করা যাইবে একারণ না মুছা মস্তহাব। হে বালক! যদি কাহার দন্ত নড়ে তবে স্বর্ণের তার দিয়া বাধা নিষেধ, রূপার তার দিয়া বাঁধিলে কোন দোষ হইবে না। এইরূপ যদি কাহাকে কোন কথা স্মরণ রাখিবার জন্য বস্ত্রের কোণে গিরা দিয়া দেয় তবে উহাতে পাপ হইবে না।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার দর্শন ও স্পর্শ করার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কোন্ কোন্ মেয়েলোককে দর্শন করা যায়?

শি। যে সকল মেয়েলোককে কখনই বিবাহ করা যায় না, তাহাদিগকে, দর্শন করা শবাকে নিষেধ নাই? যেমন মাতা, কন্যা, ভগিনী দুগ্ধমাতা, দুগ্ধভগিনী, শাশুড়ী প্রভৃতি। এইরূপ যে রমণীর সঙ্গে সঙ্গম করা গিয়াছে তাহার মাতাকেও দর্শন করা যায়, কেন না তিনিও শাশুড়ীর তুল্য। মনে করিয়া দেখ উহার বিবরণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, এতদ্ব্যতীত সমুদয় নিষেধ।

বা। এই সকল মেয়েলোকের সমুদয় শরীর দেখা যায় কি না ?

শি। হাঁ, মুখ, মস্তক, বক্ষঃস্থল, বাহু, ছাক, চিকুর, চক্ষু, কর্ণ, পয়োধর, স্কন্ধ, পা, এবং গ্রীবা এই সকল স্থান দেখা নিষেধ নাই কিন্তু পৃষ্ঠ, উদর, জানু, বিরল স্থান, ও নিতম্ব দৃষ্টি করা নিষেধ।

বা। শালীর সঙ্গে, হাতাহাতি ও গল্প সল্প করা যায় কি না ?

শি। হাতাহাতি করা দূরে থাকুক তাহাকে দূর হইতে দর্শন করাও নিষেধ কিন্তু যে রমণীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয় তাহাকে দেখা যাইতে পারে। শাস্ত্রকারেরা এরূপ দর্শন করাকে সোন্নত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (আ।)

বা। একজন পুরুষ দ্বিতীয় একজন পুরুষের শরীর দেখিতে পারে কি না ?

শি। হাঁ পারে কিন্তু নাভী হইতে উরু পর্য্যন্ত দেখা নিষেধ। এইরূপ স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন রমণীর সমুদয় শরীর দেখিতে পারিবে না কিন্তু কাম ভাবের সংশয় না হইলে মুখ ও কব্জা পর্য্যন্ত দেখিতে পারা যায়। কাম ভাবের সংশয় হইলে মেয়েলোকে পুরুষের কোন স্থানই দেখিতে পারিবে না। একজন মেয়েলোক দ্বিতীয় মেয়ে-লোকের নাভী হইতে উরু পর্য্যন্ত দেখিতে পারিবে না। এতদ্-ব্যতীত সমুদয় শরীর দেখিতে পারে। (আ।)

বা। ভার্য্যার শরীর দর্শন করা যায় কি না ?

শি। হাঁ তাহার সমুদয় শরীর দর্শন করা যায় কিন্তু নির্গম স্থান দেখা ভাল নয়, উহাতে চক্ষুর জ্যোতি হ্রাস হয়। (আ।)

বা। মেয়েলোকের কোন্ কোন্ স্থান স্পর্শ করা যায় ?

শি। যে সকল মেয়েলোককে বিবাহ করা নিষেধ তাহাদের যে যে স্থান দর্শন করা নিষেধ নাই, সেই সেই স্থান স্পর্শ করাও নিষেধ নাই কিন্তু বস্ত্রোপরি স্পর্শ করা বিধি। মনে করিয়া দেখ এইক্ষণ উহার বর্ণনা করিয়াছি, অতএব যে যে স্থান দেখা নিষেধ তাহা স্পর্শও নিষেধ। (আ।)

বা। শাশুড়ী কি দুগ্ধ ভগিনী যুবতী হইলে তাহাদের সঙ্গে খেলাওৎ অর্থাৎ কোন বিরল স্থানে বসিয়া কথোপকথন করা যায় কি না?

শি। না। (লিখক বলিলেন শয়তান জেন্দা! জেন্দা!! জেন্দা!!!)

বা। মেয়েলোকের সঙ্গে মোসাফা অর্থাৎ হস্তে হস্তে ধরিয়া মিলা যায় কি না?

শি। না কিন্তু বৃদ্ধা মেয়েলোকের সঙ্গে মোসাফা করা যায়। (আ)।

বা। নয় বৎসরের ন্যূন বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকাকে দর্শন ও স্পর্শ করিতে নিষেধ আছে কি না?

শি। না, কেননা ঐ বালিকা এখনও কামভাবিনী হয় নাই। (আ)

বা। অণ্ডকোষ কি লিঙ্গ ছেদিত কিম্বা নপুংসক ব্যক্তিকে কিসের তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে?

শি। পুরুষের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে (আ)

সঙ্গমকালে সন্তান না হওয়া মানসে বীর্য্য বাহিরে ফেলা নিষেধ (আ)

বা। একজন পুরুষ দ্বিতীয় এক জন পুরুষের মুখ কি মস্তক কি হস্ত কি অন্য কোন স্থান চুম্ব দিতে পারে কি না?

শি। না, শরাতে মকরুহ তহরিমা লিখিয়াছে কিন্তু আলেম অর্থাৎ বিদ্বান কিম্বা কোন মাননীয় ব্যক্তির হস্ত তোবরক জ্ঞান করিয়া চুম্ব দেওয়া নিষেধ নাই। আদৌ কোন কোন শাস্ত্রকারেরা উহাকে সোন্নত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (আ)

সালাম করা কালে রুকু কি সেজদার ন্যায় শির ভাগ নত করা নিষেধ শির ভাগ এরূপ নত করা শরাতে মকরুহ তহরিমা লিখিয়াছে। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার বিক্রয়ের বস্তুর বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। গোময় ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে কি না?

শি। হঁ; জ্বালানের জন্য কি সার প্রস্তুত করিবার জন্য বিক্রয় অথবা

আচরণ করা যায়, মানুষের বিষ্ঠা বিক্রয় কি আচরণ করিলে মক্রুহ হইবে কিন্তু উহা মৃত্তিকা কি ছাইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে বিক্রয় ও আচরণ করায় নিষেধ নাই। (আ)

বা। লৌহ, পিত্তল, কাঁসা ইত্যাদির অঙ্গুরী বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না। এইরূপ মনুষ্যের চুল নখ প্রভৃতি বিক্রয় করা নিষেধ। (আ) গরু, ঘোটক ইত্যাদি পশুর অণ্ডকোষ ফেলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু ঘোটকের অণ্ডকোষ দূর করা সম্বন্ধে কোন কোন শাস্ত্রকার নিষেধ করেন। (আ)

বা। শরাতে রাগ রঙ্গ নিষেধ কি না?

শি। হাঁ অবশ্য নিষেধ অর্থাৎ হারাম। জুয়া, শতরঞ্চ ইত্যাদি খেলা নিষেধ। এইরূপ ঢোলক, তাম্বুরা, মৃদঙ্গ, সারিঙ্গা, বেহালা, তানপুরা, সেতারা প্রভৃতি সমুদয় বাদ্যই নিষেধ অর্থাৎ হারাম। (আ)

বা। যদি কাহার পতি নিরুদ্দেশ হয় আর কোন বিশ্বাসী লোক তাহার পতির মৃত্যুর কি তিন তালাক দেওয়ার তত্ত্ব দেয় কিম্বা বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি তালাকের পত্র দেখায় তবে ঐ রমণী দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ কোন সময় পারে ও কোন সময় পারে না। (আ)

বা। কোন্ সময়ে পারে ও কোন্ সময়ে পারে না?

শি। বিশেষ চিন্তার পর যদি উহা সত্য বলিয়া মনে বিশ্বাস হয় তবে ঐ দিবসাবধি নিয়মিত কাল ধর্ত্তব্য করা যাইবে এবং কালান্তে বিবাহ বসিতে পারিবে, কিন্তু যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস না জন্মে তবে বিবাহ বসিতে পারিবে না। (আ)

বা। মনুষ্যের কি কোন জন্তুর খাদ্য দ্রব্য আটক রাখা যায় কি না?

শি। যদি উহাতে নগরবাসী কি গ্রামবাসী লোকের ক্লেশ হয় তবে নিষেধ অর্থাৎ মক্রুহ, নচেত না। (আ)

বা। নিজ ভূমির উপার্জ্জিত ধান্য কি চাউল আটক রাখা যায় কি না?

শি। হাঁ রাখা যায়, তাহাতে নিষেধ নাই। (আ)

বা। দেশের রাজা শস্যের দর নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারেন কি না?

শি। না অর্থাৎ মকরুহ কিন্তু বণিক সকল যদি দুর্মূল্যে বিক্রয় করেন তবে বিচারকর্ত্তা দর নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে মকরুহ হইবে না।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার অছিয়ৎ অর্থাৎ অনুমতির বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। অনুমতি কিরূপ?

শি। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে বলেন যে, আমার মরণান্তে অমুকে অমুক বস্তুর স্বত্বাধিকারী হইবেন, ইহাকে শরায় অছিয়ৎ অর্থাৎ অনুমতি বলে। (অা)

বা। এইরূপ অনুমতি করিয়া মৃত্যু হইলে ঐ ব্যক্তি সেই বস্তুর স্বত্বাধিকারী হইবে কি না?

শি। এই স্থলে দেখিতে হইবে যে মৃত ব্যক্তি তাহার ত্যজ্য সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অধিক অনুমতি করিয়াছেন কি না? যদি অধিক না হয় তবে তাহা দিতে হইবে আর অধিক হইলে তৃতীয়াংশ দ্বারা অনুমতি প্রতিপালন করা যাইবে। (অা)

বা। এরূপ অনুমতি করা কি?

শি। মস্তহাব কিন্তু কোন ব্যক্তি তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তি দেওয়া শর্ত্তে অনুমতি দিয়া লোকান্তর হইলে তস্য উত্তরাধিকারীগণ বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান হইলে তৃতীয়াংশের অধিক যাহা হইবে তাহাই অসিদ্ধ করিতে পারেন। আদৌ যদি তাঁহারা সিদ্ধ রাখেন তাহাও শরাতে অগ্রাহ্য হইবে না। এইরূপ যিনি অনুমতি করেন তিনি জীবদ্দশায় থাকিতে যদি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ঐরূপ অনুমতি সিদ্ধ রাখেন তবে তাহা শরাতে গ্রাহ্য হইবে। (অা)

বা। মরণান্তে যাঁহারা উত্তরাধিকারী হইবেন তন্মধ্যে কাহাকে কোন বস্তু দেওয়ার অনুমতি করিয়াগেলে উহা শরাতে গ্রাহ্য হইবে কিনা।

শি। না কিন্তু যদি অপর উত্তরাধিকারী সিদ্ধ রাখেন তবে গ্রাহ্য হইবে। (অা)

বা। যদি কেহ সিদ্ধ রাখেন কেহ সিদ্ধ না রাখেন তবে কি হইবে ?

শি। যিনি সিদ্ধ রাখিবেন তাঁহার অংশ সিদ্ধ হইবে আর যিনি অসিদ্ধ করিবেন তাঁহার অংশ ধ্বংশ হইবে না। অনুমতিদাতা জীবদ্দশায় থাকিতে যদি অনুমতি গৃহীতা অনুমতী স্বীকার কি অস্বীকার করেন তবে ঐ স্বীকার অস্বীকার শরাতে গ্রাহ্য হইবে না। (আ)

বা। যদি গাভীর গর্ভের বৎস কাহাকে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তবে উহা সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। হাঁ,ছয় মাসে গাভী প্রসব করিলে সিদ্ধ হইবে নচেৎ না। (আ)

বা। যদি কেহ গর্ভের সন্তানকে কোন বস্তু দেওয়ার অনুমতি দেয় তবে ঐ গর্ভজাত সন্তান ঐ স্বত্বে স্বত্ববান হইবে কি না ?

শি। হাঁ, ছয় মাসের মধ্যে জন্মিলে স্বত্ববান হইবে নচেৎ না। (আ) [দাতা একবার অনুমতি করিয়া পুনর্ব্বার ফিরাইয়া নিতে পারেন। যদি অনুমতি দাতার মরণান্তে অনুমতি গৃহীতা স্বীকার হওয়ার পূর্ব্বে লোকান্তর হন তবে গৃহীতার উত্তরাধিকারীগণ ঐ স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন। (আ)]

বা। যদি অনুমতি দাতা এরূপ ঋণ রাখিয়া মৃত্যু হন যে, তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি যত, ঋণও তত, তবে কি হইবে।

শি। এমত ব্যক্তির অনুমতি অসিদ্ধ হইবে, ফারায়েজে অর্থাৎ দায়ভাগে উহার বর্ণনা করা যাইবে। (আ)

চতুর্থ ভাগ।

দায়ভাগ।

বা। দায়ভাগ কাহাকে বলে ?

শি। যে বিদ্যা প্রভাবে মৃতের ত্যাজ্যধন তস্য উত্তরাধিকারীগণের প্রতি বিভাগ হয়, তাহাকে দায়ভাগ বলে।

বা। মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তি কিরূপে বিভাগ হয় ?

শি। শাস্ত্র কারেরা নিরুপণ করিয়াছেন যে, উহা ক্রমান্বয়ে চারি অংশে বিভক্ত হয়।—

১। মৃতের মধ্যমবস্থা বিবেচনায় মৃতের ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে তস্য কাফন; দফনের ব্যয় পরিশোধ হইবে।

২। উপরোক্ত ব্যয় বাদে যে ধন অবশিষ্ঠ থাকিবে, তাহা হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

৩। ঋণ পরিশোধান্তে বক্রী সম্পত্তির তৃতীয়াংশ দিয়া হইলেও মৃতার জীবদ্দশায় দাতব্য প্রতিপালন করিতে হইবে। উহাকে "অছিয়ৎ" অর্থাৎ উপদেশ বলে।

৪। উপদেশ প্রতিপালনান্তে যে ধন অবশিষ্ঠ থাকিবে তাহাই উত্তরাধিকারীগণ বিভাগ করিয়া লইবেন।

বা। কে কে মৃতের ধনে উত্তরাধিকারী হন ?

শি। এদেশে তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—যাঁহাদের অংশ শরার মূল শাস্ত্রে নির্ণিত হইয়াছে তাঁহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত, আরবী ভাষায় উহাদিগকে"জবেল ফরুজ" বলে।প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অংশ বাদে বক্রী ধনে যাঁহারা উত্তরাধিকারী হন তাঁহারা দ্বিতীয়

শ্রেণীভুক্ত উহাদিগকে "আছবা" বলে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের অভাবে যাঁহারা উত্তরাধিকারী হন তাঁহাদিগকে "জবেল আরহাম" বলে, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।

বা। আপনি বলিলেন যে, প্রথম শ্রেণীর অংশীগণের অংশ পরিশোধান্তে যেধন অবশিষ্ঠ থাকিবে, তাহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারী হইবেন। যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কেহই বর্ত্তমান না থাকেন তবে ঐ অবশিষ্ঠ ধন কে পাইবেন্?

শি। উহাও প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আপন আপন অংশমত পাইবেন কিন্তু স্বামী ও ভার্য্যা পাইবেন না, যদি তৃতীয় শ্রেণীর কোনও কুটুম্ব বর্ত্তমান না থাকেন তবে একালে উহারাও পাইবেন।

বা। একালে পাইবেন, প্রাচীন কালে পাইতেন না ইহার কারণ কি?

শি। পূর্ব্বকালে মুসলমান রাজাদের সময় ঐ অবশিষ্ঠ ধন "বায়তলমাল" মধ্যে পরিগণিত হইয়া রাজভাণ্ডারে নীত হইত, একালে উহা না থাকা বশতঃ স্বামী ও ভার্য্যা পাইয়া থাকেন।

বা। যদি প্রথম শ্রেণীর কেহই বর্ত্তমান না থাকেন, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত কেহই বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেন কি না?

শি। না। দ্বিতীয় শ্রেণীর একজনমাত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তৃতীয় শ্রেণীর কেহই কিছুই পাইবেন না।

বা। তবে তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা কোন্ সময়ে উত্তরাধিকারী হইবেন?

শি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অভাবে তৃতীয় শ্রেণীর লোক উত্তরাধিকারী হইবেন।

বা। এই তিন শ্রেণীর কেহই না থাকিলে ঐ ধন কি হইবে?

শি। মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যদি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে স্ববংশ জাত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তবে সেই ব্যক্তি সমুদয় ধনের উত্তরাধিকারী হইবেন, উহাকে "মাকর লাহ" বলে।

বা। যদি আজীবন কাহাকেও স্ববংশজাত বলিয়া প্রকাশ করিয়া না থাকেন তবে কেহ উত্তরাধিকারী হইবেন কি না?

শি। না। উহা অভাবে ত্যক্ত দাসের প্রভু উত্তরাধিকারী হইবেন কিন্তু উহা এদেশে না থাকা প্রযুক্ত পরিত্যক্ত হইল ?

বা। যদি উহারাও না থাকেন তবে ঐ সম্পত্তি কি হইবে ?

শি। মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যদি কাহাকে ঐ ধন দেওয়া সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি সমুদয় ধনের স্বত্বাধিকারী হইবেন, উহাকে "মুসালাহ" বলে। উহা অভাবে বায়তল মাল মধ্যে পরিগণিত হইয়া রাজ ভাণ্ডারে নীত হইবে।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার প্রথম শ্রেণীর বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের নির্ণয় আছে কি না ?

শি। হাঁ আছে, তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ জন, তন্মধ্যে চারিজন পুরুষ; আট জন স্ত্রীলোক।

বা। তাঁহারা কে কে ?

শি। পিতা, প্রকৃত পিতামহ, বৈপিত্রেয় ভ্রাতা, স্বামী এই চারিজন পুরুষ স্ত্রী, কন্যা, পুত্রের কন্যা, সহোদরা ও বৈপিত্রেয় ভগিনী, বৈমাত্রেয় ভগিনী, মাতা, এবং উৰ্দ্ধ জননী এই আট জন স্ত্রীলোক।

বা। প্রকৃত পিতামহ কাহাকে বলে ?

শি। মৃতার সহিত সম্বন্ধ করিলে যদি স্ত্রী ব্যবধান না হয় তবে তাহাকে প্রকৃত পিতামহ বলা যায়। যেমন পিতার পিতা কিন্তু স্ত্রী ব্যবধান হইলে অপ্রকৃত পিতামহ বলা যায়। যেমন মাতার পিতা।

বা। প্রকৃত উৰ্দ্ধ জননী কাহাকে বলে ?

শি। মৃতার সহিত সম্বন্ধকরিলে যদি পুরুষ ব্যবধান না হয়,তবে তাহাকে প্রকৃত উৰ্দ্ধ জননী বলে। যেমন মাতার মাতা কি পিতার মাতা কিন্তু পুরুষ ব্যবধান হইলে অপ্রকৃত উৰ্দ্ধ জননী বলে,যেমন পিতামহের মাতা, মাতার পিতার মাতা।

১ম পিতা।

বা। পিতা কি অংশ পান?

শি। তৎসম্বন্ধে তিন প্রকার নিয়ম শরাতে উল্লেখ আছে। যথা—

১। মৃতার পুত্র কি পুত্রের পুত্র যত অধে হউক বর্ত্তমান থাকিলে মৃতার পিতা ষষ্ঠাংশ পাইবেন।

২। মৃতের কন্যা কি পুত্রের কন্যা যত অধে হউক বর্ত্তমানে পিতা ষষ্ঠাংশ পাইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইয়া অবশিষ্ট সমস্ত ধন পাইবেন।

৩। মৃতের সন্তান কি তাহার পুত্রের সন্তান যত অধে হউক কেহই বর্ত্তমান না থাকিলে মৃতের পিতা কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবেন।

২য় প্রকৃত পিতামহ।

বা। প্রকৃত পিতামহ কত অংশ পাইবেন?

শি। মৃতের পিতা যেযে প্রকারে যত পাইবেন, পিতা অবর্ত্তমানে প্রকৃত পিতামহও সেই সেই প্রকারে তত পাইবেন। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত আরও চারিটী বিষয় আছে, তৎসম্বন্ধে শরায় বিধান লিখিত আছে কিন্তু শেষ বিষয়টী এদেশে অনাবশ্যক প্রযুক্ত ছাড়িয়া দেওযা গেল।

১। পিতা বর্ত্তমানে পিতার মাতা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবেন না কিন্তু পিতামহ বর্ত্তমানে পিতার মাতা উত্তরাধিকারিণী হইবেন।

২। যদি কোন পুরুষ স্ত্রী, মাতা, ও পিতা এই তিন জন কিম্বা কোন স্ত্রী পতি, মাতা, ও পিতা এই তিন জন রাখিয়া মৃত হন তবে এই দুই অবস্থাতে স্ত্রী কি পতির অংশ পরিশোধান্তে অবশিষ্ট ধনের তৃতীয়াংশ মাতা পাইবেন কিন্তু পিতার স্থানে পিতামহ থাকিলে মৃতার মাতা সমুদয় সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পাইবেন।

৩। মৃতার পিতা বর্ত্তমান থাকিলে মৃতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা

ভাগনী নিরাশ হন কিন্তু পিতার স্থানে পিতামহ বর্ত্তমান থাকিলে নিরাশ হইবেন না কিন্তু এমাম আবু হানিফা বলেন নিরাশ হইবেন এবং এই কথার প্রতিই ব্যবস্থা।

৩য় ও ৯ম বৈপিত্রেয় সন্তানগণ।

বা। বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ভগিনীগণ কি অংশ পাইবেন?

শি। তৎসম্বন্ধে তিন প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা—

১। একজন হইলে ষষ্ঠাংশ পাইবেন।

২। একাধিক হইলে তৃতীয়াংশ পাইবেন। আদৌ ভ্রাতা ভগিনী যত জন হন উক্তাংশ তুল্যরূপ বিভাগ করিয়া লইবেন।

৩। সন্তানকি পুত্রের সন্তান যতঅধে হউক বর্ত্তমান থাকিলে বৈপিত্রেয় সন্তানেরা কিছুই পাইবেন না। এইরূপ পিতা কি পিতামহ বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহারা নিরাংশী হইবেন।

৪র্থ পতি।

বা। পতি কি অংশ পাইবেন?

শি। তৎসম্বন্ধে দুই প্রকার নিয়ম নিরুপিত আছে। যথা—

১। সন্তানকি পুত্রের সন্তান যত অধে হউক কেহই বর্ত্তমান না থাকিলে অর্দ্ধাংশ পাইবেন।

২। উহাদের একজন মাত্র বর্ত্তমান থাকিলে চতুর্থাংশ পাইবেন।

৫ম স্ত্রী।

বা। মৃত পতির ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে স্ত্রী কত অংশ পাইয়া থাকেন?

শি। তৎসম্বন্ধে দুই প্রকার নিয়ম আছে যথা—

১। সন্তান কি পুত্রের সন্তান যত অধে হউক উহাদের অবর্ত্তমানে চতুর্থাংশ পাইবেন।

২। উহাদের বর্ত্তমানে অষ্টমাংশ পাইবেন।

বা। একাধিক স্ত্রী হইলে কত অংশ পাইবেন?

শি। যতই হউন ঐ অংশ পাইবেন কিন্তু তাঁহাদের মহর ঋণ মধ্যে ধরা যাইবে।

ষষ্ঠ কন্যা।

বা। কন্যা কি অংশ পান ?

শি। তৎসম্বন্ধে শরাতে তিন প্রকার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে।

১। মৃতের কন্যা একজন হইলে অর্দ্ধাংশ পাইবেন।

২। একাধিক হইলে তিনাংশের দুই অংশ পাইবেন।

৩। পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে পুত্র যাহা পাইবেন তাহার অর্দ্ধেক কন্যা পাইবেন অর্থাৎ পুত্রসহ কন্যা দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন।

৭ম পৌত্রী।

বা। পৌত্রী কি অংশ পাইয়া থাকেন ?

শি। তৎসম্বন্ধে ছয় প্রকার নিয়ম লিখিত আছে।

১। যদি কন্যা বর্ত্তমান না থাকেন তবে এক জন পৌত্রী হইলে অর্দ্ধেক পাইবেন।

২। যদি কন্যা না থাকে তবে একাধিক হইলে তিনাংশের দুই অংশ পাইবেন।

৩। এক কন্যা বর্ত্তমান থাকিলে ষষ্ঠাংশ পাইবেন।

৪। একাধিক কন্যা বর্ত্তমানে পৌত্রীরা কিছুই পাইবেন না।

৫। একাধিক কন্যা বর্ত্তমানে পৌত্রীরা নিরাশ হন কিন্তু পৌত্র বা প্রপৌত্র যত অধে হউক তুল্য কি নিম্ন শ্রেণীস্থ কোন পুরুষ থাকিলে তৎসঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন। আদৌ মেয়েলোকের দ্বিগুণ পুরুষে পাইবেন।

৬। মৃতের পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে পৌত্রীগণ কিছুই পাইবেন না।

৮ম সহোদরা ভগিনী।

বা। সহোদরা ভগিনী শরার ব্যবস্থানুযায়ী কি অংশ পাইয়া থাকেন।

শি। তৎসম্বন্ধে পাঁচ প্রকার নিয়ম আছে। যথা—

১। একজন হইলে অর্দ্ধেক পাইবেন।

২। একাধিক হইলে তিনাংশের দুই অংশ পাইবেন।

৩। সহোদর বর্ত্তমান থাকিলে তৎসঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়া উত্তরাধিকারিণী হইবেন, আদৌ ভ্রাতার অংশ ভগিনীর অংশের দ্বিগুণ।

৪। কন্যা কিপুত্রের কন্যা বর্ত্তমান থাকিলে উহাদের অংশ পরিশোধান্তে যাহা অবশিষ্ঠ থাকিবে তাহাই পাইবেন।

৫। পুত্র কি পুত্রের পুত্র যত অধে হউক কি পিতা কি পিতামহ বর্ত্তমান থাকিলে সহোদর, সহোদরা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভগিনী কিছুই পাইবেন না।

৯ম বৈপিত্রেয় ভগিনী।

ইহারা বিবরণ ২৩২ পৃষ্ঠায় তৃতীয় ব্যক্তির সহিত বলা গিয়াছে।

১০ম বৈমাত্রেয় ভগিনী।

বা। বৈমাত্রেয় ভগিনী কি অংশ পান?

শি। তৎসম্বন্ধে সাত প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা—

১। যদি সহোদরা ভগিনী বর্ত্তমান না থাকেন তবে একজন হইলে অর্দ্ধেক পাইবেন।

২। যদি সহোদরা ভগিনী বর্ত্তমান না থাকেন তবে একাধিক হইলে তিনাংশের দুই অংশ পাইবেন।

৩। একজন সহোদরা বর্ত্তমান থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনী ষষ্ঠাংশ পাইবেন।

৪। দুইজন সহোদরা বর্ত্তমানে বৈমাত্রেয় ভগিনীগণ কিছুই পাইবেন না।

৫। উক্তাবস্থাতে বৈমাত্রেয় ভগিনীগণ নিরাশ হন বটে কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিলে তৎসঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়া উত্তরাধিকারিণী হইবেন। ভগিনীর দ্বিগুণ ভ্রাতা পাইবেন।

৬। কন্যা কি পুত্রের কন্যা বর্ত্তমান থাকিলে সহোদর ভগিনীর মত অবশিষ্ঠ ধন পাইবেন।

৭। সহোদর ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনী কিছুই পাইবেন না।

১১শ মাতা।

বা। মাতা কি পাইয়া থাকেন?

শি। তৎসম্বন্ধে তিন প্রকার নিয়ম শরাতে লিখিত হইয়াছে। যথা—

১। মৃতের সন্তান কি পুত্রের সন্তান যত অধে হউক বর্ত্তমান থাকিলে মাতা ষষ্ঠাংশ পাইবেন।

২। এইরূপ তিন প্রকার ভ্রাতা ভগিনীগণ মধ্যে একাধিক বর্ত্তমান থাকিলেও ষষ্ঠাংশ পাইবেন।

৩। একাধিক ভ্রাতা ভগিনী বর্ত্তমান না থাকিলে সমুদয় সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পাইবেন।

১২শ প্রকৃত ঊর্দ্ধজননী।

বা। প্রকৃত ঊর্দ্ধ জননীর কি অংশ শরাতে নিরূপণ আছে।

শি। তৎসম্বন্ধে তিন প্রকার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

১। তুল্য শ্রেণীর একজন কি একাধিক হইলে ষষ্ঠাংশ পাইবেন।

২। মাতা বর্ত্তমান থাকিলে কোন প্রকারের ঊর্দ্ধজননী কিছুই পাইবেন না।

৩। পিতা বর্ত্তমান থাকিলে কেবল পিত্রের ঊর্দ্ধজননী নিরাশ হইবেন কিন্তু মাত্রের ঊর্দ্ধজননীর অংশ ধ্বংশ হইতে পারিবে না। এইরূপ পিতামহ বর্ত্তমানেও পিতার মাতা অংশ পাইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিবরণ।

বা। শরাতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে

শি। উঁহারা চারি প্রকার যথা।—

১। মৃতার পুত্র হীনে পুত্রের পুত্র যত অধে হউক।

২। পিতা, পিতাহীনে পিতার পিতা যত ঊর্দ্ধে হউক।

৩। ভ্রাতাগণ, ভ্রাতা হীনে তস্য পুত্রগণ যত অধে হউক।

৪। পিতৃব্যগণ, পিতৃব্য হীনে তস্য পুত্রগণ যত অধে হউক।

বা। এস্থলে আপনি যে চারি প্রকার বিভাগ করিলেন ইহার অর্থ কি?

শি। ইহার অর্থ এই যে প্রথম প্রকারের ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান থাকিলে দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিগণ স্বত্বাধিকারী হইতে পারিবেন না। এইরূপ দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিগণ বর্ত্তমানে তৃতীয়েরা, ও তৃতীয়েরা বর্ত্তমানে চতুর্থেরা নিরাশ হইবেন।

বা। তবে পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে পিতা কি কিছুই পাইবেন না?

শি। না কিন্তু কেবল প্রথম শ্রেণীর অংশ পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন না। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন যথা—

১। কন্যা ও পুত্রের কন্যা ও সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভগিনী স্ব স্ব ভ্রাতার সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইয়া থাকেন। মনে করিয়া দেখ প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা স্থলে উহার বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। কন্যা বর্ত্তমান থাকিলে ভগিনীগণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবেন উহার বিবরণও বলা হইয়াছে।

বা। বৈমাত্রেয় সন্তানগণ হইতে সহোদর কি সহোদরের সন্তানগণ অগ্রগণ্য কি না?

শি। হাঁ অগ্রগণ্য। এইরূপ একটী সম্বন্ধ হইতে দুইটী সম্বন্ধ অগ্রগণ্য।

বা। জারজ সন্তানেরা তাহাদের উপপিতার স্বত্বে স্বত্বাধিকারী হইতে পারিবে কি না?

শি। না। এইরূপ উপপিতাও জারজ সন্তানের স্বত্বে স্বত্বাধিকারী হইতে পারিবে না।

তৃতীয় শ্রেণীর বিবরণ।

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে তৃতীয় শ্রেণী মধ্যে ধরা গিয়াছে।

শি। উহাঁরা চারি প্রকার যথা—

১। কন্যার সন্তানগণ ও পৌত্রীর সন্তানগণ।

২। অপ্রকৃত পিতামহ, পিতামহী ও মাতামহ ও মাতামহী।

৩। সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কন্যাগণ ও তাহাদের দৌহিত্রী

প্রভৃতি ও সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভগিনীর সন্তানগণ ও বৈপত্রেয় ভ্রাতার সন্তানগণ।

৪। মাতার ভ্রাতা ভগিনী ও পিতার ভগিনী তদভাবে তাহাদের সন্তান ও পিতার বৈপিত্রেয় ভ্রাতার সন্তানগণ।

হে বালক! আর একটী কথা মনে রাখিও যে মৃতের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমানে দূরবর্ত্তীরা নিরাশ হন।

বা। ইহার মধ্যে আমার কয়েকটী প্রশ্ন আছে।

শি। বল কি প্রশ্ন?

বা। যদি কোন ব্যক্তি কন্যার কন্যা ও পুত্রের কন্যার কন্যা এই দুই জন রাখিয়া মৃত হন তবে কে উত্তরাধিকারিণী হইবেন?

শি। কন্যার কন্যা হইবে। পুত্রের দৌহিত্রী কিছুই পাইবেন না কেননা এখনি বলিয়াছি নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমানে দূরবর্ত্তীরা নিরাশ হন।

বা। যদি কেহ পুত্রের কন্যার কন্যাকে ও কন্যার কন্যার পুত্রকে রাখিয়া মৃত হন তবে কে উত্তরাধিকারী হইবেন।

শি। পুত্রের দৌহিত্রী উত্তরাধিকারিণী হইবেন।

বা। কেন হইবেন এখানে কি মৃতের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ সমান নয়?

শি। হাঁ সমান বটে। কিন্তু একটী নিয়ম স্মরণ রাখিও যে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের সন্তান তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের সন্তান হইতে অগ্রগণ্য।

বা। যদি কেহ একটী কন্যার কন্যা ও একটী কন্যার পুত্র রাখিয়া মৃত হন, তবে দায়াধিকারী কে হইবেন?

শি। উভয়ে হইবেন, কেননা উভয়ের সঙ্গে মৃতের তুল্য সম্বন্ধ কিন্তু বিশেষ এই যে দৌহিত্রী যত পাইবেন তাহার দ্বিগুণ দৌহিত্র পাইবেন কেননা উনি মেয়েলোক ইনি পুরুষ।

বা। যদি কেহ ভ্রাতষ্পুত্রের কন্যা ও ভগিনীর কন্যার পুত্র রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার ত্যজ্য ধনে কে অধিকারী হইবেন?

শি। ভ্রাতষ্পুত্রের কন্যা হইবেন।

বা। ভগিনীর কন্যার পুত্র হইবেন না কেন?

শি। ভগিনীর দৌহিত্র তৃতীয় শ্রেণীর সন্তান কিন্তু ভ্রাতার পৌত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্তান অতএব স্মরণ রাখিও তৃতীয় শ্রেণীর সন্তানগণ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্তানগণ অগ্রগণ্য।

যাহারা মৃতের ধনে উত্তরাধিকারি হন না তাঁহাদের বিবরণ।

বা। কে কে উত্তরাধিকারী হন না?

শি। তাঁহারা চারি জন। যথা—দাস অর্থাৎ গোলাম, বধকারী, বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বী, বিজাতীয় দেশের অধিবাসী।

বা। উহা ভালরূপ বুঝিলাম না। প্রত্যেকের এক একটী উদাহরণ বলুন

শি। ১। যিনি দাস হইবেন তিনি তাঁহার প্রভুর ধনে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না।

২। যিনি যাঁহাকে বধ করিবেন তিনি তাঁহার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না।

৩। যিনি বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর ত্যজ্য ধনে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না।

৪। যিনি মুসলমানীয় বিধান অপ্রচলিত দেশে বাস করিবেন তিনি মুসলমানীয় বিধান প্রচলিত দেশবাসীর উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না।

মুলরাশির বিবরণ॥

বা। মূলরাশি কাহাকে বলে?

শি। প্রথম শ্রেণীর অংশীগণের অংশ যে যে অঙ্ক হইতে নির্গত হয় তাহাকে মূলরাশি বা মূলাঙ্ক বলে। আরবী ভাষার "মখারেজল ফরুজ" বলে।

বা। কোন্ কোন্ অঙ্ক হইতে উহা নির্গত হয়?

শি। ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ২৪ এই সাতটী অঙ্ক হইতে প্রথম শ্রেণীর সমুদয় অংশীদের অংশ নির্গত হয়। এবং ৬, ১২, ২৪ এই তিনটী অঙ্ক আবশ্যক মতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, একারণ উহাকে বৃদ্ধিরাশি বলে। আরবী ভাষায় উহাকে "আওল" বলে।

বা। মৃতের ত্যজ্য ধনের বিভাগ পত্র কিরূপে লিখিত হয়?

শি। নিম্নে যে একটী রেখা অঙ্কিত করিলাম উহাতেই প্রতীয়মান হইবে যথা:—

মূ——৬

মৃ—————— ——————ক

পিতা	মাতা	২ কন্যা
১	১	৪

এই রেখাটীর বাম দিকে যে মৃ, লিখিয়া দক্ষিণদিকে টানিয়া দেওয়া গিয়াছে উহাকে মৃত স্থান করিতে হইবে এবং রেখার ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে যে ক, লিখা গেল উহাই মৃতের নাম। রেখার নিম্ন দেশে যে পিতা, মাতা ও কন্যা লিখিত হইয়াছে উহারা ঐ মৃতের উত্তরাধিকারী। রেখার বাম দিকের উপরিভাগে যে "মূ" লিখিত হইল উহা মূলাঙ্ক জানিতে হইবে।

হে বালক। এখানে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখ মূলাঙ্ক ৬ হইবে অর্থাৎ "ক" ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তি ৬ ভাগ করিয়া এক ভাগ পিতা ও এক ভাগ মাতা ও চারি ভাগ দুইজন কন্যা পাইবেন।

বৃদ্ধিরাশির বিবরণ, যাহাকে আওল বলে।

বা। বৃদ্ধি রাশি কিরূপে হয় বলিয়া দেউন।

শি। ৬ এই মূল রাশিটী ১০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বা। উহার প্রত্যেকের উদাহরণ বলুন?

শি। যথা—১। যদি কোন মেয়েলোক স্বামী, একজন সহোদরা, একজন বৈপিত্রের ভগিনী রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার বৃদ্ধি রাশি ৭ হইবে

২। যদি কোন মেয়েলোক স্বামী, মাতা, দুইজন সহোদরা রাখিয়া মৃত হন তবে বৃদ্ধি রাশি ৮ হইবে।

৩। যদি কোন মেয়েলোক স্বামী, দুইজন সহোদরা দুইজন বৈপিত্রের ভগিনী রাখিয়া মরেন তবে তাহার বৃদ্ধি রাশি ৯ হইবে।

৪। যদি কোন মেয়েলোক স্বামী, মাতা, দুইজন সহোদরা দুইজন বৈপিত্রেয় ভগিনী রাখিয়া মৃত হন তবে মুলরাশি ১০ হইবে।

বা। ১২ মুল অঙ্কটী কোন্ কোন্ অঙ্কে বৃদ্ধি হয়।

শি। ১৩, ১৫, এবং ১৭ এই তিন অঙ্কে বৃদ্ধি হয়।

বা। উহার প্রত্যেকের উদাহরণ বলুন ?

শি। যথা—১। যদি কোন মেয়েলোক স্বামী; ২ কন্যা ও মাতা রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার মুলাঙ্ক ১৩ হইবে।

২। যদি কোন ব্যক্তি ভার্য্যা, ২ জন সহোদরা, ২ জন বৈপিত্রেয় ভগিনী রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার বৃদ্ধি রাশি ১৫ হইবে।

৩। যদি কোন ব্যক্তি ভার্য্যা, মাতা, ২ জন সহোদরা, ২ জন বৈপিত্রেয় ভগিনী রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার মুল রাশি ১৭ হইবে।

বা। ২৪ এই মুলাঙ্কটী কোন্ কোন্ অঙ্কে বৃদ্ধি হয় ?

শি। ২৭ অঙ্কে বৃদ্ধি হয় কিন্তু এক স্থানে কেবল ৩১এ বৃদ্ধি হয়।

বা। উভয়ের উদাহরণ বলুন ?

শি। যথা—১। যদি কোন ব্যক্তি ভার্য্যা, মাতা, পিতা দুইজন কন্যা রাখিয়া মৃত্যু হন তবে তাহার বৃদ্ধি রাশি ২৭ হইবে।

২। যদি কোন ব্যক্তি ভার্য্যা, মাতা, বধকারী পুত্র, ২জন বৈমাত্রেয় ভগিনী, দুইজন বৈপিত্রেয় ভগিনী রাখিয়া মৃত্যু হন তবে তাহার বৃদ্ধি রাশি ৩১ হইবে।

রাশি সকলের পরস্পর চারিটী সম্বন্ধের বিবরণ।

বা। কিরূপ সম্বন্ধ ?

শি। বলিতেছি যথা—পরস্পর দুইটী অঙ্কে চারি সম্বন্ধে এক সম্বন্ধ হইয়া থাকে, যথা—তুল্য, ভিন্ন, বিভিন্ন, বিষম।

বা। কোন্ কোন্ অঙ্কে কোন্ সম্বন্ধ হয়, উদাহরণ দিয়া বলুন ?

শি। ১। যে দুই অঙ্ক এরূপ হয় যে একের সহিত দ্বিতীয়ের তুলনা করিলে সমান হয় উহাকে তুল্য সম্বন্ধ বলি। আরবী ভাষায় তামা- ছোল বলিয়া বর্ণনা হইয়াছে যেমন ২, ২ ইত্যাদি।

২। দুইটী অঙ্ক এরূপ হয় যে, একটী ছোট একটী বড় কিন্তু ছোট অঙ্কটী দিয়া বড় অঙ্কটীকে ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে না, উহাকে ভিন্ন সম্বন্ধ বলি আরবী ভাষায় "তাদাখোল" বলে। যেমন ৩, ৬ ইত্যাদি

৩। যে দুই অঙ্ক এরূপ হয় যে, ছোট অঙ্কটী দিয়া বড় অঙ্কটীকে ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে কিন্তু পৃথক একটী অঙ্কদ্বারা উভয়কে বিভাগ করা যায় উহাকে বিভিন্ন সম্বন্ধ বলি। আরবী ভাষায় "তওয়াফক" বলে এবং পৃথক অঙ্কটীকে তৃতীয় রাশি বলি যেমন ৮, ২০ ইত্যাদি ইহার তৃতীয় রাশি ৪ হইবে।

৪। যে দুইটী অঙ্ককে পরস্পর ক্রমশঃ বিভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে বিষম সম্বন্ধ বলি। উহাকে আরবী ভাষায় "তাবায়ন" বলে, যেমন ৯, ১০ ইত্যাদি।

হে বালক! এই চারিটী সম্বন্ধ স্মরণ রাখা অতি আবশ্যক তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুইটী অনায়াসেই জানা যায় শেষোক্ত দুইটী জানিতে বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। অতএব একটী নিয়ম বলিতেছি তদ্দ্বারা কোন্ কোন্ অঙ্কে বিভিন্ন সম্বন্ধ ও কোন্ কোন্ অঙ্কে বিষম সম্বন্ধ সহজেই জানিতে পারিবে যথা:—

নিয়ম।

দুইটী অঙ্ক মধ্যে ছোট অঙ্কটীকে হারক ও বড় অঙ্কটিকে হার্য্য করিয়া হরণ করিলে যদি অবশিষ্ট থাকে তবে পুনর্ব্বার ঐ অবশিষ্টকে হারক ও পূর্ব্বের হারককে হার্য্য করিয়া হরণ করিতে হইবে। এইরূপ ক্রমশঃ হারককে হার্য্য ও অবশিষ্টকে হারক করিয়া হরণ করিলে যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে তবে ঐ দুই অঙ্কে "বিভিন্ন সম্বন্ধ" এবং শেষের হারকের নাম তৃতীয় রাশি। আদৌ অবশিষ্ট থাকিলে ঐ দুই অঙ্কে বিষম সম্বন্ধ।

ব। উহার দুইটী দৃষ্টান্ত লিখিয়া দেখান।

শি। লিখিলাম দেখ।

বিষম সম্বন্ধের উদাহরণ। বিভিন্ন সম্বন্ধের উদাহরণ।

বিষম সম্বন্ধের উদাহরণ	বিভিন্ন সম্বন্ধের উদাহরণ
৪+২৭	৬+২০
৪) ২৭ (৬	৬) ২০ (৩
২৪	১৮
৩) ৪ (১ এই হারকের নাম ৩য় রাশি	২) ৬ (৩
৩	৬
১	০

শুদ্ধ করার বিবরণ।

বা। শুদ্ধ করা কাহাকে বলে ?

শি। যদি অংশে এবং অংশীতে মিলিত না হয় তবে ভগ্নাংশ করিয়া মিল করিয়া দেওয়াকে শুদ্ধ করা বলে, যে অঙ্ক দ্বারা শুদ্ধ হয় উহাকেই শুদ্ধাঙ্ক বলা যায়। আরবী ভাষায় শুদ্ধ করাকে "তছহি" বলে।

বা। কিরূপে শুদ্ধ করা যায় ?

শি। তৎসম্বন্ধে দায়ভাগ অর্থাৎ আরবী ভাষার সেরাজিয়া গ্রন্থে সাতটী সূত্র বর্ণিত হইয়াছে তাহারকোনও একটি সূত্র দ্বারা শুদ্ধ করা যায়।

বা। ঐ সাতটি সূত্র কি কি ?

শি। যথা— ১। সূত্র।

অংশে ও অংশীতে মিলিত হইলে পূরণের কোনও আবশ্যক নাই।

বা। উহার একটি উদাহরণ বলুন ?

শি। যদি কেহ মাতা, পিতা, দশটি কন্যা রাখিয়া মৃত্যু হন তবে এই সূত্রানুসারে শুদ্ধ করা যায়। যথা—

মূল—৬

মৃ		ক
মাতা	পিতা	১০ কন্যা
১	১	৪

হে বালক ! এখানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ইহার মূলরাশি ৬ হইয়া ষষ্ঠাংশ মাতা, ষষ্ঠাংশ পিতা ও দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪ অংশ ১০টি কন্যা পাইলেন। অতএব ৪ অংশ ১০ জন কন্যা কোনও রূপেই বিভাগ করিয়া নিতে পারেন না। আদৌ ৪তে ১০তে এই দুই অঙ্কে বিভিন্ন সম্বন্ধ ইহার তৃতীয় রাশি ২। অতএব ঐ ২ দ্বারা ১০ কে

হরণ করিলে তাহার ফল ৫ হইল এবং ঐ ৫ দ্বারা মূলরাশি ৬ কে পূরণ করিলে ৩০ হইলে। ইহাই এই প্রশ্নের শুদ্ধ রাশি। ইহার ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ৫ অংশ মাতা, ৫ অংশ পিতা ও তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ ২০ অংশ ১০ কন্যার প্রত্যেকে ২ অংশ করিয়া পাইবেন।

উদাহরণ।

শু—৩০

মূ—৬

মৃ ক

মাতা,	পিতা,	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
৫	৫	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২

বা। বৃদ্ধিরাশির প্রতি যে শুদ্ধ করা যায় তাহারও একটী উদাহরণ বলুন।

শি। যদি কোন মেয়েলোক পতি, মাতা, পিতা ও ৬ কন্যা রাখিয়া মৃত হন তবে বৃদ্ধি রাশির প্রতি শুদ্ধ করা যাইবে। যথা—

শুদ্ধ—৪৫

বৃদ্ধি—১৫

মৃ

পতি,	মাতা,	পিতা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
৯	৬	৬	৪	৪	৪	৪	৪	৪

অতিরিক্ত সুত্র।

শুদ্ধ করা সময়ে যে অঙ্ক দ্বারা মূল রাশিকে পূরণ করা যায় সেই অঙ্কটি দিয়া অংশীগণের অংশও পূরণ করিয়া উহাদিগকে দেওয়া যাইবে। এই নিয়ম শুদ্ধ করার প্রথম সুত্র ব্যতীত সমুদয় সূত্রেই খাটিবে।

হে বালক! উপরি ভাগের উদাহরণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ পতি ৯ অংশ পাইলেন। কেননা তিনি প্রথমতঃ তিনাংশ পাইয়া ছিলেন পরে শুদ্ধ করা কালিন ৩ দ্বারা ১৫কে পূরণ করা গিয়াছিল অতএব ঐ তিন দ্বারা পতির ৩ অংশকে পূরণ করিয়া ৯ দেওয়া গেল। মাতার দুই অংশ কে পূরণ করিয়া ৬ দেওয়া গেল। পিতাও ঐরূপ

৬ পাইলেন। কন্যাগণ ৮ অংশ পাইয়াছিলেন উহাকে ৩ দ্বারা পূরণ করাতে ২৪ হইল ঐ ২৪ অংশ ৬টি কন্যার প্রত্যেককে ৪ অংশ করিয়া দেওয়া গেল।

৩। সূত্র।

একদায়াদের অংশীদের সংখ্যায ও তাহাদের অংশে বিষম সম্বন্ধ হইলে দায়াদের সমুদয় সংখ্যাটি দ্বারা মূলরাশিকে এবং বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলে বৃদ্ধি রাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে।

বা। উহার একটি উদাহরণ বলুন?

শি। যদি কেহ মাতা, পিতা, ৫ জন কন্যা রাখিয়া মৃত হন, তবে মূল রাশির প্রতি শুদ্ধ করা যাইবে। যথা—

মূল—৬

ম্		ক
মাতা	পিতা	৫ কন্যা
১	১	৪

হে বালক! এখানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ, পিতা ঐরূপ ও ৫ জন কন্যা তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ ৪ ভাগ পাইলেন। অতএব ৪ ভাগ ৫ জনের প্রতি মিলিত হয় না এবং ৫ ও ৪ মধ্যে বিষম সম্বন্ধ একারণ ৫ দ্বারা মূল রাশি ৬ কে পূরণ করিলে ৩০ হইল। ইহাই এই প্রশ্নের শুদ্ধ রাশি। পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে মাতা ৫ অংশ পিতা ৫ অংশ ৫ জন কন্যা প্রত্যেকে ৪ অংশ করিয়া ২০ পাইলেন।

উদাহরণ।

শুদ্ধ—৩০

মূল—৬

ম্						ক
মাতা,	পিতা,	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
৫	৫	৪	৪	৪	৪	৪

বা। বৃদ্ধি রাশির উদাহরণ বলুন?

শি। যদি কোন মেয়েলোক পতি ও ৫ জন সহোদরা বর্ত্তমান রাখিয়া মৃত হন তবে বুদ্ধি রাশির প্রতি শুদ্ধ করা যাইবে। উদাহরণ।

শুদ্ধ——৩৫

বৃ——৭

মৃত

পতি	সহোদরা	সহোদরা	সহোদরা	সহোদরা	সহোদরা।
১৫	৪	৪	৪	৪	৪

৪। সূত্র।

যদি একাধিক দায়াদ হয় এবং প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় ও তাহাদের অংশে মিল না হয় বরং এক দায়াদের সংখ্যার সহিত অন্য দায়াদের সংখ্যা তুলনা করিলে তুল্য সম্বন্ধ হয় তবে তাহার কোন এক দায়াদের সংখ্যাটি দ্বারা মুল রাশিকে পুরণ করিলে শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে।

বা। উহার একটি উদাহরণ বলুন?

শি। যদি কোন ব্যক্তি ৬জন কন্যা ৩জন উর্দ্ধজননী ৩জন পিতৃব্য রাখিয়া মৃত হন তবে এই সূত্রমত উহার শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে। যথা—

মূ—৬

মৃ

৬ কন্যা	৩ উর্দ্ধজননী	৩ জন পিতৃব্য
৪	১	১

হে বালক! এখানে বিবেচনা করিয়া দেখ প্রথম দায়াদের ৬ ও ৪ তে বিভিন্ন সম্বন্ধ উহার তৃতীয় রাশি ২, একারন ২ দ্বারা ৬ কে হরণ করিলে ফল ৩ হইল ঐ ৩ লওয়া গেল, দ্বিতীয় দায়াদেরও ৩ ও ১ মধ্যে বিষম সম্বন্ধ এজন্য উহারও ৩ লওয়া গেল। তৃতীয় দায়াদেরও ঐরূপ বিষম সম্বন্ধ থাকা বিধায় তাহারও তিন লওয়া গেল। অতএব নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ৩, ৩, ৩, সমুদয়ের মধ্যেই পরস্পর তুল্য সম্বন্ধ। একারণ ৩ দ্বারা মুল রাশি ৬ কে পুরণ করিলে ১৮ হইল! পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে ১২ অংশ

৬ জন কন্যা প্রত্যেকে ২ করিয়া পাইলেন। ৩ অংশ ৩ জন উৰ্দ্ধ-জননী প্রত্যেকে ১ করিয়া পাইলেন। অবশিষ্ট ৩ অংশ ৩ জন পিতৃব্য প্রত্যেকে ১ করিয়া প্রাপ্ত হইলেন।

শু—৮

মূ—৬

মৃ

কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
২	২	২	২	২	২

উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী
১	১	১

ক

পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
১	১	১

৫। সূত্র।

যদি একাধিক দায়াদ হয় এবং প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় ও অংশে মিলিত না হয়, বরং পরস্পর দায়াদের সংখ্যায় ভিন্ন সম্বন্ধ হয় তবে সমুদয় দায়াদ মধ্যে যে দায়াদের সংখ্যাটি বড় হইবে তদ্বারা মূল রাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে।

বা। উহার একটি উদাহরণ বলুন?

শি। যদি কেহ ৪ জন ভার্য্যা ৩ জন উৰ্দ্ধজননী ১২ জন পিতৃব্য রাখিয়া মৃত হন তবে উহার শুদ্ধ রাশি এই সূত্রমত নির্গত হইবে যথা—

মূ—১২

মৃ ক

৪ জন ভার্য্যা	৩ জন উৰ্দ্ধজননী	১২ জন পিতৃব্য
৩	২	৭

হে বালক! এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ মূল রাশি ১২ হইল ইহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৩ অংশ ৪ জন ভার্য্যা পাইলেন। ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ২ অংশ ৩ জন উৰ্দ্ধজননী প্রাপ্ত হইলেন। অবশিষ্ট সাত

অংশ ১২ জন পিতৃব্য পাইলেন। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় ও তাহাদিগের অংশে বিষম সম্বন্ধ। এবং ৪, ৩, ১২ তে পরস্পর দায়াদের সংখ্যায় ভিন্ন সম্বন্ধ। অতএব উহাদের বড় সংখ্যা ১২ লইয়া উহা দ্বারা মূলরাশি ১২ কে পূরণ করিলে ১৪৪ হইল। ইহাই এই প্রশ্নের শুদ্ধরাশি! পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে ৩৬ অংশ ৪ জন ভার্য্যা প্রত্যেকে ৯ করিয়া পাইলেন। ২৪ অংশ তিন জন ঊর্দ্ধজননী প্রত্যেকে ৮ করিয়া পাইলেন। অবশিষ্ট ৮৪ অংশ ১২ জন পিতৃব্য প্রত্যেকে ৭ করিয়া পাইলেন। উদাহরণ।

শু—১৪৪

মূ—১২

মৃ

ভার্য্যা	ভার্য্যা	ভার্য্যা	ভার্য্যা	ঊর্দ্ধ জননী
৯	৯	৯	৯	৮
ঊর্দ্ধ জননী	ঊর্দ্ধজননী	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৮	৮	৭	৭	৭

পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৭	৭	৭	৭	৭	৭

পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৭	৭	৭	৭

৬। সূত্র।

যদি একাধিক দায়াদ হন এবং প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় ও অংশে মিলিত না হয় এবং প্রথম দায়াদের সংখ্যার সহিত দ্বিতীয় দায়াদের সংখ্যায় বিভিন্ন সম্বন্ধ হয় তবে উহাদের তৃতীয় রাশি দ্বারা প্রথম দায়াদের সংখ্যাকে হরণ করিলে যে ফল হইবে তদ্দারা দ্বিতীয় দায়াদের সংখ্যাকে পূরণ করিবে পরে পূরণের ফলে ও তৃতীয় দায়াদ থাকিলে তাহার সংখ্যায় যদি উক্ত সম্বন্ধ হয় তবে ঐরূপ আচরণ করিবে। যদি বিষম সম্বন্ধ হয় তবে তৃতীয় দায়াদের সমুদয় সংখ্যা দিয়া পূরণের ফলকে পুনর্ব্বার পূরণ করিবে। এই-

রূপ যত দাবাদই হউক না কেন পরিশেষে ঐ পুরণের শেষ ফল দ্বারা মুলরাশিকে পুরণ করিলে শুদ্ধরাশি নির্গত হইবে।

বা। উহার একটী উদাহরণ বলুন ?

শি। যদি কেহ ৪ জন ভার্য্যা ১৮ জন কন্যা ১৫ জন উর্দ্ধজননী ৬ জন পিতৃব্য রাখিয়া মৃত হন তবে এই সূত্র মত উহার শুদ্ধরাশি নির্গত হইবে। যথা:—

মু——২৪

মু	ক
৪ জন ভার্য্যা	১৮ জন কন্যা
৩	১৬
১৫ জন উর্দ্ধজননী	৬ জন পিতৃব্য
৪	১

হে বালক ! এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ প্রথম বর্গের ৪ তে ৩ তে বিষম সম্বন্ধ একারণ ৪ লওয়া গেল। দ্বিতীয় বর্গের ১৮ তে ১৬ তে বিভিন্ন সম্বন্ধ ইহার তৃতীয় রাশি ২ হইবে। একারণ ১৮ হইতে ৯ লওয়া গেল। তৃতীয় বর্গের ১৫ তে ৪ তে বিষম সম্বন্ধ একারণ ১৫ লওয়া গেল, চতুর্থ বর্গের ৬ তে ১ তে বিষম সম্বন্ধ একারণ ৬ লওয়া গেল। অতএব নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ৪, ৬, ৯, ১৫ হইল। পুনর্ব্বার দেখা গেল ৪ তে ৬ তে বিভিন্ন সম্বন্ধ ইহার তৃতীয় রাশি ২ হইবে। অতএব ৪ হইতে ২ লইয়া ৬ কে পুরণ করিলে ১২ হইল। পরে দেখা গেল ১২ তে ৯ তে বিভিন্ন সম্বন্ধ ইহার তৃতীয় রাশি ৩ হইবে। একারণ ৯ হইতে ৩ লইয়া ৩ দ্বারা ১২ কে পুরণ করিলে ৩৬ হইল এবং ৩৬ তে ১৫ তে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে উহাতেও বিভিন্ন সম্বন্ধ উহার তৃতীয় রাশি ৩ হইবে। একারণ ৩৬ হইতে ১২ লইয়া তদ্দারা ১৫ কে পুরণ করিলে ১৮০ হইল, ঐ ১৮০ দিয়া মুলরাশি ২৪ কে পুরণ করিলে ৪৩২০ হইল উহাই এই প্রশ্নের শুদ্ধ রাশি পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে

৫৪০ অংশ ৪ জন ভার্য্যা প্রত্যেকে ১৩৫ করিয়া পাইলেন। ২৮৮০ অংশ ১৮ জন কন্যা প্রত্যেকে ১৬০ করিয়া পাইলেন। ৭২০ অংশ ১৫ জন উৰ্দ্ধজননী প্রত্যেকে ৪৮ করিয়া ও ১৮০ অংশ ৬ জন পিতৃব্য প্রত্যেকে ৩০ করিয়া পাইলেন।

উদাহরণ।

শু———৪৩২০

মূল———২৪

মৃ			ক
ভার্য্যা	ভার্য্যা	ভার্য্যা	ভার্য্যা
১৩৫	১৩৫	১৩৫	১৩৫

কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০
কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০

কন্যা	কন্যা	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী
১৬০	১৬০	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮

উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী
৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮
উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	উৰ্দ্ধজননী	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৩০	৩০

পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৩০	৩০	৩০	৩০

৭। সূত্র।

যদি একাধিক দায়াদ হন এবং প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় অংশে মিলিত না হয় বরং পরস্পর দায়াদের সংখ্যায় বিষম সম্বন্ধ হয় তবে প্রথম দায়াদের সংখ্যা দ্বারা দ্বিতীয় দায়াদের সংখ্যাকে পূরণ করিলে যে ফল হইবে সেই ফল দ্বারা তৃতীয় দায়াদের সংখ্যাকে পূরণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ যত দায়াদই হউক না

কেন পরিশেষে শেষ গুণফল দ্বারা মূলরাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে।

বা। উহার একটি উদাহরণ বলুন।

শি। যদি কেহ ২জন ভার্য্যা ৬জন উর্দ্ধজননী ১০ জন কন্যা ৭জন পিতৃব্য রাখিয়া মৃত্যু হন তবে ইহার শুদ্ধরাশি এই সূত্র দ্বারা নির্গত হইবে। যথা—

মু—২৪

মৃ			ক
২ জন ভার্য্যা	৬ জন উর্দ্ধ জননী	১০ জন কন্যা	৭ জন পিতৃব্য
৩	৪	১৬	১

হে বালক! বিবেচনা করিয়া দেখ প্রথম দায়াদের ২তে, ৩তে বিষম সম্বন্ধ একারণ প্রথম দায়াদের সংখ্যা ২ লওয়া গেল, দ্বিতীয় দায়াদের ৬তে ৪তে বিভিন্ন সম্বন্ধ উহার তৃতীয় রাশি ২ হইবে, একারণ ৬এর ৩ লওয়া গেল। তৃতীয় দায়াদের ১০তে ১৬তে বিভিন্ন সম্বন্ধ উহারও তৃতীয় রাশি ২ হইবে। ঐরূপ ১০ এতে ৫ লওয়া গেল। চতুর্থ দায়াদের ৭তে ১তে বিষম সম্বন্ধ একারণ ৭ সাত লওয়া গেল। অতএব নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ২তে ৩তে ৫তে ৭তে সমুদয়ের মধ্যেই পরস্পর বিষম সম্বন্ধ। এজন্য পরস্পর গুণ করতঃ অর্থাৎ ২কে তিন দ্বারা গুণ করিলে ৬ হইল উহাকে পাচ দ্বারা গুণ করিলে ৩০ হইল। এই ৩০কে সাত দ্বারা গুণ করিলে ২১০ হইল। এই ২১০ দ্বারা মূলরাশি ২৪কে পূরণ করিলে ৫০৪০ হইল। ইহাই এই প্রশ্নের শুদ্ধ রাশি। পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে ৬৩০ অংশ ২ জন ভার্য্যা প্রত্যেকে ৩১৫ করিয়া পাই-লেন। ৮৪০ অংশ ৬জন উর্দ্ধজননী প্রত্যেকে১৪০ করিয়া পাইলেন। ৩৩৬০ অংশ ১০ জন কন্যা প্রত্যেকে ৩৩৬ করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। অবশিষ্ট ২১০ অংশ ৭জন পিতৃব্য প্রত্যেকে ৩০ করিয়া পাইলেন।

উদাহরণ।

শু—৫০৪০

মূ—২৪
মৃ ক

ভার্য্যা	ভার্য্যা	ঊর্দ্ধ জননী	ঊর্দ্ধ জননী	ঊর্দ্ধ জননী
৩১৫	৩১৫	১৪০	১৪০	১৪০

ঊর্দ্ধ জননী	ঊর্দ্ধ জননী	ঊর্দ্ধ জননী	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
১৪০	১৪০	১৪০	৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬

কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পিতৃব্য
৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬	৩০

পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০

ন্যুন রাশিতে পরিণত করিবার কথা।

বা। সে কিরূপ?

শি। মনে করিয়া দেখ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কেহই বর্ত্তমান না থাকেন তবে প্রথম শ্রেণীর যে যে ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিবেন তাঁহাদেরই প্রাপ্য অংশ বাদে বক্রী যাহা থাকিবে তাহাও উহার স্বীয় স্বীয় অংশমত পাইবেন, কিন্তু ভার্য্যা আর পতি পাইবেন না। উহাকে আরবী ভাষায় রদ্দ বলে।

বা। ন্যূন রাশিতে পরিণত করিবার কোন নিয়ম আছে কি না?

শি। হাঁ চারিটী নিয়ম আছে। যথা—

১ম নিয়ম।

যদি প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এক দায়াদ হন এবং ভার্য্যা কি পতি না থাকেন তবে ঐ দায়াদের সংখ্যায় যত হইবে তত দিয়া মূলরাশি করিতে হইবে।

উদাহরণ। যথা—২জন কন্যা কি ২জন ভগিনী ইহার মূলরাশি ২ হইবে

২য় নিয়ম।

যদি প্রথম শ্রেণীরা একাধিক দায়াদ হন, অথচ ভার্য্যা কি পতি না থাকেন তবে তাঁহাদের অংশ দ্বারা মূলরাশি ধরা যাইবে।

উদাহরণ।

মূলরাশি ২ হইলে যদি অর্দ্ধাংশ প্রাপক দুই দায়াদ বর্ত্তমান থাকেন।

যথা—ঊর্দ্ধ জননী ১ জন, বৈপিত্রেয় ভগিনী ১ জন ইহার মূলরাশি ৩ হইবে।

যদি এক দায়াদ তৃতীয়াংশ ও দ্বিতীয় দায়াদ ষষ্ঠাংশ প্রাপক হন যথা—মাতা ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ভগিনী একাধিক হইলে মূলরাশি ৪ হইবে।

যদি ষষ্ঠাংশ প্রাপক ও অর্দ্ধাংশ প্রাপক বর্ত্তমান থাকেন, যথা—কন্যা ও পুত্রের কন্যা তাহা হইলে মূলরাশি ৫ হইবে।

যদি ষষ্ঠাংশ ও দুই তৃতীয় প্রাপক বর্ত্তমান থাকেন, যথা—২ কন্যা ও মাতা তাহা হইলে ঐরূপ মূলরাশি ৫ হইবে।

যদি অর্দ্ধেক ও দুই ষষ্ঠাংশ প্রাপক বর্ত্তমান থাকেন যথা—১ কন্যা ও পুত্রের কন্যা ও মাতা। তাহা হইলে ঐরূপ অর্দ্ধেক ও তৃতীয়াংশ প্রাপক বর্ত্তমান থাকিলেও মূলরাশি ৫ হইবে। যথা—সহোদরা ভগিনী ও বৈপিত্রেয় ভগিনী ২ জন।

৩য় নিয়ম।

যদি স্ত্রী কিম্বা পতি বর্ত্তমান থাকেন এবং প্রথম শ্রেণীরও কোন দায়াদ জীবিত থাকেন তবে স্ত্রী কি পতির অংশ পরিশোধান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও দায়াদের সংখ্যায় মিলিত হইলে পূরণের কোনও আবশ্যক রাখে না; যথা—পতি ও তিন কন্যা।

যদি অবশিষ্ট ও দায়াদের সংখ্যায় ও অংশে মিলিত না হয়, তবে দেখিতে হইবে উভয় মধ্যে কি সম্বন্ধ, যদি বিভিন্ন সম্বন্ধ হয় তবে তৃতীয় রাশি দ্বারা দায়াদের সংখ্যাকে হরণ করিলে যে ফল হইবে তদ্দ্বারা মূলরাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধরাশি নির্গত হইবে। যথা—পতি ও ৬টী কন্যা।

যদি বিষম সম্বন্ধ হয়,তবে দায়াদের সমুদয় সংখ্যাদ্বারা মূলরাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধরাশি নির্গত হইবে যথা—পতি ও ৫টী কন্যা।

৪র্থ নিয়ম।

যদি একাধিক দায়াদ হন এবং তৎসঙ্গে স্ত্রী কি পতি বর্ত্তমান থাকেন,তবে স্ত্রী কি পতির অংশ পরিশোধান্তে বক্রী যাহা থাকিবে,

তাহাতে সমুদয় দায়াদের অংশ ও অংশীতে মিলিত হইলে পূরণের কোনও আবশ্যক রাখে না যথা—১জন ভার্য্যা ১ জন উর্দ্ধজননী ২ জন বৈপিত্রেয় ভগিনী। যদি মিলিত না হয় তবে শুদ্ধ করার যে সকল সূত্র বর্ণনা করা গিয়াছে তাহার উপযুক্ত সূত্র দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে। যথা—১জন ভার্য্যা ৪জন উর্দ্ধজননী, ৬জন বৈপিত্রেয় ভগিনী। স্ত্রী কি পতির অংশ পরিশোধান্তে বক্রী যে অংশ থাকিবে যদি তাহার এবং দায়াদের অংশে মিলিত না হয় তবে যে যে দায়াদের যত অংশ হইবে, উহার সমষ্টি দ্বারা মূলরাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধরাশি নির্গত হইবে। যদি ইহাতেও প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় ও তাহাদের অংশে মিলিত না হয় তবে শুদ্ধ করার সূত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে বিভাগ করিয়া দিবে যথা—৪ জন ভার্য্যা, ৯ জন কন্যা, ৬ জন উর্দ্ধজননী।

ক্রমশঃ বিভাগের বিবরণ।

বা। ক্রমশঃ বিভাগ কি বুঝিলাম না?

শি। কোন ব্যক্তি মৃত্যু হইলে তাহার ত্যজ্য সম্পত্তি বিভাগ হওয়ার পূর্ব্বে যদি উত্তরাধিকারীগণ হইতে এককি একাধিক মৃত্যু হন তবে সমুদয় মৃতের উত্তরাধিকারীগণকে যে প্রথম মৃতার ধন বিভাগ করিয়া দেওয়া উহাকে ক্রমশঃ বিভাগ বলি। আরবী ভাষায় "মুনাসাখা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বা। উহার একটী উদাহরণ বলিয়া দেখান, তাহা না হইলে মুখে মুখে বলিলে বুঝিব না।

শি। এই লিখিলাম দেখ যথা—

শু——১২৮

শু——৩২

শু——১৬

মূ——৪

মৃ		ক
পতি খ	কন্যা গ	মাতা ঘ
৪ মৃত	৯ মৃত	৩

		মৃত
মৃ— —৪	তুল্য সম্বন্ধ	হস্তে—৪
মৃ		খ

স্ত্রী চ	মাতা ছ	পিতা জ
১	১	২
২	২	৪
৮	৮	১৬
মৃ— —৬	বিভিন্ন সম্বন্ধ	হস্তে—৯
মৃ		গ

ঊর্দ্ধজননী ঘ	পুত্র ত	পুত্র থ	কন্যা দ
১	২	২	২
৩ মৃত	৬	৬	৩
	২৪	২৪	১২
শু—৪			
মৃ—২	বিষম সম্বন্ধ		হস্তে—৯
মৃত			ঘ

পতি প	ভ্রাতা ফ	ভ্রাতা ব
২	১	১
১৮	৯	৯
	সমষ্টি—১২৮	১৲

জীবিত

চ	ছ	জ	ত	থ
৮	৮	১৬	২৪	২৪
/০	/০	৶০	৶০	৶০

ব্যক্তিগণ

দ	প	ফ	ব
১২	১৮	৯	৯
/১০	৶৫	./২॥	/২॥

হে বালক! এই উদাহরণে বিবেচনা করিয়া দেখ প্রথম 'ক, মৃতার লঘু করণের অর্থাৎ রদ্দের চতুর্থ নিয়মানুসারে মূল রাশি ৪ হইয়া ১৬ তে শুদ্ধ হইল এবং উহার ৪ অংশ পতি, ৯ অংশ কন্যা, ৩ অংশ মাতা পাইলেন।

দ্বিতীয় 'খ, মৃতার লঘু করণের তৃতীয় নিয়মানুসারে মূল রাশি ৪ হইয়া ১ অংশ স্ত্রী, ১ অংশ মাতা ২ অংশ পিতা পাইলেন। এইক্ষণ আর একটী কথা মনে রাখ, যাহা পূর্ব্ব মৃতা হইতে পাওয়া যায় তাহাকে 'হস্তস্থিত, বলা যায়, উহাকে আরবী ভাষায় "মাফেল এদ" বলে, অতএব এখানে হস্তস্থিত ৪ ছিল, একারণ অংশে ও মুল রাশিতে মিলিত হইল। তৃতীয় 'গ, মৃতার মুল রাশি ৬ হইয়া ১ অংশ উদ্ধজননী, দুইটী পুত্র প্রত্যেকে ২ অংশ করিয়া ৪ অংশ, ও একটী কন্যা এক অংশ পাইলেন। অতএব এখানে দেখা যাইতেছে, এই তৃতীয় মৃতার হস্তে ৯ ছিল। একারণ ৯ তে ৬ তে বিভিন্ন সম্বন্ধ, উহার তৃতীয় রাশি ৩ হইবে। অতএব ৬ কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ২ ফল হইল। ঐ ২ দ্বারা পূর্ব্বের মুল রাশি ১৬ কে পুরণ করিলে ৩২ হইল, ঐ দুই দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় মৃতার উত্তরাধিকারীগণের অংশকে গুণ করিয়া দেওয়া গেল। ৯এর ভাগ ফল ৩ দ্বারা তৃতীয় মৃতার উত্তরাধিকারীগণের অংশকে গুণ করিয়া দেওয়া গেল।

চতুর্থ মৃতার মুল রাশি ২ ও শুদ্ধ রাশি ৪ হইয়া ২ অংশ পতি ও ২ অংশ দুইজন ভ্রাতা পাইলেন এবং এই মৃতার হস্তস্থিত ৯ অংশ ছিল। অতএব ৪ তে ৯ তে বিষম সম্বন্ধ একারণ ৪ দ্বারা পূর্ব্বের শুদ্ধ রাশি ৩২ কে পুরণ করিলে ১২৮ হইল এবং ৪ দ্বারা দ্বিতীয় তৃতীয় মৃতার উত্তরাধিকারীগণের অংশকে গুণ করিয়া দেওয়া গেল, ৯ দ্বারা চতুর্থ মৃতার উত্তরাধিকারীগণের অংশকে গুণ করিয়া দেওয়া গেল। হে বালক! পঞ্চম, ষষ্ঠ যত মৃতাই হউকনা কেন এই ধারানুসারে ক্রমশঃ বিভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে।

উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদিগের নাম পৃথক নিম্নে লিখিয়া নামের নিম্নে যাঁহার যত অংশ তাহা লিখিতে হইবে এবং উপরিভাগে সমুদয় অংশের সমষ্টি লিখা থাকিবে।

বা। অংশ ব্যতীত আনা গণ্ডাক্র প জানায় কোন উপায় আছে কি না।

শি। হাঁ বলিতেছি। যাহার অংশ আনা গণ্ডা রূপে জানিতে ইচ্ছা কর প্রথম তাহার অংশকে ১৬ আনা দিয়া পূরণ করিয়া সমষ্টি অর্থাৎ সমুদয় অংশীগণের অংশে একুন দিয়া হরণ করিলে যে ফল হইবে তাহাই ঐ ব্যক্তির অংশ হইবে। যথা—২৩৮ পৃষ্ঠায় উদাহরণ দেখ।

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে গার্ব্ভনী রাখিয়া মৃত হন তবে উত্তরাধিকারীগণ গর্ভ প্রসবের পূর্ব্বে উহার ত্যজ্য সম্পত্তি বিভাগ করিয়া নিতে পারেন কি না।

শি। হাঁ একটি পুত্রের অংশ পরিমাণ ধন রাখিয়া বণ্টক করিয়া নিতে পারিবেন কিন্তু যদি ঐ উত্তরাধিকারীগণ এরূপ লোক হন যে পুত্র জন্মিলে কিছুই পাইবেন না। যেমন ভ্রাতা ভগিনী ইত্যাদি তবে গর্ভ প্রসবাবধি বণ্টক স্থগিত থাকিবে।

বা। যদি কতক গুলা লোক জলেতে কি আগুনে কি প্রাচীরাদির নিম্নে পড়িয়া একত্র মৃত হন এবং কাহারই মরণের অগ্র পশ্চাৎ সময় জানা না যায় তবে ঐ মৃত ব্যক্তিরা একে দিতীয়ের ত্যজ্য ধনে উত্তরাধিকারী হইবেন কি না।

শি। না। কেহই কাহার উত্তরাধিকারী হইবেন না। কেবল জীবিত ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারী হইবে।

বা। নপুংসক কি অংশ পাইবেন।

শি। নপুংসক পুরুষ হইলে পুরুষের অংশ পাইবেন। মেয়েলোক হইলে মেয়েলোকের অংশ পাইবেন। কিন্তু যদি পুরুষ নপুংসক কি মেয়েলোক নপুংসক বিভেদ না হয় তবে তাহাকে আরবী ভাষায় "খোনছয়ে মোস্কল" বলে। পুরুষ ও মেয়েলোকের মধ্যে যে অংশ ন্যূন হইবে তাহাই খোনছায়ে মোস্কেলকে দেওয়া যাইবে।

বা। খোনছায়ে মোস্কেলের চিহ্ন কি?

শি। আরবী ভাষায় শরিফিয়া গ্রন্থে উহা বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছে যখন উহা পাঠ করিবে তখন বিশেষরূপে জানিতে পারিবে।

সম্পূর্ণ।